আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৪ || সোমবার || জ্যৈষ্ঠ || ১৪৩০ || জিলক্বদ ০২ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 34 || May 22 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

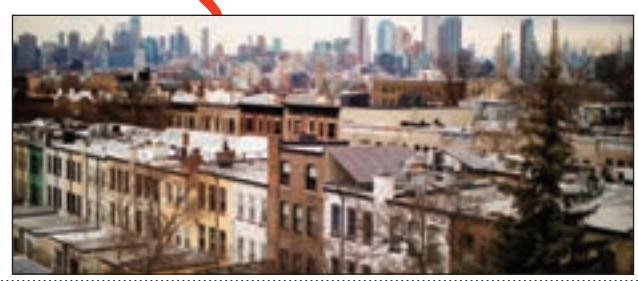
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ফোর্বসের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ৭ বাংলাদেশি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের উদীয়মান তরুণদের তালিকায় ৭ বাংলাদেশি স্থান পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ মে) ফোর্বসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া বৃদ্ধির ছোবল, টিকে থাকা দায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউ ইয়র্কে এখন সময়ের সঙ্গে পালা দিয়ে বাড়ছে বাড়িভাড়া। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না এই খাত। করোনার ছোবল কাটিয়ে ওঠা মানুষগুলোর ওপর এখন যেনো বাড়ি ভাড়ার ছোবল। মালিকেরা ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন কথায় কথায়। এতে নগরবাসীর জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে থেকে বাসা ভাড়া বেড়ে রেকর্ড পর্যায় পৌঁছে যায়। এর পর থেকে বেড়েই চলছে। আর নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙছে নিউইয়র্ক। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সামথ্রের মধ্যে বাসা পেতে বা মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছেন ভাড়াটিয়ারা। নগরের বোরো গুলোতে ভাড়া বাড়ার চিত্র এখন যে কারো জন্য আতঙ্কের। একটি



নতুন রিপোর্ট বলছে, ম্যানহাটন এক টানা দ্বিতীয় মাসেও ভাড়া বৃদ্ধির রেকর্ড গড়েছে। এখানে গড়ে ভাড়া মার্চ মাসে ৪,১৭৫ ডলার ছিলো যা এপ্রিলে বেড়ে ৪ হাজার ২০০ ডলার হয়ে যায়। বছর বছর ম্যানহাটনে ভাড়া বাড়ে গড়ে ৮ শতাংশ করে। কিন্তু নতুন লিজ গুলোতে এই বৃদ্ধির হার এখন ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এখানকার এক বেডরুমের ভাড়া ৪,৩০০ ডলারের নিচে মিলছে না। আর স্টুডিও এপার্টমেন্ট পেতে হলে গুনতে হচ্ছে গড়ে ৩,৩০০ ডলার। ব্রুকলিনে কিছুটা সস্তা কিন্তু সেখানেও ভাড়ায় পরিবর্তন আসছে বড় হারে। এখানে বছরে ভাড়া বাড়তো ১৫ শতাংশ হারে যা নতুন সময়ে নতুন লিজে বেড়ে যাচ্ছে ২৪ শতাংশ হারে। এমনকি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ছুরিকাহত হওয়ার পর প্রথম জনসম্মুখে সালমান রুশদি

লেখক সমালোচক সালমান রুশদী গত বৃহস্পতিবার রাতে পেন আমেরিকার বার্ষিক উদযাপনে বক্তব্য রেখেছেন। এটি ছিলো গেল বছর নিউইয়র্কে তার ওপর ছুরিকা হামলার পর প্রথম জনসম্মখে উপস্থিতি। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রীর একাল সেকাল: ক্যাবিদের দিনকাল

আবু তাহের: উটকে যেমন বলা হয় মরুর জাহাজ। তেমন নিউ ইয়র্ক সিটিকে চেনা যায় ইয়ালো ক্যাবে। এই নগরের প্রতীকি ইমেজ ইয়ালো ক্যাব বা ক্যাব ইন্ড্রাষ্ট্রি। আর এই ইন্ড্রাষ্ট্রির মুল



চালিকা শক্তি হচ্ছেন এই ক্যাবের চালকেরা ও ক্যাব্রি নামে যাদের পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। খোঁজ নিলেই জানা যাবে, এই ক্যাব ইন্ড্রাষ্ট্রির একটা বড় অংশ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

এলমহার্স্টের ১৭০ চিকিৎসক বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে ৫ দিনের ধর্মঘটে যাচ্ছেন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের কুইন্সে এলমহার্স্ট হাসপাতালের ১৭০ জন আবাসিক চিকিৎসক ২২ মে থেকে ৫ দিনের ধর্মঘটে যাচ্ছেন। বেতন বৈষম্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবের প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ঘোষণা এসেছে। মাউন্ট সিনাইয়ের ইকান স্কুল অব মেডিসিনের নিয়োগকৃত এই চিকিৎসকরা হাসপাতালের কমিটি অব ইন্টার্নস অ্যান্ড রেসিডেন্টস (সিআইআর) এর ইউনিয়নভুক্ত। তারা বলছেন, বেতন বাড়ানো এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে প্রায় এক বছর ধরে দরকষাকষি করে এখন তারা বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, বেতনে সমতা, শিক্ষা, পরিবহন, ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, খাদ্য ভাতা ও ঝুঁকি ভাতা। এ সবের দাবিতে সোমবার থেকে গোটা সপ্তাহ জুড়ে ধর্মঘটে যাচ্ছেন চিকৎসকরা। তারা বলেছেন, মাউন্ট সিনাইয়ের আচরণ বৈষম্যবাদী ও ইউনিয়ন-বিরোধী। মনে হয় যেনো আমরা **(বাকি অংশ ০৭ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র খেলাপি হলে বিশ্বজুড়ে কী ঘটতে পারে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হতে পারছে না হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ন্ত্রণকারী রিপাবলিকান পার্টি। অথচ সম্ভাব্য এক্স ডেট আসন্নআগামী ১ জুন। অর্থাৎ সেই সময় আর খুব বেশি দূরে নয়, যখন সরকারের পক্ষে সব বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।প্রশ্ন উঠছে, পৃথিবীর সবচেয়ে **(বাকি অংশ ০৭ পাতায়)**

ব্রঙ্কসে স্বল্পমূল্যে গৃহায়ণ সুযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সাধারণের সক্ষমতার মধ্যে রেখে স্বল্পমূল্যের গৃহায়ণের উদ্যোগ নিচ্ছে সিটির ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং প্রিজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এইচপিডি)। দক্ষিণ ব্রঙ্কসের স্টেবিনস এভিনিউস্থ নেইবারহুডে এই হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এইচপিডির পক্ষ থেকে কমিউনিটির কাছে এ ব্যাপারে মতামত চাওয়া হয়েছে। এই মতামত নিতে বিভিন্ন কর্মসূচিরও উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গৃহায়ণ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ, কমিউনিটির জন্য**(বাকি অংশ ০৭ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

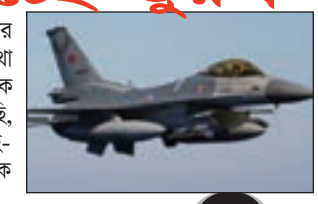
জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 22 // 2023

অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বানাচ্ছে তুরস্ক



ঢাকা ডেস্ক, ১৯ মে : তুরস্ক নিজস্ব প্রযুক্তিতে মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের চেয়ে অত্যাধুনিক সামরিক বিমান প্রস্তুতের ঘোষণা দিয়েছে। দেশটির সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বৃহস্পতিবার ওজগুল্ব নামে এই প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তুরস্কের সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ইসমাইল দেমির দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এনটিভিকে এ কথা বলেন। ইসমাইল দেমির বলেন, সমরাস্ত্র খাতে আমরা বিদেশ নির্ভরতা কমাতে যেসব উদ্যোগ নিয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই ওজগুল্ব প্রকল্প। টার্কিস এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (টিএআই) বর্তমানে তুরস্কের বিমানবাহিনীর হাতে যেসব এফ-১৬ যুদ্ধবিমান রয়েছে সেগুলোর কম্পিউটার ও সফটওয়্যার নিজস্ব প্রযুক্তিতে আরও আধুনিক করবে। তুর্কি এসব অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের নামকরণ করা হবে– এফ-১৬ ওজগুল।

ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির বিবৃতি





নিউইয়র্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন্স অব নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী ইমাম সিকদার এবং ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বর সেক্রেটারী শাহ্ নেওয়াজ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

গত ১৮ মে বৃহস্পতিবার প্রেরীত বিবৃতিতে বলা হয়: '২০২১ সালে ওয়াশিংটন ফোবানা কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের সাংবিধানিক নীতিমালার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেম্বর সেক্রেটারী নির্বাচিত করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি ২০২২ সালে কানাডার মন্ট্রিয়লে ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মন্ট্রিয়ল কনভেনশন কমিটির কনভেনর, মেম্বর সেক্রেটারী ও সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সফলভাবে মন্ট্রিয়ল কনভেনশন সম্পন্ন করে। কিন্তু মন্ট্রিয়ল কনভেনশনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফোবানার নতুন স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করতে না পারায় পরবর্তী এক মাসের মধ্যে পরিপূর্ণ কমিটি গঠনের জন্য সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা গত নয় মাসের মধ্যেও পরিপূর্ণ কমিটি গঠন করতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। মন্ট্রিয়ল সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য কানেকটিকাটে ২০২৩ সালের ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে এই মর্মে ঘোষণাও দেয়া হয়। কানেকটিকাটের কনভেনশনকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি এখন ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই কনভেনশনকে সকল দিক দিয়ে সার্থক, সুন্দর ও সফল করার জন্য কানেকটিকাট কমিটির কনভেনর ও মেম্বর সেক্রেটারিসহ কনভেনশন কমিটির সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আমরা জানাতে চাই, কানেটিকাট কনভেনশনে ফোবানার নতুন স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। এর আগে পর্যন্ত বর্তমান কমিটি বহাল থাকবে। বর্তমান কমিটি এ বছরের কানেকটিকাট কনভেনশন অনুষ্ঠানের সময় পর্যন্ত কাজ করবে।

কানেকটিকাট কনভেনশন ২০২৩ কে সফল করার জন্য আমরা ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে সকল সম্মানিত সদস্যের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আবারও উল্লেখ করতে চাই, বিভক্ত ফোবানাকে ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সকলের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।



যুদ্ধের পর প্রথমবার সৌদি গেলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ মে : সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ সৌদি আরব সফরে গেলেন।

বৃহস্পতিবার তিনি সৌদির বন্দরনগরী জেদ্দা পৌঁছেছেন। ১১ বছর পর সিরিয়ার সদস্যপদ পুনর্বহালের পর আরব লিগের সম্মেলনে প্রথমবার যোগ দিচ্ছেন তিনি। খবর আলজাজিরার।

শুক্রবার শহরটিতে আরব লিগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্য জেদ্দা পৌঁছেছেন আসাদ।

২০১১ সালে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়নের কারণে সংস্থাটি থেকে সিরিয়ার সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছিল।

সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, দীর্ঘ ১১ বছর পর বাশার আসাদ শুক্রবার আরব লীগের ৩২তম সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন।

সম্প্রতি কায়রোতে অনুষ্ঠিত আরব লিগের বৈঠকে এই সংস্থায় সিরিয়ার সদস্যপদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়।

পরবর্তীকালে সৌদি বাদশাহ আনুষ্ঠানিকভাবে বাশার আল আসাদকে আরব লিগের নেতৃবৃন্দের বৈঠকে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট সৌদি সফরে যাচ্ছেন।





সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী আনোওয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নৌকা মার্কার সমর্থনে সিলেটস্থ কুলাউড়া উপজেলাবাসীর মত বিনিময় সভা।









সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী আনোওয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নৌকা মার্কার সমর্থনে সিলেটস্থ কুলাউড়া উপজেলাবাসীর মত বিনিময় সভা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দা জেবুন নেছা- প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল- সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ , রফিকুল ইসলাম রেনু সভাপতি কুলাউডা উপজিলা আওয়ামিলীগ, একে এম সৈয়দ নজরুল ইসলাম- চেয়ারম্যান ৩ ন ং ভাটেরা ইউ-নিয়ন, কুলাউড়া।



১৮ মে, ২০২৩ আলহাজ্ব জহর আলী এবং মেসার্স বেগম এর ছেলে মুজিবুর রহমান এর সহিত মৃত সামসির আহমেদ ও আয়েশা ইসলামের কন্যা সামিয়া বেগম নাজুর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত হয়ে বর ও কনেকে আশির্বাদ করেন।

দেবে যাচ্ছে নিউইয়র্ক

(শেষের পাতার পর)

বলছে, চারিদিকে জলাশয়ে ঘেরা এই নগরী তার অসংখ্য আকাশচুম্বী ভবনের ওজন নিতে পারছে না। ফলে পানির স্তরের নিচে নেমে যাচ্ছে গোটা নিউইয়র্ক। গবেষকরা অধগমন বা অবনমন শব্দই ব্যবহার করেছেন এর ব্যাখ্যায়। নিউইয়র্ক পোস্টের একটি খবরে বলা হয়েছে, অন্তত ১০ লাখ ভবনের নগর এই নিউইয়র্ক। যার মোট ওজন প্রায় ১.৭ ট্রিলিয়ন পাউন্ড। আর সে ওজন পানিবেষ্টিত ভূ-ভাগের জন্য বাড়তি হয়ে উঠেছে। গবেষণালব্ধ এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 'আর্থস ফিউচার' জার্নালে। এতে বলা হয়েছে, প্রতি বছর নিউ ইয়র্ক সিটি এক থেকে ২ মিলিমিটার করে নিচে দেবে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে মাটির নিচের দিকে চলে যাচ্ছে লোয়ার ম্যানহাটান। ব্রুকলিন এবং কুইন্স নিয়েও আশঙ্কা একই। ইউএসজিএসের শীর্ষ গবেষক এবং ভূ-বিজ্ঞানী টম পারসন্স তার গবেষণা রিপোর্টে আরও লিখেছেন, বড় রকম বন্যার ঝুঁকিতেও রয়েছে নিউইয়র্ক। নিউইয়র্ক নিজে দেবে যাওয়ার পাশাপাশি পানির স্তর বেড়ে যাওয়াও এসব আশঙ্কার মূল কারণ। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলে ৩ থেকে ৪ গুন বেশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে। ফলে এখানে গাদাগাদি করে বসবাস করা ৮৪ লাখ মানুষকে নানা রকম ক্ষতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। এমন একটি গবেষণা প্রতিবেদনের পর ক্রমবর্ধমান বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি রোধে কৌশল নেয়া হবে এমনটাই প্রত্যাশা মি. পারসন্সের। তিনি আরও বলেন, গবেষণাপত্রে এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর গবেষণায় বলা হয়েছে, আটলান্টিক উপকূলে, নদীর পাড়ে বা লেকের ধারগুলোতে আরও আকাশচুম্বী ভবন নির্মাণ করলে বন্যার ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা

(শেষের পাতার পর)

অব আমেরিকা, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালাম-নাই অ্যাসোসিয়েশন সম্মিলিত ভাবে নিউ ইয়র্কের মেরি লুইস একাডেমি ভবন প্রাঙ্গনে গত ১৩মে আয়োজন করে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরন অনুষ্ঠান। দিনব্যাপী এই আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাঙালী পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ এবং একুশে পদক প্রাপ্ত আইনজ্ঞ ও সমাজকর্মী এস. এম আব্রাহাম লিংকন। সকল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইদের সম্মিলিত উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি শমিত মন্ডল এবং সাধারন সম্পাদক দুররে মাকনুন নবনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারন সম্পাদক আসলাম আহমাদ খান এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ সভাপতি মিজানুর রহমান। বাংলা নাট্যাঙ্গনে বিশেষ অবদানের জন্য রেখা আহমেদ এবং করোনাকালীন বাংলাদেশি কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য এঃইঘ ২৪ কে বিশেষ সম্মাননা নববর্ষ পদক প্রদান করা হয়। এঃইঘ ২৪ এর পক্ষে সম্মাননা গ্রহন করেন সিইও আহমদুল বারোভূইয়া পুলক এবং কো-ফাউন্ডার হাবিব রহমান। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রথমেই ছিল প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগরের বিশেষ পরিবেশনা। তারপর একে একে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব পরিবেশনা নিয়ে হাজির হন। সবশেষে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আরজিন কামালের সংগীত পরিবেশনা মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা নববর্ষ উদযাপন কমিটির আহবাহক ছিলেন শমিত মন্ডল, সদস্য সচিব দুররে মাকনুন নবনী, যুগ্ন আহবায়ক সাইদা আকতার লিলি, সাবিনা শারমিন নিহার, আব্দুলাহ জাহিদ এবং মিজানুর রহমান, সাংস্কৃতিক কমিটির দায়িত্বে ছিলেন মেরীস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মোহাম্মদ নাসির উলাহ, শামীম আরা বেগম, তামান্না শবনম পাপড়ি, শারমিন আক্তার রেক্সোনা, গোলাম মোস্তফা, অনুপ দাস, আকলিমা রানা চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির দায়িত্বে ছিলেন খালেদ মনির জোসেফ ও লিটু আনাম, মন্চ পরিকল্পনায় আকতার আহমেদ ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাইয়্যেব, অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন আশুতোষ সাহা, সুজিত পাল এবং মোহাম্মদ রহমান পলিন এবং সার্বিক সমন্বয়তোর দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ জামান মনির। অনুষ্ঠানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগর সেজান আহমেদ , আর পুরো অনুষ্ঠানটি সন্চালনা করেছেন শামীম আরা বেগম ও গোলাম মোস্তফা।

রাশিয়ার উৎসবে যাচ্ছে

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী চলচ্চিত্র আম-কাঁঠালের ছুটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৃ-তত্ত্ব ও আঞ্চলিক স্বকীয়তার প্রতিনিধিত্ব করা চলচ্চিত্র নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই উৎসব। ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত থাকার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে আম-কাঁঠালের ছুটি সিনেমার নির্মাতাকে।

শরীফ উদ্দিন সবুজের ছোটগল্প অবলম্বনে শিশুতোষ ঘরানার আম-কাঁঠালের ছুটি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন মোহাম্মদ নূরুজ্জামান।

গত শতাব্দীর সত্তর-আশি কিংবা মধ্য নব্বইয়ের দশকে যারা শৈশব-কৈশোর পার করেছেন তারা তাদের সেই বয়সের যাপিত জীবনকে নস্টালজিক আবহে তৈরি এই চলচ্চিত্রে দেখতে পাবেন বলে মনে করেন নির্মাতা। সেই সাথে হারিয়ে যাওয়া কিংবা হারাতে বসা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর আমাদের নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা। চলচ্চিত্রটির আন্তর্জাতিক সংস্করণের নামকরণ করা হয়েছে সামার হলিডে।

কারো সাথে মিশতে না পারা আট বছর বয়সী একটি শহুরে ছেলে গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে এসে কীভাবে নতুন এক জগৎ আবিষ্কার করে, খুঁজে পায় বন্ধুত্ব আর রোমাঞ্চের স্বাদ তারই আখ্যান এই পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

গত বছর ২৬ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আম-কাঠালের ছুটি সিনেমার ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়, এশিয়ান পার্সপেক্টিভ বিভাগে ছবিটির আরও একটি প্রদর্শনী হয় সেখানে। উৎসব কমিটি এবং উপস্থিত দর্শকেরাও ছবিটির প্রশংসা করে।

চলতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে এই চলচ্চিত্রটি পরীক্ষণের সময় সেন্সর কমিটির সদস্যরা খুবই নস্টালজিক হয়ে পড়েন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সদস্যরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী এবং প্রয়োজ-নীয় একটি কাজ হিসেবে চলচ্চিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট, সাবলীল অভিনয় আর বাস্তবানুগ কাহিনি বিন্যাসে তারা মুগ্ধ হন। বাংলাদেশের চিরায়ত সংস্কৃতি আর সহজ-স্বচ্ছন্দ্য জীবনবোধের এই গল্পে নিজেদেরকে সহজেই মেলাতে পারছিলেন সেন্সর ক্রিনিংয়ে উপস্থিত এক একজন দর্শক।

সিনেমাকার প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটির পিছনে রয়েছে দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের গল্প। খুব ছোট একটি কারিগরী ইউনিট আর আনকোরা একদল অপেশাদার অভিনয় শিল্পীদের নিয়ে গাজীপুরের হারবাইদ সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লোকেশনে ধারণ করা এই চলচ্চিত্রের সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন নির্মাতা নিজেই, সাথে ছিলেন ম্যাক সাব্বির। প্রযোজনা, পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনার পাশাপাশি সাউন্ড ডিজাইনও করেছেন মোহাম্মদ নূরুজ্জামান।

প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছে লিয়ন, জুবায়ের, আরিফ, হালিমা ও তানজিল। আরও ছিলেন ফাতেমা, কামরুজ্জামান কামরুল, আব্দুল হামিদ প্রমুখ। চলচ্চিত্রটির প্রধান সহকারী পরিচালক যুবরাজ শামীম।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্রপ্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের ২১শে জুলাই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। দেশের দর্শকদের জন্য সেই হিসেবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে চলচ্চিত্রটির প্রোমোশনাল টিম।

ষোড়শ চেবাক্সারি আন্তর্জাতিক ফিল্ম যোগ দিতে আগামী ২৪ মে সকালে মস্কোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন আম-কাঁঠালের ছুটির নির্মাতা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান।

গরমে শিশুর ডায়রিয়া হলে

(শেষের পাতার পর)

সেখানে শিশুদের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতিরিক্ত তাপমাত্রা খাবার ও পানিতে পানিবাহিত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবীদের দ্রুত বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডায়রিয়া নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়; ওষুধ কিংবা অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না। তবে পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করা এবং পানিশূন্যতা যে ঠিক হচ্ছে না, সেটা বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের শরীরে কোষের বাইরের পানি বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বেশি থাকে। ফলে সহজে তাদের শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে।

এ জন্য ডায়রিয়াজনিত জটিলতা শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ডায়রিয়া হলে শিশুদের বাইরের কোমল পানীয়, জুস, অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয়, চা কিংবা কফি খাওয়ানো যাবে না। মায়ের দুধ ছাড়া এ সময় অন্য কোনো দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর। সেগুলো ডায়রিয়ার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে।

ডায়রিয়া হলে শিশুকে বারবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। দুই বছরের নিচের শিশুদের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০ থেকে ২০ চামচ, দুই বছরের বেশি বয়সীদের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২০ থেকে ৪০ চামচ এবং বমি হলে ১০ মিনিট অপেক্ষার পর আবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

সব বয়সের জন্য স্যালাইন বানানোর নিয়ম একই। বয়স কম বলে আধা প্যাকেট বা কম পানিতে গুলিয়ে স্যালাইন বানানো যাবে না। এই স্যালাইন বানানোর ভুলের জন্য অনেক শিশুর জটিলতা বাড়ে। শিশুকে স্বাভাবিক খাবার খাওয়ান। সাথে ভাতের মাড়, ডাবের পানি, চিঁড়ার পানি ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে ১৪ দিনের জন্য জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। তবে শিশুর অতিরিক্ত বমি থাকলে বমি কমে গেলে আবারো খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে যখন শিশু কিছুই খেতে পারবে না। অনবরত বমি করলে এবং নিস্তেজ হয়ে পড়লে। স্যালাইন খাওয়ানোর পরও পানিশূন্যতা দেখা দিলে। শিশুর অস্থিরতা ও তৃষ্ণা খুব বেড়ে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া, শিশুর ত্বক শুষ্ক ও ঢিলে মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মলের সাথে রক্ত বের হলে কিংবা ডায়রিয়া ১৪ দিনের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

বাংলাদেশে আসছেন মার্টিনেজ!

(শেষের পাতার পর)

কলকাতায়। শতদ্রু দত্ত ফাউন্ডেশনের 'সিটি অব জয়' নামক প্রচারণার অংশ হিসেবে ভারতে দুই দিন থাকবেন তিনি। কলকাতা সফর শেষ করে বাংলাদেশে আসতে পারেন মার্টিনেজ।

আর্জেন্টাইন গোলরক্ষককে কলকাতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছেন শতদ্রু দত্ত। তার উদ্যোগেই এর আগে ভারতে পা রাখেন ব্রাজি-লীয় কিংবদন্তি পেলে ও ফুটবল ঈশ্বর খ্যাত দিয়েগো ম্যারাডোনা। ধারণা করা হচ্ছে, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কিংবা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় পা রাখবেন মার্টিনেজ।

কলকাতা সফরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। একই সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎও রয়েছে মার্টিনেজের। একই সঙ্গে, মোহ-নবাগান ক্লাব পরিদর্শনে যাওয়ার কথাও রয়েছে ৩০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের।

মার্টিনেজের বাংলাদেশে আসা প্রসঙ্গে শতদ্রু দত্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের জন্য এমি মার্টিনেজের আলাদা একটা টান রয়েছে।

যেহেতু সেখানে অসংখ্য আর্জেন্টাইন ভক্ত-সমর্থক রয়েছেন। সুতরাং আমি মার্টিনেজের জন্য একটা দিন ঢাকায় কাটানোর পরিকল্পনা করছি। বাংলাদেশ... তুমি প্রস্তু তো?)।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের চাপ
সব পক্ষকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে এলেও এ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হওয়ার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হয়নি। সাধারণভাবে অংশগ্রহণমূলক বলতে সব দলের অংশগ্রহণ বোঝালেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্বাচনে মূলত প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অংশ নেওয়াকেই বলা হয়ে থাকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে এ দুই দলের মতভিন্নতার কারণে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রশ্নে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। বিএনপি বলে আসছে, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না তারা।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের বিষয়ে অনড়। এ ইস্যুতে দুই প্রধান দলের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। অথচ নির্বাচন যেন অংশগ্রহণমূলক হয়, সে ব্যাপারে রয়েছে দেশি-বিদেশি চাপ। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হলে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সতর্কবার্তা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য প্রভাবশালী দেশও বলছে, বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় তারা। প্রশ্ন হলো, প্রধান দুই দল তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকলে কীভাবে সেটা সম্ভব হবে?

বাংলাদেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জরুরি। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আগামীতে আমাদের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ আসবে। তাই আমরা মনে করি, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।

দেশের রাজনীতি নির্ধারণ করবে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব-এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে বিদেশিদের চাপ বাড়ছে, এটি দুর্ভাগ্যজনক। তবে অভ্যন্তরীণ যে চাপ, তা যুক্তিসংগত। এটি রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকারের দিক থেকে এই চাপ মোকাবিলার উপায় হলো, তারা যেহেতু বলছেন সংবিধানের অধীনেই নির্বাচন হবে, তাই তাদেরকে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করে। এই বিকল্প পদ্ধতিটি কী হতে পারে, তা ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। এ আলোচনা হতে পারে সরকারের নিজেদের মধ্যে এবং নির্বাচনের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে এ আলোচনায় অবশ্যই অংশ নিতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের কোনো কোনো নেতার বক্তব্যে আলোচনার বিষয়ে যে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে তাদের সরে আসা উচিত। মনে রাখতে হবে, যে কোনো সমস্যার সমাধান আলোচনার টেবিলেই সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের হতে হবে আন্তরিক। আমরা মনে করি, সদিচ্ছা থাকলে এ অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন কিছু নয়। সব পক্ষ এ ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দেবে, এটাই কাম্য। এর মধ্য দিয়েই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়ে উঠতে পারে।

সাঁইত্রিশ শতাংশ পরিবার যখন ঋণগ্রস্ত

॥ আবু তাহের খান ॥

আগের কালের সামন্ত শাসক ও রাজরাজড়াদের জীবনে ভোগই ছিল মুখ্য। আর সে ভোগের উপকরণ জোগাতে গিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে আহরিত উপার্জনের সিংহভাগই বিসর্জন দিতে হতো তাদের প্রজাদের। আর এরূপ রাজা-বাদশাহ ও সামন্ত প্রভুদের মোসাহেবরাই ঋণ করে হলেও ঘি খাওয়ার অবিবেচনাপ্রসূত পরামর্শ দিয়ে দরিদ্র প্রজাদের আরও দরিদ্র ও ব্যাপক পরিসরে ঋণগ্রস্ত করে তুলতেন।

এ ধারাবাহিকতাতেই জমি বেচে বা বন্ধক দিয়ে কিংবা দাদনদার-মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হলেও মেয়ের বিয়েতে ধুমধাম করা কিংবা অনুরূপ ভোগবাদী কাজে অর্থ ব্যয় করার রীতি এদেশে ক্রমেই জোরদার হতে থাকে, যে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। তবে শুধু ঘি খাওয়ার জন্য নয়, জীবনধারণ তথা সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যও দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে এখন ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৩৭ শতাংশ পরিবারকে এখন ঋণ করে জীবনধারণ করতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শুরুতেই স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে মানুষ যে বিনিয়োগ করছে, এ ঋণ তা থেকে ভিন্ন। এ ঋণ কোনোভাবেই বিনিয়োগ-ঋণ নয়। এ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থাৎ নিছক বেঁচে থাকার জন্য ঋণ গ্রহণ। এ ঋণ নিয়ে সে ঘরের চাল মেরামত করছে, পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসাচ্ছে, চিকিৎসা-ব্যয় নির্বাহ করছে এবং সংসারের এ ধরনের অন্যান্য ব্যয় মেটানোর পাশাপাশি পুরোনো ঋণের বকেয়া কিস্তিও পরিশোধ করছে। এবং বলতে কী, ঋণগ্রস্ত এ পরিবারগুলো অনেকটাই ঋণের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং সহসা এ চক্র থেকে তারা বেরোতে পারবে বলেও মনে হচ্ছে না। কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি খোলাসা করা যাক, যা বাংলাদেশের মানুষের ঋণগ্রহণ বৈশিষ্ট্যের ধরনটিকে অনেকটাই স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বিবিএসেরই পরিসংখ্যান বলছে, ঋণজালে আবদ্ধ মানুষের বেশিরভাগেরই বসবাস গ্রামে, যে হার প্রায় ৩৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এখন গ্রামে যেহেতু তুলনামূলকভাবে বিনিয়োগ-সুবিধা ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ কম, সেহেতু ঋণগ্রস্তউল্লিখিত গ্রামীণ পরিবারগুলোর পক্ষে সহসা ঋণমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, শিক্ষাব্যয়ের ক্রমবর্ধমানতা, সংসারে নতুন সন্তান জন্মলাভ, সমাজে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার অনিবার্য নেতিবাচক পারিপার্শ্বিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে ঋণগ্রহণের পরিমাণ ও হার দুই-ই আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই সর্বাধিক।

এর সঙ্গে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাজনিত ব্যয়বৃদ্ধির বিষয়টি তো রয়েছেই। অন্যদিকে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার মানুষের পানীয়জল সংগ্রহের ব্যয়ও বহুলাংশে বেড়ে যাচ্ছে। একই কারণে সেখানকার আবাদি জমি ক্রমেই অধিক হারে লবণাক্ত হয়ে পড়ায় তা ফসলের উৎপাদনের ওপরও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং তাতে করে জীবিকার জন্য গ্রামীণ মানুষের বাড়তি ঋণগ্রহণ অনেকটাই অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আগে রাজনৈতিক দলের মস্তান ও সামাজিক টাউটদের চাঁদাবাজি ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। এ মস্তান ও টাউটরা এখন গ্রামেও সমান সরব। আর ভোটের সুবিধা হাসিলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এ টাউট ও মস্তানরা যেহেতু ইতোমধ্যে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু সামনের দিনগুলোতে তাদের প্রভাব আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা চলে। এ ধারায় টাউট-বাটপার-মস্তানদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার যেহেতু সমূহ আশঙ্কা রয়েছে, সেহেতু নিকট ভবিষ্যতের দিনগুলোতে তাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ যে আরও বাড়বে, তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সামনে যেহেতু নির্বাচন, সেহেতু টাউট-বাটপারদের রাজনৈতিক কদর বেড়ে যাওয়ার কারণে ওই সময়ে তারা যে তাদের চাহিদার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

বিবিএসের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, করোনা-উত্তর সময়েই জনগণের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, যার কারণ সহজেই বোধগম্য। আর এ তথ্য এ ইঙ্গিতই প্রদান করছে যে, করোনাকালে ব্যাপক ছাঁটাই ও অন্য নানা মাত্রিক কর্মহীনতার কারণে সাধারণ মানুষের আয়-উপার্জন যে হারে কমে গেছে, বর্তমানে তার বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারলে অর্থাৎ ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে না পারলে এ ঋণের ওপর নির্ভরতা আরও বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

কিন্তু নয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে হার, তাতে উল্লিখিত বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আর এর মানে হচ্ছে, করোনার দাপট কেটে গেলেও জীবিকার জন্য ঋণ গ্রহণের হার না কমে বরং বাড়তেই থাকবে এবং সে ঋণ দিয়ে ঘি খাওয়া তো দূরের কথা-সাধারণ মানের চাল-ডালের খরচ কতটা নির্বিঘ্নে মেটানো যাবে, সেটিও এক প্রশ্ন বৈকি!

জরিপের ফলাফল থেকে এ তথ্যও মিলছে যে, ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় শহরগুলোতে অধিক হারে বেড়েছে। কারণটি সম্ভবত করোনার প্রকোপ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অন্য নানা কারণে আয় হ্রাসের ফলে গ্রামের মানুষ তাদের ভোগ ও ব্যয়ের পরিমাণও বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শহুরে পরিবারগুলো সম্ভবত তাদের সে ভোগ ও ব্যয়ের সঙ্গে আপস করতে অর্থাৎ তা হ্রাস করতে সম্মত হয়নি। ফলে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক যে উৎসই সে পেয়েছে, সেখান থেকেই সে ঋণ গ্রহণ করেছে। আর শহরে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ অনেক বেশি ও অনেকটাই সহজ, সেহেতু ওই বাড়তি সুবিধার কারণে শহুরে পরিবারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ এতটা ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

বিবিএসের খানা জরিপের যে তথ্যটি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক তা হচ্ছে, ২০১৬ সালের তুলনায় খানাপ্রতি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। ২০১৬ সালে খানাপ্রতি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ যেখানে ছিল ৩৭ হাজার ৭৪৩ টাকা, সেখানে ২০২২ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার ৫০৬ টাকায়। মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে খানাপ্রতি ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার চিত্র প্রমাণ করে-করোনা, ইউক্রেন যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি নানা কারণে জীবন-জীবিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ বস্তুতই চাপের মধ্যে আছে। এ বাস্তবতায় পরস্পরকে দোষারোপ কিংবা পরস্পরের ওপর দায় চাপানো বা দায় এড়ানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রের উচিত হবে এমন অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা, যাতে সাধারণ মানুষ তার সীমিত আয় দিয়েই নিজ পরিবারের ন্যূনতম ভরণ-পোষণটুকু করতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে, সমাজে আয়-বৈষম্য যেভাবে বেড়ে গেছে এবং আরও যেভাবে বেড়ে চলেছে, তা যেন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হয়। নইলে নিয়ন্ত্রণহীন এ আয়-বৈষম্য আখেরে অন্যান্য ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণকেও শিথিল করে তুলতে পারে, যা আমাদের কারও কাম্য নয়। আমরা চাই এমন একটি সমাজ, যেখানে ভোগের প্রাচুর্য এবং জীবনধারণের ক্ষেত্রে আয়ের ব্যাপক ঘাটতি-এসবের কোনোটিই থাকবে না। নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছা থাকলে এটি খুবই সম্ভব বলে মনে করি।

সামনে বাজেট। আমাদের নীতিনির্ধারকরা কি বিত্ত-তোষণের চলমান ধারায় সাময়িক বিরতি দিয়ে হলেও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার কষ্ট খানিকটা হলেও কমানোর চেষ্টা করবেন?

অভিজ্ঞতা বলে, তারা তা করবেন না। তবু দৈবদুর্বিপাকের মতো আকস্মিক কোনো কারণে তেমন কোনো অভিপ্রায় যদি তাদের মনে জাগে, তাহলে প্রথম প্রস্তাব হবে, আসন্ন বাজেটে কৃষক ও গ্রামীণ মানুষকে কিছু সময়ের জন্য হলেও যেন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দন্ড সুদ মওকুফের একটি সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমনটি বিত্তবানদের জন্য প্রায়ই করা হচ্ছে। আর তা করা হলে ৩৭ শতাংশ ঋণগ্রস্ত মানুষ সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা উপশম পাবেন বলে আশা করা যায়।

লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক; ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত

> **এ ধারাবাহিকতাতেই জমি বেচে বা বন্ধক দিয়ে কিংবা দাদনদার-মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হলেও মেয়ের বিয়েতে ধুমধাম করা কিংবা অনুরূপ ভোগবাদী কাজে অর্থ ব্যয় করার রীতি এদেশে ক্রমেই জোরদার হতে থাকে, যে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। তবে শুধু ঘি খাওয়ার জন্য নয়, জীবনধারণ তথা সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যও দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে এখন ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৩৭ শতাংশ পরিবারকে এখন ঋণ করে জীবনধারণ করতে হচ্ছে।**

নামাজের সময়-সূচী

মে	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ফজর	৪.০০	৩.৫৯	৩.৫৮	৩.৫৭	৩.৫৬	৩.৫৫	৩.৫৪
সূর্যোদয়	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	৬.০৩
মাগরিব	৮.১২	৮.১৩	৮.১৪	৮.১৫	৮.১৬	৮.১৭	৮.১৮
এশা	৯.৪৬	৯.৪৭	৯.৪৮	৯.৫০	৯.৫১	৯.৫২	৯.৫৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

অদৃশ্য দৃশ্যাবলী

আইন-কানুন না তস্কররা প্রতিষ্ঠা পাবে!

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

প্রচণ্ড তাপদাহে দেশের প্রতিটি জনপদ উত্তপ্ত চুল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই দুঃসময়ে এ নিয়ে দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যতটা না উদ্বিগ্ন তার চেয়ে তারা হয়তো বা বেশি স্বস্তিতে আছেন। তাপদাহের কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা স্থিতি নেমে এসেছে বলে। এটি সত্য, সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ ও তাদের সহযোগীরা এখন এই গরমে বোধকরি কৌশলগত কারণেই কিছুটা স্থিত আছে। সম্ভবত কর্মীদের এই বিরূপ আবহাওয়ায় রাজধানীসহ অন্যত্র সব রাজপথে নামিয়ে অসুস্থ করে তুলতে চাচ্ছেন না তারা। এই স্থিততা অবশ্যই একেবারেই সাময়িক সময়ের জন্য বলে আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন। কিছু সময়ের মধ্যেই উদ্ভূত পরিস্থিতির ইতি ঘটতে পারে। তখন সাথে সাথে আবারো বিএনপি ও তার সহযোগীদের সরকার পতনের আন্দোলনে রাস্তায় তার শুধু গতি ছন্দ সবই ফিরে আসবে না, প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন জনপথে উপচে পড়বে, সন্দেহ নেই।

আসলে আমাদের এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু একান্ত রাজনৈতিক বিষয়কেন্দ্রিক নয়। নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, সারা দেশের মানুষ যখন প্রচণ্ড উত্তাপে হাঁসফাঁস করছিল, তখন কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ তাতে এতটুকু কাতর হয়নি বা সহমর্মিতার কোনো বাণী তাদের কাছ থেকে আসেনি। আর এ কথাও উচ্চারিত হয়নি যে এমন বিরূপতা প্রতিবিধানের জন্য কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট একটি কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। তার কাজ যথারীতি এগিয়ে চলছে এবং তার আওতায় রয়েছে বিভিন্ন সব কর্মসূচি। তবে এমন কথা হয়তো এ জন্য বলা হয়নি, এ মুহূর্তে তাদের বলা-কওয়ার মতো কিছু নেই। তা ছাড়া অতীতেও বহুবারই এমন আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও বাস্তবে তা ছিল নিছক প্রবোধ বচন। যেমন গত রমজানে বলা হয়েছিল, প্রয়োজনীয় সব খাদ্যসামগ্রী সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ মানুষ বাজারে গিয়ে দেখল, হালের প্রচণ্ড তাপদাহের মতো সব পণ্যের মূল্য তেমনি অগ্নিমূল্য। এমন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছেন। শুধু রমজানেই কেন, নিকট ও দূর অতীতে এমন শত উদাহরণ রয়েছে; কর্তৃপক্ষের কথা ও কাজের মিল গরমিল দিবা ও রাতের মতোই। অর্থাৎ সব সময়ই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা যেন কেবল ভেঙে ফেলার জন্য। আমরা শুনেছি, দেশে নাকি উন্নয়নের এক বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। তবে এমন কথাও সমাজে বহুল পরিচিত, প্রকৃত বন্ধুকে যেমন চেনা যায় দুঃসময়েই তার ভূমিকা বিচার করে। ঠিক আজকের এই তাপদাহজনিত দুঃসময়ে বোঝা গেছে, আমাদের সেই 'বিস্ময়কর' উন্নয়ন কতটা টেকসই ছিল। এই সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের অন্যতম প্রধান খবর ছিল রাজধানীসহ সারা দেশে বিদ্যুতের যত ভেলকিবাজি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ এই যায় এই আসে। এসব থেকে বারবার শুধু এটুকু জানান দেয়, আমি এখন নেই, তবে আসব। এ নিয়ে এখন আর কথা বাড়াতে চাই না। সবাই জানেন, এই অসহনীয় তাপদাহ (যা সাহারা মরুভূমির সাথেই কেবল তুলনীয়) মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশগত মারাত্মক এক বিপর্যয় যা একদিনে এভাবে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে এই বিপর্যয়কে ডেকে আনা হয়েছে। যেমন দিনকে দিন বন নিধন করা হয়েছে, জলাশয় ভরাট হচ্ছে, পাহাড় কাটা হয়েছে, যত্রতত্র ইটভাটা তৈরি করা হয়েছে। আর কর্তৃপক্ষ সব চোখের সামনে দেখেছে নীরবে নিশ্চুপে নিভৃতে। অথচ টুঁ শব্দটিও পর্যন্ত করেনি। এ জন্য যে, পাছে যদি কারো অবহেলা দুরাচারীরা সব জারিজুরি ফাঁস করে দেয়। হাজার হোক, সমাজে লজ্জা সম্মান বলে তো তাদের কিছু একটা আছে।

চতুর্পাশ থেকে একটি কথা বারবার শোনা যায়, সব অনিয়ম, অপকর্মের প্রতিবিধানের জন্য দেশে পর্যাপ্ত বিধি-বিধান, আইন-কানুন বর্তমান। কিন্তু তার কোনো অনুশীলন প্রয়োগ নেই, সর্বত্র এক অব্যবস্থা এখন 'ব্যবস্থায়' পরিণত হয়েছে, কর্তৃপক্ষের অপরিসীম অবহেলার জন্য। দেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ হচ্ছে জাতীয় সংবিধান, সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে- (১৮(ক) অনুচ্ছেদ) 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রকৃতির সম্পদ জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি বন, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' এই ভূখণ্ডের মালিক মোক্তার হিসেবে জনগণ, তারা এই অধিকার রাখেন, গত দেড় দশক থেকে যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতায় আছেন তারা সংবিধানে (১৮ (ক) অনুচ্ছেদের আলোকে পরিবেশগত বিপর্যয় রুখতে কী করেছেন? কেন আজকের পরিবেশগত এমন দুর্ভোগে পড়ে কোটি কোটি মানুষের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে? এখানে কবি কেন নীরব? এমন মূক হয়ে থাকলে কি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া হবে?



সবার জানা উচিত, আদালত কক্সবাজার জেলা সাতটি উপজেলার পাহাড়-টিলা, পাহাড়ি বন কাটা রোধে এবং সমুদ্রসৈকত সুরক্ষার বিষয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্টে। কিন্তু তারপরও তো সারা দেশের পাহাড়-টিলা কাটা তো থামছেই না, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা তো খুব স্বাভাবিক; দেশে সংশ্লিষ্ট সব আইন-কানুন ও উচ্চ আদালতের সব নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী পাহাড়-টিলা কেটে বিনাশ করা হচ্ছে। সবার এখন এই প্রশ্ন, দেশের আইন-কানুন প্রাধান্য পাবে না তস্করদের মুষ্টিজোর প্রতিষ্ঠা পাবে? এখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমন বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি। এসবের জবাব কোথায় পাওয়া যাবে! সে কর্তৃপক্ষকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? আমাদের একটি সংসদ রয়েছে, সেখানে কি এই জরুরি বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে?

গত বছর বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গ্লাসগোতে, সেখানে বিশ্ব নেতৃবর্গ বিশ্বকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফেরানোর জন্য যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত ভাগাভাগি করে জাতিসঙ্ঘের সদস্য, সবগুলো দেশকে ভাগাভাগি করে নিয়ে তাদের হিস্যা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিক থেকে ঢাকা সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থানে থাকায় উৎকণ্ঠিত দেশবাসী তাদের জীবন-মরণের প্রশ্নে; এমন জিজ্ঞাসার জবাব অবশ্যই সবাই পেতে পারেন, সংবিধানসহ অন্যান্য যেসব নীতি রয়েছে তার আলোকে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে এ মুহূর্তে এই ভূখণ্ডের ১৬ কোটির অধিক মানুষের জীবনের মূল্য তাদের কাছে কতটুকু! যে জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, শুধু কথায় নয় কাজে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, যে বনভূমি দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে এবং প্রতিটি দেশের জন্য সেই বনভূমির আদর্শিক পরিমাণ হচ্ছে- সেই জনপদ যতটুকু ভূমির অধিকারী, সেই ভূ-ভাগের ২৫ শতাংশে থাকতে হবে বনভূমি। বহু দেশের অবস্থান প্রায় ঠিক সে রকমই। অথচ পরিবেশ নিয়ে যেসব সংগঠন কাজ করে, তাদের ধারণা, দেশে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ। অবশ্য দেশের পরিবেশ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় মনে করে, দেশের মোট আয়তনের ১৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ হচ্ছে বনভূমি। অবশ্য মন্ত্রণালয় এ কথা স্বীকার করেছে, গত তিন বছরে দেশের বায়ুর মান খুব বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে। স্মরণ রাখতে হবে, বাতাসের বিষবাষ্প শোধনের ক্ষেত্রে গাছগাছালির পত্রপল্লব সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। অথচ সারা দেশে এখন বৃক্ষনিধনের মহোৎসব চলছে। এক সময় তথা গত শতাব্দীর নব্বই দশক পর্যন্ত রাজধানীতে সবুজের সমারোহ ছিল। এখন সে গাছপালা কেটে বিনাশ করে ইট-বালু সিমেন্টের পল্লী করা হচ্ছে। এটিকে কেউ কেউ তামাশা করে বলেন, নগর উন্নয়নের শোভাবর্ধনের প্রতিযোগিতা চলছে। নগরীতে নতুন আবাসন গড়ার প্রয়োজনকে কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু এটিও তো ভাবতে হবে, এ নগরীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একটি ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখন ঢাকা হচ্ছে বিশ্বের বায়ুদূষণের অন্যতম রাজধানী। এখানে বর্জ্যরে দূষণ, শব্দের দূষণ, নির্মীয়মাণ ভবনগুলো ইট বালু সিমেন্টের কণা, ইটভাটার ধোঁয়া বায়ুতে মিশে বায়ুকে বিষবাষ্পে পরিণত করেছে। একমাত্র প্রচুর গাছপালার পত্রপল্লব সে দূষণের মাত্রা কিছুটা উপশম করতে পারত কিন্তু কোথায় সেই বৃক্ষরাজি? এ নিয়ে দুই সিটি করপোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যে রিপভ্যান উইংকেলের মতো ঘুমিয়ে আছে। অথচ এ দিকে বায়ুদূষণজনিত কারণে এই বহু মানুষ এখন স্বাস্থ্যজনিত চরম সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছেন।

দেশের প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীব-বৈচিত্র্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে জলাশয়ের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এক সময় এই গোটা ব-দ্বীপটিই ছিল একটি জলাশয়। এখন ক্রমে ক্রমে সেসব জলাশয় ভরাট করে পানিহীন মরু অঞ্চলের মতো করে ফেলা হচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাশয় আইন-২০০০-এ বলা আছে- নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, দীঘি-নালা ঝরনা ও বন্যাপ্রবণ এলাকা পানি ধারণের এক প্রাকৃতিক জলাশয় বা জলাভূমি হিসেবে পরিগণিত করা হবে। এমনকি ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরকেও প্রাকৃতিক জলাধারে সংজ্ঞাভুক্ত করে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, এই জল-াধারগুলো কোনোভাবেই ভরাট করা যাবে না। এসব ইতিবাচক কথা, সন্দেহ নেই। অথচ এসব বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে সারা দেশে প্রশাসনের সামনেই পুকুরসহ সব ধরনের জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি, কল-কারখ-ানাসহ নানা অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এসব জলাভূমি ভরাট করে অবকাঠামোও গড়ে উঠছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় জলাশয় ভরাটের মারাত্মক চিত্র ফুটে উঠেছে। স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, ২০১০ সালে যখন ঢাকা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) করা হয়, তখন মূল ঢাকা শহরে জলাভূমি ছিল ৯ হাজার ৫৫৬ একর। ২০১৯ সালে পরিধি কমে এসেছে ছয় হাজার ৭৩ একরে। এ থেকে বোঝা যায়, ৯ বছরে ভরাট হয়েছে মোট জলাভূমির ৩৬ শতাংশ। সেই প্রতিষ্ঠানের একই পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, সারা দেশে প্রতি বছর ৪২ হাজার একর কৃষিজমি ও জলাশয় ভরাট হচ্ছে কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে। যখন এভাবে সব জলাশয় শেষ করা হচ্ছে তখন কি আর বলা সম্ভব, এই হর্তাকর্তাদের ভাবনায় প্রাকৃতিক-ভারসাম্য সুরক্ষার কোনো বোধ-বিবেচনা রয়েছে?

সবার জানা উচিত, আদালত কক্সবাজার জেলা সাতটি উপজেলার পাহাড়-টিলা, পাহাড়ি বন কাটা রোধে এবং সমুদ্রসৈকত সুরক্ষার বিষয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্টে। কিন্তু তারপরও তো সারা দেশের পাহাড়-টিলা কাটা তো থামছেই না, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা তো খুব স্বাভাবিক; দেশে সংশ্লিষ্ট সব আইন-কানুন ও উচ্চ আদালতের সব নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী পাহাড়-টিলা কেটে বিনাশ করা হচ্ছে। সবার এখন এই প্রশ্ন, দেশের আইন-কানুন প্রাধান্য পাবে না তস্করদের মুষ্টিজোর প্রতিষ্ঠা পাবে? এখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমন বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি। এসবের জবাব কোথায় পাওয়া যাবে! সে কর্তৃপক্ষকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? আমাদের একটি সংসদ রয়েছে, সেখানে কি এই জরুরি বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে?



এলমহার্স্টের ১৭০ চিকিৎসক বেতন

(প্রথম পাতার পর)

অভিবাসী চিকিৎসকদেরই দায় এখানকার শ্রমজীবী অভিবাসী মানুষগুলোর চিকিৎসা করা। আর আমাদের বাড়িভাড়া দেওয়ার জন্য হাত পেতে থাকতে হবে মাউন্ট সিনাইয়ের কাছে,চ ক্ষোভের সাথে বলছিলেন ড. তানাথুন কাজোরনসাকচাই। মাউন্ট সিনাই কুইনস কমিউনিটির সঙ্গে প্রতারণা করছে এমন মন্তব্য করে এই চিকিৎসক আরও বলেন, এখানে চিকিৎসকদের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে যাতে কুইন্সের মানুষগুলোকে ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায়। আর সেটা মাউন্ট সিনাইয়ের কর্তব্য। সিআইআর এর একটি তথ্য বলছে, মাউন্ট সিনাইয়ের যে চিকিৎসকরা নিউইয়র্ক সিটি হেলথ অ্যান্ড হসপিটালের সঙ্গে পার্টনারশিপের অংশে সংযুক্ত রয়েছেন তাদের বার্ষিক আয় মাউন্ট সিনাই ম্যানহাটনের চিকিৎসকদের চেয়ে অন্তত ৭,০০০ ডলার কম। এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু বৈষম্য ও অধিকারহীনতা, জানায় সিআইআর। গত চার মাস ধরে এসব বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষি চলে আসছিলো। কিন্তু তাতে কোনো ফল আসে নি। অপর চিকিৎসক ড. ইরফা খান তার প্রতিক্রিয়ায় বলছিলেন, এলমহার্স্ট হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে চাইছে না মাউন্ট সিনাই এটা হতাশাজনক ও মেনে নেওয়া কষ্টকর। তিনি বলেন, ৩আমরা কোনোভাবেই ধর্মঘট করতে চাই না। কিন্তু আমাদের এখন আর কোনো পথ খোলা নেই। মাউন্ট সিনাই আমাদের চিকিৎসকদের সঙ্গে এই দরকষাকষি সদিচ্ছা থেকে শুরু করেনি আর সে কারণেই তারা আমাদের দাবিগুলো মানতে পারেনি। মাউন্ট সিনাইয়ের যখন আমাদের দরকার হয়েছে তখনই আমরা তাদের সঙ্গে থেকেছি, কিন্তু আজ যখন কমিউনিটির তাদের দরকার, এলমহার্স্ট এর চিকিৎসকদের তাদের প্রয়োজন তখন মাউন্ট সিনাই কোথায়?চ কোভিড-১৯ প্যানডেমিক যখন চরম রূপ নিয়েছে তখন এই এলমহার্স্ট হসপিটাল ছিলো এপিসেন্টারেরও এপিসেন্টার। তখন চিকিৎসকদের আত্মনিয়োজনে এই হাসপাতাল জাতীয় সংবাদপত্রের শিরোনামেও উঠে এসেছে। কিন্তু এখন তাদেরই নিজেদের সুযোগ সুবিধার দাবিতে ধর্মঘটে যেতে হচ্ছে। এই ধর্মঘট বাস্তবায়িত হলে তা হবে নিউইয়র্ক সিটিতে গত ৩০ বছরে প্রথম চিকিৎসকদের কোনো ধর্মঘট।

যুক্তরাষ্ট্র খেলাপি হলে

(প্রথম পাতার পর)

বড় অর্থনীতির দেশটি যদি জাতীয় ঋণের সীমা ৩১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বাড়াতে না পারে, তাহলে কী ঘটতে পারে। বিবিসির খবরে বলা হচ্ছে, ঋণের সীমা বৃদ্ধি করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার বিভিন্ন দায় পরিশোধ করতে পারবে না, তা এখন সবাই কমবেশি জানেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে, এবার তা দেখে নেওয়া যাক।

অর্থনীতির গতি কমে যাবে

ঋণের সীমা বৃদ্ধি করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র কি ঋণখেলাপি হয়ে যাবে, এ বিষয়ে বিবিসি যত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছে, তাঁরা সবাই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হবে বলে তাঁরা মনে করেন না। বিনিয়োগ ব্যাংক পানমুরে গর্ডনের প্রধান অর্থনীতিবিদ সাইমন ফ্রেঞ্চ বলেন, 'শেষমেশ যুক্তরাষ্ট্র যদি খেলাপি হয়, তাহলে বৈশ্বিক আর্থিক সংকট অনেকটা টি পার্টির মতো হয়ে যাবে।' ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের কথা মাথায় রেখেই তিনি এ কথা বলেন। টি পার্টি একটি রক্ষনশীল রাজনৈতিক আন্দোলন, যার শুরু ২০০৯ সালে। এর প্রবক্তারা কর কমানো এবং জাতীয় ঋণ ও ফেডারেল বাজেট কমিয়ে আনার মাধ্যমে সরকারের খরচ হ্রাস করার পক্ষপাতি। সাইমন ফ্রেঞ্চ আরও বলেন, ঋণের সীমা বাড়াতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বেশি দিন আর ভাতা ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না। সেই বাস্তবতায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। হোয়াইট হাউস কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্সের হিসাব অনুসারে, সরকার ঋণের সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে অর্থনীতি ৬ দশমিক ১ শতাংশ হারে সংকুচিত হতে পারে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইনস কলেজের প্রেসিডেন্ট অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ আল-ইরিয়ান বলেছেন, ঋণখেলাপি হলে যুক্তরাষ্ট্র মন্দার কবলে পড়বে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও প্রভাবিত হবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র অনেক দেশেরই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। মন্দার কবলে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কেনাকাটা কমে যাবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে যেসব দেশের রপ্তানির বড় বাজার, সেসব দেশের রপ্তানি কমে যাবে।

বন্ধকি ঋণের সুদহার বাড়তে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের সীমা বাড়াতে না পারলে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের বন্ধকি ঋণের সুদও বাড়তে পারে। এতে বাড়তে পারে বেকারত্ব। বিষয়টি হলো, সরকার ঋণ নিতে চাইলে বাজারে বন্ড ছাড়ে, যুক্তরাষ্ট্রে যা ট্রেজারি বন্ড নামে পরিচিত। বিনিয়োগকারীরা বন্ড কিনলে এর বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে সুদ নেয়। মার্কিন সরকার ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বিনিয়োগকারীরা ভাবতে পারেন, যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হলে যুক্তরাজ্য বা অন্যান্য দেশ কেন হবে না। তখন তারা বন্ডের সুদহার বাড়াতে চাপ দেবে। এতে সরকারের পক্ষে ঋণ করা যেমন ব্যয়বহুল হবে, তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও ব্যয়বহুল হবে। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের যুক্তরাষ্ট্র-বিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ অ্যান্ড্রু হান্টার বিবিসিকে বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণ বিশ্বের আর্থিক খাতের মৌলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণ বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে পরিচিত এবং বিশ্বের অন্যান্য আর্থিক সম্পদের মূল্য এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।' অ্যান্ড্রু হান্টার আরও বলেন, ভালো খবর হলো যুক্তরাষ্ট্র খেলাপি হলে নির্দিষ্ট কোনো দেশ অরক্ষিত হয়ে পড়বে, তা নয়। খারাপ খবর হলো, যুক্তরাষ্ট্রের খেলাপি হওয়ার ধাক্কায় বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল হতে পারে।

দাম বাড়তে পারে

মার্কিন ডলার বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। জ্বালানি তেল ও গমের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বিশ্ববাজারে ডলারে কেনাবেচা হয়। যুক্তরাষ্ট্র খেলাপি হলে ডলারের দাম পড়ে যেতে পারে। এটা আমদানিকারী দেশগুলোর জন্য সুখবর, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা পণ্যমূল্য নির্ধারণে বিপাকে পড়বেন। সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীরা ভাববেন, যুক্তরাষ্ট্র খেলাপি হয়ে গেছে, এরপর জাপান নাকি যুক্তরাজ্য। তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। সাইমন ফ্রেঞ্চ বলেন, এ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে পুনর্নিধারণ করবেন অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে তাঁরা ঝুঁকি প্রিমিয়াম যোগ করবেন। এতে গমের মতো পণ্যের দাম অনেকটাই বেড়ে যাবে। বাস্তবতা হলো, আটা ও জ্বালানির দাম আরও বেড়ে গেলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকটাই বেড়ে যাবে।

পেনশন কমে যাবে

যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে বিশ্বের প্রায় সব দেশের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আছে। অনেক দেশের পেনশন তহবিলের অর্থ এ বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এ জে বেলের পরিচালক রাস মোল্ড বিবিসিকে বলেন, বৈশ্বিক স্টক মার্কেটের যা বাজারমূল্য, তার প্রায় ৬০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের। সে জন্য বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার ওঠানামা করলে বিশ্বের অনেক দেশের পেনশন তহবিলের মূল্য বাড়ে বা কমে, সেটা মানুষ জানুক বা না জানুক। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার খেলাপি হলে সে দেশের শেয়ারবাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তা হলেই যে আকাশ ভেঙে পড়বে, তা নয়। ২০১১ সালেও এখনকার মতো অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার ধসে গিয়েছিল। তবে সেই ভীতি তেমন একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, শেয়ারসূচক পড়ে গেলেও দ্রুত-ই তা ঘুরে দাঁড়ায়। রাস মোল্ড বলেন, এবারও সে রকম কিছু একটা ঘটবে। তবে যাঁরা এখন পেনশনের অর্থ তুলবেন, তাঁরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কিছুটা সময় পর তুলবেন, তাঁরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন।

ব্রঙ্কসে স্বল্পমূল্যে গৃহায়ণ সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকাবাসীর মতামত নেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৫ জুন ১৩৪ জর্জ এফ ব্রিসটো কমিউনিটি স্কুলে। স্কুলটি নির্ধারিত সাইট থেকে ১ বক পরে। এছাড়াও নিউইয়র্কারদের কাছে এ সংক্রান্ত মত জানতে প্রকল্প প্রশ্নপত্র পূরণ করতে বলা হচ্ছে। কমিউনিটির সঙ্গে অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করে নেওয়া আমাদের যেকোনো পদক্ষেপই শক্তিশালী হয়। আমি নিউইয়র্কারদের আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেনো নগরবাসীর সক্ষমতার মধ্যে গৃহায়নের এই উদ্যোগে তাদের মত দেন। যাতে আমরা সেরা কিছুই নগরবাসীকে উপহার দিতে পারি,চ বলছিলেন এইচপিডির কমিশনার এডোলো ক্যারিয়ন জুনিয়র। স্টেবিনস এভিনিউর এই প্রকল্প সাইট ২৩ হাজার ১৫ স্কয়ার ফুট এলাকাজুড়ে একটি অব্যবহৃত জমি। সিটির মালিকানাধীন এই জমিতে বহুতল বিশিষ্ট সিঙ্গল-ফ্যামিলি হাউজ তৈরি করা হবে। এছাড়াও তৈরি করা হবে লো-রাইজ মাল্টি-ফ্যামিলি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। নেইবারহুডে আরও রয়েছে গ্রোসারি স্টোর, চার্চ ও ডে-কেয়ার সেন্টার। কাছেই ব্রঙ্কস মিউজিক হেরিটেজ সেন্টার ল্যাবরেটরি ও নিউ হরাইজন পাজা মল। নিকটস্থ পাবলিক স্কুলটি একটি কমিউনিটি স্কুল আর এলিমেন্টারি স্কুল এখান থেকে এক বক পরেই। স্টেবিনস এভিনিউর সাইটটির অদূরেই ফ্রিম্যান স্ট্রিট ও ১৭৪ স্ট্রিটের ওপর স্থাপিত সাবওয়ে স্টেশন। যাতে ২ ও ৫ নম্বর ট্রেন চলে। এছাড়া বাস লাইন বিএক্স১১, বিএক্স১৭ ও বিএস২১ হাঁটার দূরত্বে। ব্রঙ্কসের ডিস্ট্রিক্ট ৩ র ক্রোটোনা পার্কের ইস্ট নেইবারহুড ১৯৭০ ও ৮০র দশকে দফায় দফায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেকটাই খালি হয়ে যায়। সে সময় এই ডিস্ট্রিক্টের ১ লাখ ৫০ হাজার ৬৩৬ জন জনসংখ্যার মধ্যে ১ লাখই এলাকা ছাড়া হয়। এর কয়েক দশক পর এলাকাটিতে আবার জনবসতি বাড়তে থাকে। ২০২০ সালে এই ডিস্ট্রিক্টে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৭৫৫ জন। এই বসতির অধিকাংশ এইচপিডির তৈরি স্বল্পমূল্যের গৃহায়নের সুবিধা নেয়। বাড়ি কেনা ও ভাড়া উভয় ক্ষেত্রেই এই সুবিধা রয়েছে। ২০১৪ সালে এইচপিডি এখান ৩৭০০ টি নতুন বাড়ি তৈরি করে। যেটি ছিলো নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্টগুলোর মধ্যে গৃহায়ণের সবচেয়ে বড় প্রকল্পের একটি। স্টেবিনস এভিনিউর এই স্থানটি নতুন গৃহায়ণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবেই বিবেচনা করছে এইচপিডি।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসা নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে চালু করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

স্বাস্থ্যসেবায় মেডিটেশনের অন্তর্ভুক্তি : করণীয় কী

॥ ডা: মনিরুজ্জামান ॥

যোগ-মেডিটেশনকে বিদ্যমান চিকিৎসাব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মানসিক উদ্বেগ, বিষণ্নতা, চাপ, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের মতো সমস্যা নিরসনে মেডিটেশন কার্যকর। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছে গত ১ ডিসেম্বর।

এই নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদফতর গত ২১ ডিসেম্বর সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক, সকল জেলা/সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, সব সিভিল সার্জন এবং সব উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে।

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে, এটি একটি সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এমন এক সময়ে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে যখন অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্বে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার যেখানে ৭১%, সেখানে বাংলাদেশে এই হার ৭৩%। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে, প্রায় ৩৬%। (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১)। মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ছিল ক্যান্সার। অন্যান্য কারণের মধ্যে ধূমপান, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্রনিক রোগ অন্যতম।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর প্রধান কারণ আমাদের জীবনদৃষ্টি ও জীবনাচারে আমূল পরিবর্তন। নেতিবাচক জীবনদৃষ্টি, স্ট্রেস, সামাজিক অস্থিরতা, সম্পর্কের জটিলতা, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক অতৃপ্তি ইত্যাদি কারণে যেমন হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে, তেমনই অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ও শারীরিক পরিশ্রমহীনতার কারণে হৃদরোগ এমনকি হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত ঘটছে। এ ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি পাঁচজনে একজন উচ্চ রক্তচাপে এবং প্রতি ১০ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৪ ডিসেম্বর ২০২২ এবং দৈনিক প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০২০)।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল জার্নাল 'সার্কুলেশন'-এ গত ৯ মার্চ ২০২১ প্রকাশিত এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে নানাবিধ নেতিবাচক আবেগ ও আচরণ দূর করতে মেডিটেশন ও কাউন্সেলিংয়ের সহায়তা নিতে বলা হয়েছে। শুধু হৃদরোগ নয় বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাইকোসোমাটিক বা মনোদৈহিক রোগসহ বহু রোগের পেছনের কারণ হচ্ছে নেতিবাচক আবেগ। যেমন, বিষণ্নতা, বদমেজাজ, দুর্ব্যবহার, অনিদ্রা, বাত-ব্যথা, আইবিএস, হাইপারঅ্যাসিডিটি, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ঘাড়ে ব্যথা, কাঁধ ও পিঠে ব্যথা ইত্যাদি।

শরীর-মনের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের কার্ডিওলজির প্রফেসর ডা: হার্বার্ট বেনসন। দেহের ওপর মনের প্রভাব দেখে তিনি এত বিস্মিত হন যে, পরে তিনি মনোদৈহিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন এবং তিনটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।

মনোদৈহিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ে সম্প্রতি দ্য নিউ সায়েন্স অব মাইন্ড অ্যান্ড বডি নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা চালু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষ যখন ভাবাবেগজনিত চাপ বা উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয় তখন কিডনির অগ্রভাগের এড্রোনে গ্ল্যান্ড থেকে তিনটি হরমোনের নিঃসরণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, যা স্ট্রেস হরমোন নামে পরিচিত। ফলে হার্টবিট, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, বিপাক ক্রিয়ার হার এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে, মেডিটেশনের ফলে ঠিক এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। এতে হার্টবিট, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ স্বাভাবিক হয় এবং বিপাক ক্রিয়ার হার কমে যায়।

মনোদৈহিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ে প্রফেসর ডা: হার্বার্ট বেনসনের যুগান্তকারী বই 'দ্য রিলাক্সেশন রেসপন্স'-এ বলা হয়েছে, ৭০% রোগের কারণ হতে পারে মানসিক এবং এসব রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে মেডিটেশন দারুণ কার্যকর হতে পারে।

বেলজিয়ামের লিজ ইউনিভার্সিটি হসপিটালের প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর ডা: স্টিভেন লরিস মেডিটেশনের ফলাফলের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন এবং গবেষণালব্ধ অভাবনীয় ফলাফল তার ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার বই 'দ্য নো-ননসেন্স মেডিটেশন'-এ তুলে ধরেন। মেডিটেশনকে তিনি অভিহিত করেন রিটিউন অব দ্য ব্রেন নামে। তিনি বলেন, মেডিটেশন হচ্ছে মস্তিষ্কের ব্যায়াম। দৌড়ালে যেমন পায়ের পেশী শক্তিশালী হয়, সাঁতার কাটলে বাইসেপ শক্তিশালী হয়, তেমনি নিয়মিত মেডিটেশন করলে মস্তিষ্কের কিছু অংশের ধূসর অংশের ভলিউম ও কার্যকারিতা বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একদল চিকিৎসক মেডিটেশন নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা শেষে বলেন, গভীর শিথিলায়ন জেনেটিক লেভেলে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। (রিডার্স ডাইজেস্ট ২০১০)।

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল, জন্স হপকিন্স এবং এমআইটির গবেষকরা মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা শেষে প্রকাশিত নিবন্ধে বলেন, 'উদ্বেগ, বিষণ্নতা, স্ট্রেস, অনিদ্রা, ক্রনিক ব্যথা ইত্যাদি নিরাময়ে মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।'

বিশ্বব্যাপী মেডিটেশন নিয়ে যে শত শত গবেষণা হয়েছে তার ফলাফল নিয়ে বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করে 'দ্য সায়েন্স অব মেডিটেশন' শিরোনামে (৪ আগস্ট ২০০৩)। মার্কিন বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকান প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করে 'দ্য নিউরো সায়েন্স অব মেডিটেশন'। (২০১৪)।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ তাদের প্রেসক্রিপশনে মনোদৈহিক রোগসহ বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে মেডিটেশন চর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট যে কয়েকটি বিষয়কে অল্টারনেটিভ মেডিসিন বা বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার মধ্যে মেডিটেশন অন্যতম।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঝঅঞণঅগ বা 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অব ইয়োগা অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' নামে গবেষণা প্রকল্প চালু করেছে। দিল্লি সরকার স্থাপন করেছে 'সেন্টার ফর মেডিটেশন অ্যান্ড ইয়োগা সায়েন্সেস'। দিল্লির সরকারি স্কুলগুলোতে চালু হয়েছে মেডিটেশন নির্ভর 'হ্যাপিনেস কারিকুলাম'।

বাংলাদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার পথিকৃৎ মরহুম চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম অডিও ক্যাসেট শিথিলায়নের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বলেন, 'অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনতে পারে মেডিটেশন, যা পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যেসব রোগে ওষুধের প্রয়োজন নেই কোয়ান্টামই হতে পারে তা নিরাময়ের সার্থক বিকল্প।'

পরে ২০১১ সালের ১০-১৩ জুন চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে কোর্সের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্তি ও প্রশান্তি অর্জন সহজ হবে। আর এ বিষয়টিকে আমরা যত সহজে গ্রহণ করতে পারব, এর সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারব আমাদের জীবন তত প্রশান্তিময় হবে এবং রোগমুক্তি হবে সহজ। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত।'

বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ডা: আব্দুল মালিক তার 'জীবনের কিছু কথা' বইতে লিখেছেন, 'মনের প্রভাব শরীরের ওপর পড়ে। কাজেই আমাদের যতদূর সম্ভব দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা উচিত। এজন্য নামাজ, প্রার্থনা, মেডিটেশন, রিলাক্সেশন করা উচিত।'

২০১৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্য অধিদফতর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ মিলিতভাবে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য তৈরি ন্যাশনাল গাইডলাইনে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় চিকিৎসকরা যেন রোগীদের ইয়োগা, মেডিটেশন ও দম চর্চার পরামর্শ দেন সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শুধু জার্নাল বা ম্যাগাজিন নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের টেক্সট বইতেও মেডিটেশন স্থান করে নিয়েছে। মেডিটেশন সংক্রান্ত বইয়ে দেহ-মনে মেডিটেশনের ইতিবাচক প্রভাব ও কার্যকারিতার উল্লেখ করা হয়েছে।

আনন্দের সংবাদ হলো, আমাদের দেশেও মেডিটেশন এখন থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অল্টারনেটিভ মেডিক্যাল কেয়ার বিভাগের স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। সরকারের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদফতর বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে যোগ-মেডিটেশনকে অন্তর্ভুক্তির এমন সিদ্ধান্তকে লাখো মেডিটেশন চর্চাকারীর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া সুস্বাস্থ্যের যুগান্তকারী সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল, শুধু শারীরিকভাবে সুস্থ হলেই চলবে না, পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রয়োজন শারীরীক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক সুস্থতা। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এ চার ক্ষেত্রেই সুস্থতা অর্জনে যোগ মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

নিয়মিত মেডিটেশন ও ইয়োগা চর্চা এবং সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ আমাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক ফিটনেস অর্থাৎ টোটাল ফিটনেস অর্জনে সাহায্য করবে। ফলে ধীরে ধীরে আমরা সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের পথে এগিয়ে যাবো।

তাই আসুন, নিজে নিয়মিত মেডিটেশন ও ইয়োগা চর্চা করে টোটাল ফিটনেস অর্জনের চেষ্টা করি। আর আমাদের কাছে যারা বিভিন্ন শারীরিক ও মনোদৈহিক সমস্যা নিয়ে আসবেন তাদের বিদ্যমান চিকিৎসার পাশাপাশি নিয়মিত মেডিটেশন, ইয়োগা ও দমচর্চার পরামর্শ দিই।

লেখক: কো-অর্ডিনেটর, কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Akash Medical Care

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. Nayeem Haque

Podiatic Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জুন ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুন ২০২৩ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে ২০২৩ এর জুন মাসের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ যে, ফাই-নাল এ্যাকশন ডেট' হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএসকে যে তারিখে জমা দেয়া আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। প্রায়োরিটি তারিখ এই তারিখের পূর্বে হতে হবে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় জুন ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিনে ফ্যামিলি ভিত্তিক ক্যাটাগরীতে সামান্য বা কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যারাঃ ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪।

দ্বিতযিঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যারাঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এবং ২১ বছরের বয়সের নিচের সন্তানেরাঃ সেপ্টেম্বর ০৮, ২০২০।

বি. (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যরা (বয়স ২১ বছর বা তার বেশি)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যারাঃ ডিসেম্বর ০৮, ২০০৮।

চতুর্থঃ এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ এপ্রিল ০৮, ২০০৭।

আরও বিস্তারিত জানতে এবং কর্মসংস্থানের ভিত্তিক এমপ্লয়মেন্ট অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্নঃ (১)আমি একজন ইউসে এর আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। আমি সমলিঙ্গের একজনকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছি। আমার ভবিষ্যত স্পাউস একজন বিদেশি। তাকে এদেশে বৈধ করার কোন সুযোগ আছে কিনা?

প্রশ্নঃ (২) আমি একজন ইউসে এর সিটিজেন। সমলিঙ্গের একজেনর সাথে আমাদের বিয়ের পরিকল্পনা আছে। আমার ঐ পার্টনার একজন বাংলাদেশী। আমি তার ব্যাপারে ফিয়াঁসি ভিসার জন্য আবেদন করতে পারব কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

প্রশ্নঃ (৩) আমার স্পাউস যে দেশে এবং যেখানে বাস করে সেখানে সমলিঙ্গের বিয়ে গ্রহণযোগ্য এবং আইনগত স্বীকৃত নয়। আমি তার জন্য এখানে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পিটিশন ফাইল করতে পারি কিনা?

উত্তরঃ ইউএস সুপ্রিম কোর্টের ২০১৩ সালের ফেডারেল ম্যারেজ ইকুয়ালিটির (ইউনাইটেড স্টেটড ভার্সেসস উইন্ডসর) অর্থ হচ্ছে যে, সমলিঙ্গের বিয়েকে এদেশে ইউএস আইনের ইমিগ্রেশন আইনে বিপরীত লিঙ্গের মতোই গণ্য হয়। এই সিদ্ধান্তের পর গে এবং লেসবিয়ান ইউএস সিটিজেন বা গ্রিনকার্ডধারীও বিবাহি ভিত্তিক গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এবং ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) তাদের সেই আবেদনকে নারী পুরুষ বিবাহের মতোই গ্রহণ করবে।

গ্রিনকার্ডধারীদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এর গ্রীনকার্ড প্রক্রিয়াঃ

গ্রিনকার্ডধারী স্পাউনের গ্রিনকার্ড প্রক্রিয়ার মত সমলিঙ্গের একই প্রক্রিয়ায় হবে। একজন গ্রিনকার্ডধারী স্বামী-স্ত্রীকে ফরম আই-১৩০ পিটিশন করতে হবে। আই -১৩০ অনুমোদিত হওয়ার পর ফাইলটি



ইউএসসিআইএস থেকে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে হস্তান্তর করা হয়। ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের দায়িত্ব হচ্ছে সুবিধাভোগীর যে দেশ সেই দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেট তার সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা। বিদেশী স্বামী/স্ত্রী যদি ইউএস থাকেন এবং তার স্ট্যাটস যদি বৈধ থাকে সেক্ষেত্রে তিনি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। তিনি গ্রিনকার্ড পাবেন এফ-২এ স্ট্যাটাসের ভিসার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)ঃ

একজন যদি ডিএস সিটিজেন হয়ে থাকেন এবং কোন বিদেশিকে বিয়ের পরিকল্পনা করেন সেক্ষেত্রে ২টি বিকল্প রয়েছে।

ক) কে-১ ফিয়াঁসে বা ফিয়াঁসি ভিসা এবং

খ) গ্রিনকার্ড পিটিশন।

ইউসেসিটিজেন তার ফিয়াঁসে বা ফিয়াঁসের জন্য ফিয়াঁসে পিটিশন দাখিল করতে পারবেন। আর সে জন্য ফরম আই-১২৯ এফ ফাইল করতে হবে বিদেশি ফিয়াঁসে বা ফিয়াঁসের জন্য।

ইমিগ্রেশনের অন্য সকর শর্ত যখন পূরণ হবে তখন বিয়ের জন্য ফিয়াঁসেন বা ফিয়াঁসিকে ইউএস প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতে পারে।

কে-১ ভিসা ৯০ দিনের জন্য কার্যকর থাকে। তাই -৯০ দিনের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে। এবং আই-১৩০ ও আই-৪৮৫ তে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্য।

প্রশ্নঃ আমার স্পাউস এমন একটি স্টেটে বা দেশে বসবাস করেন যেখানে সমলিঙ্গের বিয়ের সমর্থন নেই। আমি কি আমার স্পাউসের (স্বামী/স্ত্রী) জন্য ইমিগ্রেশন ভিসার আবেদন দাখিল করতে পারি?

আপনার প্রশ্নটি আবার উল্লেখ করা হোল।

সাধারণভাবে যে দেশে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে সেখানকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে যে, বিয়েটি যথার্থ আইন সম্পন্নতভাবে বৈধ কিনা।

অন্যভাবে বলা যায়ঃ যেখানে বিয়ে হয়েছে, সেই দেশের আইনের আপনাদের বিয়ে হয়েছে এবং সেদেশের আইনে সেটি গ্রহণযোগ্য কিনা। আপন-ারা যদি তাকে ইউএসএতে স্পন্সর করে নিয়ে আসার পরিকল্পনা থাকে তবে সবচেয়ে ভালো হয় বিয়ের আগেই একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেজ্ঞের সাথে এ ব্যাপারে তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, প্রয়োজনবোধে আমাদের অফিসের সাথেও আলোচনা করতে পারেন। আমরা আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে হয়তো বা সঠিক এবং উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবো। যাতে করে আপনারা আনাদের সমস্যার সমাধান পেতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

চাটুকারিতার পরিণাম

॥ অধ্যক্ষ মো: নাজমুল হুদা ॥

চাটুকারিতা বা তোষামোদি এক ভয়ংকর অস্ত্র। চাটুকারিতার অপর অর্থ মোসাহেবি করা যা দিয়ে সহজেই শত্রুকে বশীভূত করা যায়। চাটুকারিতার মাধ্যমে অন্যের নিকট হতে সহজেই অনৈতিক সুবিধা হাসিল করা যায়। মূলত চাটুকারিতার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কোনো অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ সাধিত হয় না। হাদিস শরিফে মহানবী সা: বলেছেন, তোমার সম্মুখে কেউ যদি তোমার প্রশংসা করে তাহলে তার মুখে মাটি ছুড়ে মারো। অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসায় বিগলিত হয়ে সত্যানুসন্ধ মনকে হত্যা করো না। প্রশংসায় অবগাহিত হলে নিজের কর্ম স্পৃহা হ্রাস পায়। অনেক ক্ষেত্রে চাটুকারিতার কারণে মানুষ কল্যাণকর কর্ম ছেড়ে দিয়ে অকল্যাণকর কর্মে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। অপর দিকে গঠনমূলক সমালোচনা মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক। সমালোচনা মানুষের ভুলকে শুধরে নিতে সহায়তা করে। সে কারণে বলা যায়, গঠনমূলক বা সত্যানুসন্ধ সমালোচক মানুষের শত্রু নয়, বরং সে মানুষের বন্ধু। ইসলামী শরিয়তে যেকোনো অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ করা জিহাদের সমতুল্য। ইসলামে অন্যায় বা অনৈতিক কর্মের প্রতিবাদের তিনটি স্তর রয়েছে। ১. সম্ভব হলে যে কোনো অন্যায় কর্মকে হাত দিয়ে বা সরাসরি প্রতিরোধ করা। ২. সে পরিবেশ না থাকলে মুখ দিয়ে সমালোচনা করা। ৩. সে পরিবেশও না থাকলে মনে মনে ঘৃণা করা। তৃতীয় স্তরটি হলো একজন মুমিনের জন্য সর্বনিম্ন স্তর। এ তিন স্তরের কোনো দায়িত্ব পালন না করলে তা ঈমানের ঘাটতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা জানি, খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামের মহান দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রা: একদা মসজিদে নববীতে বক্তৃতারত ছিলেন। সে সময় একজন সাধারণ মুসলমান দণ্ডায়মান হয়ে খলিফার কাছে তার কর্মের জবাবদিহিতা চেয়েছিলেন। মহান খলিফা সে যুবকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। খলিফার সামনে সরাসরি তার কর্মের জবাবদিহিতা চাওয়াতে তিনি কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে কারো সমালোচনা করতে হলে তার অনুপস্থিতিতে না করে তার সম্মুখেই করা উচিত। সমালোচিত ব্যক্তিরও কর্তব্য, প্রকৃত সমালোচনাকারীকে তিরস্কার না করে পুরস্কৃত করা। অপর দিকে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কারো প্রশংসা করতে হলে তার অনুপস্থিতিতেই করা কর্তব্য। কোনো মহৎ কার্যের প্রশংসা করার উদ্দেশ্য সে মহৎ কর্মকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা।

আমরা জানি, বিগত সময়ে অনেক ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র তোষামোদির আশ্রয় গ্রহণ করাতে সার্বিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। উসমানীয় খিলাফতের অবক্ষয়ের যুগে খলিফাদের অনেকে প্রকাশ্য দরবারে মদ্য পান করতেন। একশ্রেণীর তোষামোদকারী তাদের এ অন্যায় কর্মকে সমর্থন করতেন। সে শ্রেণীর ভেতরে নামধারী কিছু আলেম ও ছিলেন। খলিফার সূরা পানকে বৈধতা দেয়ার জন্য তারা মহানবী সা: একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিতেন যে হাদিসটি এখনো আমাদের দেশে প্রতি জুমার খুতবায় পঠিত হয়ে থাকে। হাদিসটির ভাষ্য 'সুলতান বা রাষ্ট্র প্রধান পৃথিবীতে আল্লাহপাকের ছায়াস্বরূপ'। চাটুকাররা এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলতেন, রাষ্ট্র প্রধান যেহেতু আল্লাহপাকের ছায়াস্বরূপ সে কারণে সে যে কাজই করবে তা বৈধ। অথচ এ হাদিসের তাৎপর্য এই যে, ন্যায়-পরায়ন সুলতান বা রাষ্ট্র প্রধান পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা ছায়াস্বরূপ। অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এ হাদিস দ্বারাই চাটুকাররা রাষ্ট্রপ্রধানদের অনৈতিক কর্মে সহায়তা করতেন। এ ধরনের তোষামোদকারীদের তোষামোদে সিক্ত হয়ে তৎকালীন উসমানীয় খলিফাদের অনেকে অসামাজিক কর্মকাণ্ড বা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তাদের কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পরিণতিতে তারা নিজের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় ক্ষতির কারণ হয়েছিলেন। তাদের কর্মের পরিণতি এমন হয়েছিল যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য উসমানীয় খিলাফতের রাজত্ব ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভারত বর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যে মোঘল বাদশাহদের অভিবাদনের জন্য অনইসলামিক বা কুপ্রথা চালু হয়েছিল। প্রথাটা এমন ছিল যে, মোঘল রাজ দরবারে কাউকে বাদশাহ এর সম্মুখে হাজির হতে হলে তাকে বাদশাহকে দাড়িয়ে সালাম, কুর্নিশ ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো না। বাদশাহকে মাথা নিচু করে, অনেক ক্ষেত্রে ভূমিতে অবনত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হতো যে রীতি বা প্রথা ছিল সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী বা শিরক। অথচ একশ্রেণীর চাটুকার ও মোসাহেবরা বাদশাহের এসব অনৈতিক কর্মকে সমর্থন প্রদান করতেন। সেসব চাটুকারদের মধ্যে মন্ত্রী ও আমলাদের অনেকেই ছিলেন। যে সব মহান ব্যক্তি এসব কুপ্রথার বিরোধী ছিলেন তারা বাদশাহের রোষানলের ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না। সে যুগের ভারত বর্ষের শ্রেষ্ঠ বুজর্গ ও আলেম মোজাদ্দিদে আলফে সানি শেখ আহমদ সেরহিন্দি এ কুপ্রথা ও শিরকের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। যে কারণে বাদশাহ তার প্রতি রুষ্ট বা ক্রোধান্বিত হন। বাদশাহের মোসাহেব ও চাটুকাররা বাদশাহকে মোজাদ্দিদ শেখ আহমদ সাহেবের বিরুদ্ধে বাদশাহের কানে নানাভাবে প্ররোচনা দিতে থাকে। তারা বাদশাহকে বোঝায় যে, মোজাদ্দিদ সাহেব আপনাকে মাথা অবনত করে সম্মান জানানোর কেবল বিরোধিতাই করছেন না; বরং তিনি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছেন। আপনি যদি বিষয়টি আরো বিশদভাবে উপলব্ধি করতে চান, তাহলে রাজ দরবারের সম্মুখে একটি নিচু তোরণ তৈরি করুন। অতঃপর মোজাদ্দিদ সাহেবকে আপনার দরবারে আহ্বান করুন। তাহলে বোঝা যাবে, মোজাদ্দিদ সাহেব আপনাকে' কিভাবে বা কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন।

পরিকল্পনা মাফিক একটি সুসজ্জিত তোরণ তৈরি করা হলো। অতঃপর মোজাদ্দিদ সাহেবকে দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মোজাদ্দিদ সাহেব নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি বাদশাহর দরবারে হাজির হলেন। তিনি এ নিচু তোরণ তৈরির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিচু তোরণের নিচে মাথা অবনত না করে এক পা সামনে দিয়ে সোজা হয়ে বসে মাথা উঁচু করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। চাটুকাররা বাদশাহকে বোঝালেন যে, মোজাদ্দিদ সাহেব আপনাকে সম্মান তো করলেনই না বরং আপনাকে অপমানিত করলেন। মূলত মানুষ আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করতে পারে না। চাটুকারদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে বাদশা প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে বাদশাহকে অপমানিত করার জন্য মোজাদ্দিদ সাহেবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন যদিও পরে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ও জ্ঞানী সভাসদগণ, মন্ত্রী ও আমলারা বিশেষত জনসাধারণের প্রতিবাদের মুখে বাদশাহ তার প্রহসনমূলক মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। মোজাদ্দিদ সাহেবের প্রতিবাদের কারণে মোঘল রাজ দরবারের এ কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে চাটুকারের অভাব নেই।

মূলত চাটুকাররাই চাটুকারিতার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট হতে অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছেন। এমনকি নামধারী অনেক আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখরা বর্তমানে চাটুকার পরিবেষ্টিত অবস্থায় চলাফেরা করেন। তোষামোদকারীদের কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে বিব্রত অবস্থার সম্মুখীন হন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বর্তমানে আমরা কোনো ধরনের সমালোচনা তা ভালো হক বা মন্দ হোক, সহ্য করতে রাজি না। সে কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে গঠনমূলক সমালোচনাও ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু অন্যায় কাজের সমালোচনাকারীদের বা প্রতিবাদকারীদের কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে। আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে এ অন্যায় সংস্কৃতি পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

লেখক : গবেষক, কলামিস্ট।



মাছের গল্প

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

সাম্প্রতিক পত্রিকার খবর, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথমবারের মতো বিদ্যুতের আওতায় এসেছে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার দুর্গম এলাকা নিঝুমদ্বীপ। পিডিপির একজন কর্মকর্তা বলেন, আপাতত সেখানে বিদ্যুতের কোনো গ্রাহক নেই। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ জেলে। বর্তমানে এখানকার মানুষ রাতে কুপি জ্বালিয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে।'

হরিণ আর ন্যাচারাল মাছের দ্বীপ বলে পরিচিত নিঝুমদ্বীপ। ডিসেম্বর-২০১৬ এক ডজন আইনজীবী হরিণ দেখতে গিয়েছিলাম নিঝুমদ্বীপ। ওঠেছিলাম নিঝুম রিসোর্টে। হরিণের সন্ধানে প্রায় প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা বের হই। জঙ্গলের আড়ালে আবডালে ওঁৎপেতে বসে থাকি, পায়ের ছাপ দেখি, ছাগলের মলের মতো মল দেখি, হরিণ আর দেখা হয় না।

১৯ ডিসেম্বর হরিণ দেখার অভিযান শেষ করে ফেরার পথে সবাই নামারবাজারে জড়ো হই। এমন সময় এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে হাজির হয় এক জেলে যার মধ্যে ছিল দু'টি বোয়াল, কয়েকটি রুইসহ চেনা-অচেনা নানা প্রকারের মাছ। জেলে যে দাম হাঁকে সে দামেই মাছগুলো কিনে নেন খলিল ভাই (টিমলিডার)।

মুক্ত পানির ন্যাচারাল মাছ। মুক্ত পানির ন্যাচারাল মাছে একটা ভিন্ন স্বাদ ও ফ্লেভার আছে। যুগের পর যুগ চাষের মাছ খেতে খেতে মুক্ত পানির ন্যাচারাল মাছের স্বাদ ও ফ্লেভারের বিষয়টি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে হাইট্টা ধানের (কালো কুচকুচে এক প্রকার আউস ধান) চালের ভাত ও শৈশবে হারিয়ে যাওয়া মুক্ত পানির ন্যাচারাল মাছের স্বাদ ও ফ্লেভার খুঁজে পাই। কিন্তু একসাথে এত খানা খাব কী করে? সকালে মধু আর খেজুরগুড় দিয়ে চালের রুটি খেয়েছি। সে স্বাদ জিহ্বা থেকে শেষ হতে না হতেই আরো ১০ কেজি মাছ নিয়ে হাজির।

আমাদের খাবার সরবরাহের দায়িত্বে ছিল আলতাব কাকার হোটেল। আলতাব কাকার হোটেলের পাক খেয়ে খলিল ভাই বলেই ফেললেন, 'এখানকার পাক খেয়ে বাড়ি গিয়ে আবার গিন্নিদের সাথে এই বলে ঝগড়া শুরু কইরেন না যে, তোরা এতদিন আমাগো কী খাওয়াইলি? আর দ্বীপের বেটারা আমাগো কি খাওয়াইয়া দিলো?

আগের দিন সকালে ৫০০ টাকা কেজি চিংড়ি মাছ, ইয়া বড় চিংড়ি। একেকটির ওজন ৫০০ গ্রামের কম হবে না। আলিশান একেকটি রুই-রোয়াল প্রতি কেজি ৩৫০ টাকার কাছাকাছি। আমাদের খানা তদারকির দায়িত্বে ছিল এক বরিশালের পোলা। পোলাটি সর্বদা খাই খাই অবস্থা। এর মধ্যে যোগ হয়েছে ন্যাচারাল মাছের স্বাদ ও ফ্লেভার। খাওয়া শেষে পোলা খলিল ভাইয়ের কাছে এই মর্মে নালিশ করে যে, 'স্যার, দেখেন তো আমি যখন খাই চাচা (হুদা সাহেব) তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্যার, আপনিই বলেন, এখনই তো আমার খাওয়ার সময়। আমি তো খাওয়ার জন্যই আইছি, ১০ কেজি মাছ থেকে মাত্র ছয় টুকরো মাছ খাইছি।'

যে দ্বীপে আমার জন্ম সে দ্বীপের বর্তমান নাম মেঘনা উপজেলা হলেও আদি নাম ব্রাহ্মণচরের প্যাঁচ। আমাদের দ্বীপের সাথে নিঝুমদ্বীপের বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। মেঘনার বুক চিরে জেগে উঠেছিল নিঝুমদ্বীপ। দ্বীপটির বয়স একেবারেই কম। ১৯৭০-এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না এই দ্বীপে। তৎকালীন হাতিয়ার নেতা আমিরুল ইসলাম কালাম দ্বীপ পরিদর্শনে গিয়ে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব না দেখে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, হায় নিঝুমদ্বীপ। সেখান থেকেই নাম হয় নিঝুমদ্বীপ।

মেঘনার বুক চিরে ভেসে উঠেছিল ব্রাহ্মণচরের প্যাঁচ দ্বীপটিও। মেঘনার বুকে জেগে ওঠা দ্বীপের মধ্যে আয়তন ও বয়সের দিক দিয়ে মনপুরার পরই ব্রাহ্মণচরের প্যাঁচের স্থান। আমাদের দ্বীপটি ছিল সোনার ফসলগর্ভা আর মাছের খনি। চারপাশের নদীসহ দ্বীপটিকে মাছের প্রাকৃতিক অভয়াশ্রমও বলা চলে। এই দ্বীপে ছিল প্রচুর খাল-বিল, ডোবা-নালা ও নিম্নভূমি। বিশেষ করে পুরো দ্বীপটি বর্ষায় তলিয়ে যেত পানির তলায়। ফসলের জমি ও গ্রামগুলো জলের উপর ছবির মতো ভাসত। গ্রাম ও বাড়িঘর নির্মাণের জন্য যেসব কৃত্রিম খাল-ডোবা সেসব খাল ডোবাও তলিয়ে যেত বর্ষার পানিতে। ডিমওয়ালা মা-মাছসহ অসংখ্য ছোট মাছ আশ্রয় নিত দ্বীপের খাল-বিল, ডোবা-নালা, জলাশয়ে। এককালে এই দ্বীপের জলাশয়গুলোই ছিল হাজার প্রকার ন্যাচারাল মাছের অভয়াশ্রম।

সরকারের নজরে আসায় 'মাছের পোনা দেশের সোনা' স্লোগান নিয়ে, 'পোনার' একমাত্র প্রাকৃতিক যোগানদার চট্টগ্রামের হালদা নদী। হালদাকে দেশী -বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'জিন ব্যাংক', 'জাদুকরী মাছের ব্যাংক', 'মুক্তার খনি' ও 'অর্থনৈতিক নদী' ইত্যাদি হরেক নামে আখ্যায়িত করে থাকে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে এ নদীতে উৎপাদিত মৎস্যসম্পদকে আল্লাহ তায়ালার অপার নিয়ামত হিসেবে বিস্ময়ের চোখে দেখেন বিজ্ঞানীরা। গ্রামাঞ্চলের চারপাশে নদীসহ ভেতরে যেসব জলাশয় ছিল সে সব নদী ও জলাশয় মুক্ত পানির মাছের ডিম দেয়ার উপযুক্ত ও নিরাপদ স্থান ছিল। সিলেটের হাওর-বাঁওড় পার হয়ে নদী মেঘনা দক্ষিণ দিকে গমনকালে এখানে এসেই একাধিক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মাঝখানে ৬০ বর্গমাইল-বিশিষ্ট যে এলাকাজুড়ে জেগে উঠেছিল, সেই এলাকার নামই ব্রাহ্মণচরের প্যাঁচ। ব্রাহ্মণচরের প্যাঁচের চারপাশের নদী-নালাগুলো কিছু দিন আগেও ছিল মাছের প্রাকৃতিক নিরাপদ আশ্রয়।

স্বাদ, ঘ্রাণ ও দাম অসাধারণ দেখে মাছ-ভাত ছাড়া নিঝুমদ্বীপের আর কিছুতে মন ভরেনি। নিঝুম দ্বীপের মাছের স্বাদ ও প্রাচুর্য শৈশবে দেখা আমার দ্বীপের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার গাঁয়ের একদিকে বিল, তিন দিকে নদী। শৈশব থেকে প্রচুর মাছ দেখে আসছি। নিজেও ধরেছি বারো রকমের মাছ। শৈশবের মাছ দেখা ধরা ও খাওয়ার কাহিনী আধুনিক শিশুদের কাছে রূপকথার গল্পের মতো।

আমার বাড়ির উত্তরদিকে একটি শানবাঁধানো ঘাট। ঘাটের কাছেই মেঘনা। কয়েক বছর আগেও মেঘনা থেকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে দেখেছি। বিশেষ করে বর্ষার শেষে ছোট ছোট ডিঙ্গি নায়ে চড়ে নদীর রাতে ছিপ ফেলে বাইলা, কাি-লবাউশসহ নানা প্রকার মাছ ধরতে দেখেছি। বর্ষায় পাকা ঘাটলায় বসে কালিবাউশ ধরার আশায় গত বর্ষায় মাছের ঘ্রাণযুক্ত খাবারসহ গোটা চারেক ছিপ নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। ঘাটলায় বসে ছিপ ফেলেছিলাম মেঘনার জলে। আমার এই আজব কান্ড দেখে উৎসুক শিশুরা ভিড় করতে শুরু করে। কারণ এই জন্মের শিশুদের কাছে ছিপ নিয়ে নদী মাছ ধরা অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই দ্বীপের শিশুরা আগের দিনের মাছের কোনো খবরই জানে না। নদীতে ছিপ ফেলে এই দ্বীপের মাছের কাহিনী বলা শুরু হলে শিশুরা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করে।



ছয় দশক আগে আমার বয়স যখন তোমাদের মতো, তখন জ্যৈষ্ঠ মাসে দেয়া ডাকলে মাথা আউলায়ে যেত। দেয়ার ডাকে খাল-বিল ছেড়ে ডাঙায় ওঠে আসে মাছ। জল শুকিয়ে থাকা খাল-বিলে ঢুকে পানি। নতুন পানির সাথে ঢুকবে টেংরা, পুঁটি, ডেলা, টাকি, বাইলা, পাবদা, ফলি, শিং, বাইনসহ নানা রকমের ছোট ছোট মাছ। দুই প্রকারের পুঁটির মধ্যে একটি চ্যাপটা, আরেকটি বড় ও লম্বাটে। লম্বাটে নাম জাতিপুঁটি। নতুন পানির সাথে নেমে আসা কোনো কোনো জাতিপুঁটির গায়ে আলতা লাগানো থাকে। ঠোঁটের পেছন থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বালম্বি আলতা পরা পুঁটিকে আমরা বলি 'বউপুঁটি'। হৃষ্টপুষ্ট নতুন বউপুঁটির পেটভরা শুধু ডিম আর ডিম। ডিম দেয়ার সময় হলে সাজগোজ করে গায়ে আলতা মেখে নাচতে নাচতে এসে বড়শি গিলতে শুরু করে। আলতামাখা বউপুঁটি ধরার জন্য আগেভাগেই ছিপ-বড়শি জোগাড় রাখতে হবে।



আকাশে গুড়ুম গুড়ুম গর্জন শুরু হয় বোশেখের শুরুতেই। গুড়ুম গুড়ুম সম্পর্কে মা বলতেন, 'এসব দেব-দেবীর হাঁকাহাঁকি। বৈশাখ থেকেই কৃষকের হাতে তেমন কোনো কাজ থাকে না, কাজ থাকে না ঘরের গিন্নিদেরও। কাজকর্মহীন ঝড়-বাদলের দিনকে বলা হয় কুদিন। কুদিনে কোনো কোনো দেবতাও দেবীদের ঘরে রাখতে চায় ঘরেই। শুরু হয় দেবের হুমকি-ধমকি। দেবের হুমকি-ধমকিতে কাঁদতে আরম্ভ করে দেবী। দেবীর চোখের জল হয় বৃষ্টি আর দেবের হাঁকডাক হয় বজ্রে। ভাদর শেষে আশ্বিন। সামনে সুদিন। বের করে দেয়া দেবীকে ঘরে তুলতে যায় দেব। অভিমানী দেবী ঘরে উঠবে না। মান করে থাকে। মান ভাঙাতে আবার শুরু করে হুমকি-ধমকি। তাই, শরতের শেষে আশ্বিনে আবার শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। এভাবে ঋতু পরিবর্তন দেব-দেবীদেরই লীলাখেলা। বোশেখের ঝড় আর দেয়ার গর্জনে ঘুম ভাঙে মাছের। জোরালো বৃষ্টি হলে ডোবা-নালা ও খানাখন্দ পানিতে ভরে ওঠে। বৃষ্টির পানি মাঠ থেকে গড়িয়ে নামে বিলে। গড়িয়ে নামা পানির সোঁতা ধরে বিল থেকে ডাঙায় উঠে আসে উজাইন্যারা। ভাটি থেকে উল্টোদিকে ধাবমান মাছকে বলে উজাইন্যা। কোনো কোনো উজাইন্যা মাছ ভাঙায় উঠে আসে। ডাঙায় উঠে আসা উজাইন্যা মাছের মধ্যে কই মাছ অন্যতম।

প্রবীণদের মুখে ডাঙায় উঠে আসা উজাইন্যাদের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি। উজাইন্যারা বৈশাখের শেষ দিকে কান খাড়া করে রাখে। আকাশ ফেটে গুড়ুম গুড়ুম বজ্রসহ বৃষ্টি নামলেই উজাইন্যাদের মাথা গরম হয়ে যায়। মাথা গরম মাছ মারার জন্য মানুষ মালকোঁচা মেরে মাথলা মাথায় মাঠে নেমে আসে। কোঁচ, জুইত্যা, টেঁটা, জাল, পলো ইত্যাদি হাতে লোকজন ছড়িয়ে পড়ে মাঠে। উজাইন্যা বোয়াল মাছ পানির সোঁতা ধরে একেবারে বিলের কিনারে চলে আসে। কখনো কখনো উজাইন্যা বোয়ালের পিঠ ও দাড়ি পানির উপরে ভেসে উঠে। উজাইন্যা বোয়ালের শিকারিরা বলে রাঘববোয়াল। রাঘববোয়াল বড় ভয়ঙ্কর মাছ। পাকা শিকারি ছাড়া রাঘববোয়াল শিকার করা বিপজ্জনক। একটু অসাবধান হলে শিকারি নিজেই শিকার হয়ে পরে।

একদিন সহসা ঝড়বৃষ্টি থেমে পশ্চিমাকাশে সূর্য উঁকি দিয়েছে। পূর্বাকাশে সাঁকোর মতো ভেসে উঠেছে সাত রঙের রঙধনু। টেঁটা হাতে ডুলা নিয়ে কই মাছ খুঁজতে এখনই বেরিয়ে পড়ার সময়। পানির সোঁতা বরাবর ছুটছি। এক জায়গায় উঁচু আল থেকে নিচু জমিতে কলকল শব্দে পানি নামছে। পানি বেয়ে কই মাছ উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পানির কলকল ধ্বনির সাথে কই মাছের কানকোয় হাঁটার কটকট শব্দে আমার মাথা আউলায়ে যায়। কই মাছের পিঠে লোহার চিরুনির মতো খাড়া কাঁটা এবং কানকোর দু'পাশ ভাঙা কাচের মতোই ধারালো। বজ্রমুষ্টিতে ধরতে গেলেই কাঁটা লাগে। মাথায় যত রকমের কৌশল আছে সব কৌশল খাটিয়ে বেশ কয়টা কই ডুলায় ঢুকাতে পারি। দেখতে না দেখতে লোকজন হামলে পড়ে। মাছ ধরা নিয়ে সেকি হুলস্থুল কান্ড।

পরদিন ঝলমল রোদ। কৃষক মাঠে হাল দিতে যায়। হাল দিতে গিয়েও অনেকে দু'-একটা কই মাছ ঘরে তোলে। মাঠে যেখানে-সেখানে আটকেপড়া মাছ কাক-পক্ষী ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খায়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাক-পক্ষীর মতো আমিও আটকেপড়া মাছ খুঁজতে বেরোই।

গ্রাম থেকে আধা কিলোমিটার দক্ষিণে বন্ধুর মাঠ। মাঠের মাঝখানে ছোট একটি ডোবা। কয়দিন আগেও ডোবার তলা ছিল ঠনঠনে। বৃষ্টির পর এখন এক কোমর পানি। কোথা থেকে দলে দলে ব্যাঙ ডোবার পানিতে আশ্রয় নিয়েছে। শত শত ব্যাঙ ডাকাডাকি করে মাঠ তুলে নাচাচ্ছে। ডোবা থেকে কয়েক গজ দূরে একটি কাক। কাক ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে কী যেন খাচ্ছে। সাবধানে কাছে যাই। আচমকা ঢিল দিতেই কাকটি উড়ে যায়। দেখি, একটি কই মাছের অর্ধেকটা ঠোকরানো। কয়দিন আগে ডোবার পাশের জমিতে চাষি হাল দিয়ে গেছে। হাল দেয়া জমিতেও এক হাঁটু পানি। সব কিছু দেখে মনে হলো, এ ডোবায় উজাইন্যা কই থাকতে পারে।

বাড়ি থেকে ছোট কনুই জাল ও ডুলাসহ ফিরে আসি। ডোবায় জাল মারি। আস্তে আস্তে টানতে থাকি। জালের গোড়া কাছে আসতেই দেখি, লোছের ভেতর উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। লোছ কাছে এনে হেঁচকা টানে ডাঙায় নিয়ে আসি। মাটির ঢেলা, কাঁকড়া আর ব্যাঙ জালের লোছ ভরে রয়েছে। ব্যাঙ আর কাঁকড়ার সাথে লোছের ভেতর তিন-চারটি কই মাছও লাফালাফি করছে। বৃষ্টির পানিতে কই মাছ! আনন্দ আর উত্তেজনায় আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মাছে মাছে ডুলা ভরে উঠে। মাছগুলো কানকো দিয়ে ডুলা থেকে বাইরে আসতে চাইছে। ডুলার গায়ে শক্ত কানকোর ঘর্ষণে খড়খড় শব্দ হচ্ছিল। মাঝমাঠের ঠনঠনে ডোবায় বৃষ্টির জমা পানি থেকে মাছ ধরছি, আজব খবরখান শনৈঃশনৈঃ সারাগাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন পলো, ওঁছা, জালি, টেঁটা, কনুইজাল ইত্যাদি নিয়ে কই ধরা শুরু করে। শতাধিক লোক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কয়েক শ' কই মাছ ধরার ফলে ডোবার পানি একেবারে মাঠা হয়ে যায়।

ডুলা ভরা মাছ দেখে বাড়ির সবাই খুশি। কই মাছের প্রাণ, শক্ত প্রাণ। পানি দিয়ে পাতিলে ভরে রাখলে এগুলো অনেক দিন বাঁচে। মা ভাজা করার জন্য বড় দেখে কয়টা মাছ আলাদা করে বাকি মাছ একটি বড় পাতিলে জিইয়ে রাখেন। মা মাছ কাটতে শুরু করলে আমি মায়ের সামনে যাই। হৃষ্টপুষ্ট ও জ্যান্ত মাছগুলো ভীষণ দাপাদাপি করছিল। দাপাদাপির কারণে মা কাটতে পারছিলেন না। তা দেখে হজরত মামা এগিয়ে আসেন। মামা মাটিতে আছড়িয়ে মাছগুলো নিস্তেজ করেন। মা নিস্তেজ মাছ বঁটিতে তোলা শুরু করলে আমি জানতে চাই-

- মা, জ্যৈষ্ঠ মাসে আসমান ডাকলে কই মাছ পাগল হয়ে যায় কেন?

- কে বলল, আসমান ডাকলে কই মাছ পাগল হয়ে যায়?

- সবাই তো বলে। পাগল না হলে জলের মাছ ডাঙায় উঠে আসবে কেন?

- ওরা ডাঙায় উঠে আসে ওদের বাচ্চাদের নিরাপত্তা জন্য।

- কী রকম?

-চেয়ে দেখ, প্রতিটি মাছ কেমন মোটাসোটা। (মা একটি মাছের পেট চিড়ে কাঁঠালের বিচির আকৃতি হলুদ রঙের একজোড়া ডিম হাতে নিয়ে) দেখ কত বড় ডিম! ডিমওয়ালা কইকে বলা হয় মা-কই। ডিম দেয়ার সময় হলে কোনো মায়েরই মাথা ঠিক থাকে না।

- মাথা ঠিক থাকে না বলে কি জলের মাছ ডাঙায় উঠে আসবে?

- মাছের পেটে ডিম এলে নিজ জীবনের নিরাপত্তার চেয়ে সন্তানের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবতে শুরু করে। মাছ কথা বলতে পারে না এ কথা সত্য। তাই বলে অনুভূতি নেই, এ কথা সত্য নয়। যারা কথা বলতে পারে তারা সবাক। সবাকের চেয়ে নির্বাকের অনুভূতি অনেক বেশি। নির্বাক প্রাণীদের যত বোকা মনে করা হয় আসলে ওরা তত বোকা নয়। কোনো কোনো বণ্টনের সময় সৃষ্টিকর্তার বিচারের ভুল হয়নি। তাই, মানুষ ছাড়া অপরাপর প্রাণীদের একদিকে দুর্বল করে অপরদিকে সবল করে দিয়েছেন। মাছ এদের প্রখর অনুভূতিশক্তি দিয়ে ডোবা-নালার অবস্থান বুঝতে পারে। এক মাছের ডিম-বাচ্চা আরেক মাছ খেয়ে ফেলে। সবল মাছের ভয়ে দুর্বল মাছ সন্তানের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে। ডাঙায় উঠে ডোবা-গর্ত পেলেই স্বস্তিতে ডিম ছাড়ে। একটি কই মাছে যে পরিমাণ ডিম রয়েছে সে পরিমাণ বাচ্চা বড় হলে এ গাঁয়ের সবাইকে একটি করে কই ভাজা খাওয়ানো যেত।

- এত বাচ্চা! একটি কইয়ের ডিমে?

- কই মাছের ডিমের কথা শুনেই তাক লেগে গেলে। ইলিশ মাছের কথা শুনলে কী করবে! সবচেয়ে বেশি ডিম দেয় ইলিশ। একজন লোক এককালে খেতে পারে পাঁচটি ইলিশ মাছের ডিম। একটি ইলিশ মাছ এককালে ২০ লাখ পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। পাঁচটি ইলিশ মাছ এককালে যে ডিম দেয় সে ডিমের প্রতিটি বাচ্চা বড় ইলিশে পরিণত হতে পারলে সেই ইলিশ দিয়ে ১০ কোটি মানুষকে একবেলা পেটভরে খাওয়ানো যাবে। আমরা নির্বিচারে ১০ কোটি মানুষের খাবার একাই সাবাড় করে থাকি। তোর জন্য আমার যতটুকু দরদ প্রতিটি প্রাণীর তার সন্তানের জন্য ততটুকু দরদ।

-(কিছুক্ষণ ভেবে) শুনেছি, মাছ নিজের বাচ্চা খায়, যারা নিজের বাচ্চা খায় তাদের এত দরদ কিসের?

- ভুল শুনেছি, কোনো মাছই নিজের বাচ্চা খায় না। এক মাছ অন্য মাছের বাচ্চা খায়। এ কারণেই মা-মাছ অন্য মাছের ভয়ে বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

- আরো শুনেছি, যাদের মন আছে তাদের শোক-দুঃখ ও মায়া-মমতা আছে। মাছের কি মন আছে?

- কে বলে, মাছের মন নেই? কোনো কোনো মাছের মন আমাদের মনের চেয়েও বড়। খাল-বিল আর নদী-নালার পানিতে এদের বাচ্চারা নিরাপদ নয়। পেটের ডিম বাড়াতে শুরু করলেই মা-মাছের চিন্তা বাড়তে শুরু করে। তুমি যে ডোবা থেকে মাছগুলো ধরে এনেছ, সে ডোবাই ছিল সন্তানের নিরাপদ আশ্রয়। কয় দিন পরই প্রতিটি ডিম থেকে বাচ্চা বের হতো। বর্ষার পানির ডোবায় প্রবেশ করার আগেই প্রতিটি বাচ্চা মাথা তোলা হয়ে পড়ত। মাথা তোলা বাচ্চা আত্মরক্ষা করতে পারে। স্যাঁতস্যাঁতে ভূমি ছাড়া কই মাছ ডাঙায় হাঁটতে পারে না। মাটি স্যাঁতস্যাঁতে হওয়ার জন্য এরা জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টির আশায় থাকে। বৃষ্টিতে ভূমিতল সিক্ত হলে মা-মাছেরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে ডাঙায় উঠে আসে। হেঁটে হেঁটে নিরাপদ ডোবা-নালার সন্ধান করে।

গভীর সমুদ্রের লোনাপানি ইলিশ মাছের আসল বাড়িঘর। সন্তানের নিরাপত্তার জন্যই পেটভরা ডিম নিয়ে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ছুটে আসে অগভীর জলে। শোল ও গজার মাছও জলাশয়ের গভীর তলদেশে বাস করে। বাচ্চা প্রসবের সময় হলেই জলাশয়ের তলদেশ ছেড়ে ক্ষেত-খামার ও ডোবা-নালার অল্প পানিতে চলে আসে। ঘন কচি ধানক্ষেত, জলজ উদ্ভিদ কিংবা ঘন ফসলের জমির নিরিবিলি স্থানে আশ্রয় নেয়। পাখি যেভাবে খড়কুটো জড়ো করে বাসা বানায় ঠিক সেভাবে গজার দম্পতি মিলে বাসা বানায়। ডিম ছাড়ার কয়েক দিন আগেই বাসা বানানোর কাজ শেষ করে। গজারের বাসাকে বলা হয় আঁতাল। জোড়মানিকরা খানা-পনা ছেড়ে ঠায় বসে থাকে আঁতালের নিচে। জলজ খড়কুটোতে ডিম ছাড়ে। আঁতাল বানানো থেকে বাচ্চা বের হওয়া পর্যন্ত সময় লাগে কমবেশি ১৫ দিন। এ ১৫ দিন, বলতে গেলে, না খেয়েই পার করে দেয়। ডিম প্রসবের পর বাবা-মা দু'জনই পাহারা দেয়। অতন্দ্র পাহারাকালেও বাবা-মার আহার-নিদ্রা বন্ধ থাকে। না খেতে না খেতে মা-বাবা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে পড়ে। গায়ের জোর যায় কমে। তার পরও বাচ্চা ফেলে আহার খুঁজতে যায় না। মাছের এই দুঃসময়ে শিকারীরা বাচ্চাসহ বাবা-মাকে ধরে খেয়ে ফেলে। প্রতিটি প্রাণীর কাছে প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কী থাকতে পারে! মাছের কাছে সন্তানের নিরাপত্তা নিজের প্রাণের চেয়েও বড়। এর পরও কী করে ভাবতে পারলে, মাছের মন নেই? মাছের মন বুঝতে হলে মনের মতো মন থাকা লাগে। আসলে আমাদেরই মনের মতো মন নেই। মনের মতো মন নেই বলেই উদরপিশাচের মতো আন্ডা-বাচ্চাসহ মা-মাছকে উদরস্থ করে ফেলি।

মায়ের মুখে মাছের মায়ের পুত্রশোকের কথা শুনে মোটা মোটা ডিমের দিকে চোখ যায়। আমার ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠে। নিস্তেজ মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার চোখ পানিতে ছলছল করতে থাকে। মায়ের কাছে জানতে চাই, মাছ মানুষের শিকার আবার কখন মানুষ মাছের শিকার হয়?

-শিকার শিকারীকে ছাড়িয়ে গেলেই হয়। যেমন হয়েছিল কাসেমালির বাপ। আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগের ঘটনা। তখন নদীতে প্রকাণ্ড রাক্ষুসে মাছ ছাড়াও বাস করত কুমির ও শুশুক। রাক্ষুসে মাছের মধ্যে রাঘববোয়াল অন্যতম। এমনই ঝড়বৃষ্টির দিনে বিলের ধারে ঝড়বৃষ্টির পর পানির সোঁতার গোড়ায় শানানো জুইত্যা হাতে পজিশন নিয়ে বসা ছিল। এমন সময় সোঁতার গোড়ায় কোষা নায়ের নালের মতো কালি বোয়ালের কালো পিঠ ভেসে ওঠে। পিঠ ভেসে উঠতে না উঠতেই খিঁচিয়ে মারে ঘাই। দুষ্টু রাঘববোয়ালের গায়ে জুইত্যার ফলা লাগতেই মাছটি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রচণ্ড আক্রোশে জুইত্যার ফলাসহ দৌড় দেয় গভীর পানির দিকে। জুইত্যার ডোরের এক মাথা বাঁধা ছিল শিকারীর কোমরে। টাল সামলাতে না পেরে শিকারী ঢলে পড়ে পানিতে। যতক্ষণ বিলের ভেতরে ছিল ততক্ষণ শিকারীকে টেনে নেয়ার দৃশ্য সবাই দেখতে পেয়েছে। বিল ছেড়ে নদীতে নেমে যাওয়ার পর আর দেখা যায়নি। তিন দিন পর লাশ ভেসে ওঠে। লাশ ভেসে উঠে পাঁচ মাইল দূরে রায়পুর এলাকায়। জুইত্যাসহ ভেসে উঠেছিল রাঘববোয়ালও। জুইত্যাসহ মাছ আর রশিসহ লাশ ভেসে উঠার পর খবর পায় গাঁয়ের লোক। রাক্ষুসে সব মাছ বাস করে রায়পুর এলাকায় এ গভীর জলে। আজ পর্যন্ত জেলেদের কোনো জাল গভীর জলের তলা ছুঁতে পারেনি। সাহস করে যারাই তলায় জাল ছেড়েছে তাদের একজনের জালও ফেরত আনতে পারেনি।

- ফেরত আনতে না পারার কারণ?

- সবাই বলে এখানে কি না বাস (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

মাছের গল্প

(১২ পাতার পর)

করে 'জলদেব' খোয়াজ খিজির আ: । আবার কারো কারো মতে, এখানেই রায়পুরের জমিদার বাড়ি । সেই পুরনো জমিদার বাড়িতে জমিদারি শুরু করেছে 'জলদেব' । জাল ঠেকলে ডুব দিয়ে জাল সারিয়ে আনবে, এত বড় বুকের পাটা দুনিয়ায় নেই । ডুব দেয়া তো দূরের কথা, নিচের কালো কুচকুচে পানির দিকে তাকালে আত্মা দেহ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায় । এ এলাকায় রাক্ষুসে মাছের প্রথম অভয়াশ্রম ছিল এটি । টিটির চর গ্রামের ফেলু শিকারীর তিনমণি কোরালটাও এখানেই বাস করত ।

- 'তিনমণি কোরাল' আবার কী?

বিলের মাঝামাঝি পশ্চিম দিকের মাঠে রয়েছে একটি গভীর কুঁড় । কুঁড়ে বাস করত কোরালটা । সঙ্কীর্ণ খালের দ্বারা বিল ও পাগলা নদীর সাথে কুঁড়ের সংযোগ । মেঘনার শাখা নদীর নাম পাগলা নদী । নদী ও বিলের সাথে সংযোগ-সঙ্কীর্ণ দু'টি খালই শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায় । বর্ষায় মাথা ঠিক থাকে না । একটু বান-বাতাস ছুটতে না ছুটতেই উত্তাল তরঙ্গ শুরু হয়ে যায় । সামাল দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে মালামাল খোয়া গেছে বহু মাঝি-মাল্লার । তাই, নদীর নাম পাগলা । পাঁচ একর জায়গাজুড়ে গোলাকার কুঁড়ের গভীরতার কথা কেউই বলতে পারে না । কুঁড়ের পানি ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কুচকুচে কালো পানির দিকে তাকালে কলিজার পানি শুকিয়ে যায় । অনেক রটনা ও ঘটনা প্রচলিত আছে এই কুঁড়কে কেন্দ্র করে । শীতকালে কুঁড়ের পানি কমে গেলে বৃত্তাকার কুঁড়ের কূল পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে যায় । কুঁড়ের খাড়া ঢালে মাছরাঙা ও গাংচিলের বাচ্চা উৎপাদনের একমাত্র অভয়াশ্রম । কুঁড়ে অসংখ্য রটনা ঘটনার মধ্যে রাক্ষুসে বোয়ালের কথাই বেশি । বড় নায়ের দাঁড়ের পাতার মতো চওড়া লেজ পানির উপরে উঠিয়ে রাখতে অনেকেই দেখেছে । বর্ষায় নদীর পানি যখন তীব্রবেগে খাল দিয়ে কুঁড়ে পড়ে তখন শুরু হয় ঘূর্ণিপাক । ঘূর্ণিপাক ছোট নৌকা পর্যন্ত পাতালে নিয়ে যায় । শক্ত নৌকা আর দক্ষ মাঝি ছাড়া কুঁড়ের উপর দিয়ে সহজে কেউ যায় না । সে কুঁড় ছিল রাক্ষুসে মাছের দ্বিতীয় আস্তানা । কুঁড়ের সাথে যে সঙ্কীর্ণ খাল সে খালেই ধরা পড়েছিল দানব কোরালটা । এলাকার নামকরা ডালাশিকারী ছিল ফেলু মিয়া ।

- ডালাশিকার আবার কী?

- অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়ে জুঁইত্যা ও টেঁটা দিয়ে যে শিকারীরা মাছ শিকার করে সে শিকারীদের বলে ডালাশিকারী । দানব মাছেরা নিরাপদ আস্তানায় বাস করলেও ডিম দেয়ার সময় হলেই খুঁজে ফিরে নিরাপদ স্থান । বর্ষাকালে কুঁড় ও বিলের সংযোগ খালে গজার মাছের মতো আঁতাল করেছিল দানব মাছটি । জনবিরল এ খাল ছাড়া মাছটি ডিম দেয়ার জন্য আর কোনো নিরাপদ স্থান ছিল না । গভীর রাতে ডালাশিকারকালে ফেলু শিকারী এ খাল দিয়ে আসা-যাওয়া করত । খালের মাঝামাঝি গেলেই মনে হতো খালের পানি হঠাৎ উঁচু হয়ে দৌড়াচ্ছে । যেখান থেকে পানির উচ্চতা শুরু সেখানকার পানিও ঘোলাটে । কুঁড়ের দিক থেকে রওনা করলে পানি ঘোলা করে ঢেউ চলে যায় বিলের দিকে আর বিলের দিক থেকে আসার পথে ঢেউ চলে যায় কুঁড়ের দিকে । রহস্য উদ্ধারসহ এক রাতেও ঢেউটার কাছে পৌঁছাতে পারে না । দিন যত বাড়তে থাকে রহস্য ততই বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে মনের জ্বালা-যন্ত্রণাও । বাতির জ্যোতির সাথে ঢেউটার একটা সম্পর্ক রয়েছে । ঢেউ থেকে যে আকৃতি অনুমান করা যায় এত বড় মাছ হতে পারে না কিছুতেই । যে সময়ের ঘটনা সে সময় নদীতে কুমির ছিল । তা ছাড়া কুমিরের দ্বারা এ ধরনের আচরণ সম্ভব নয় কিছুতেই । রাতভর মাছ ধরে আর দিনভর ভাবে কীভাবে রহস্য ভেদ করা যায় । চন করে মাথায় বুদ্ধি খেলে । বাতিটা আগে না জ্বেলে যেখান থেকে ঢেউটা শুরু চুপিচুপি সেখানে গিয়ে বাতিটা জ্বাললে কেমন হয়! সারা দিন ভাবে আর জুঁইত্যার ফলাগুলো শানায় । রাতে নৌকায় নেয় অতিরিক্ত একজন মানুষ । ফেলু মিয়া নৌকার সামনে জুঁইত্যা হাতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয় । তার পেছনেই নতুন ব্যাটারিযুক্ত টর্চ নিয়ে নিশ্চুপ বসে রয় নতুন মানুষটি । সংগোপনে কাছাকাছি গিয়ে সঙ্কেত দিতেই টর্চ জ্বলে ওঠে । শক্তিশালী টর্চের আলো পানিতে পড়তেই কেঁপে উঠে ফেলু মিয়া । আলো পড়তেই গাবগাছের গোড়ার মতো কিছু নড়ে উঠল । নড়ে উঠার পলকের মধ্যে বিজলির মতো চমক দিয়ে বিলের দিকে দৌড় । তিন যুগের পাকা শিকারী ফেলু মিয়া । চলন্ত মাছের গতিবেগের চেয়ে তার জুঁইত্তার গতিবেগ অনেক বেশি । তিলেকমাত্র বিলম্ব না করে গায়ের শক্তি নিঃশেষে ছুড়ে দেয় হাতের জুঁইত্যা । অব্যর্থ শিকারীর নিশানা থেকে ফসকে যায় সাধ্য কার । পলকের মধ্যে টান পড়ে জুঁইত্যার রশিতে । রশির প্রান্ত বাঁধা ছিল নৌকার সাথে । কুণ্ডলি থেকে ফড়ফড় করে নেমে গেল শতগজ রশি । রশি শেষ হতেই বিলের দিকে ছুটতে থাকে নৌকা । দুই মাইল দূরে রামপুর বাজার বরাবর গিয়ে থামে । স্বস্তিতে তামাক টানে ফেলু মিয়া । তামাক টানে আর আলাপ করে জুঁইত্যাসহ যে প্রাণীটা নৌকা টেনে দুই মাইল নিয়ে আসতে পারে কী হতে পারে এটি? সমুদ্র ছাড়া এত বড় প্রাণী নদীতে বাস করে বলে তাদের জানা নেই । ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষার পর খুব আস্তে করে রশিতে টান দেয় । রশিতে টান পড়তেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আবার ছুট । থামে রায়পুরের আস্তানায় । ততক্ষণে ফজরের আজান শুরু হয়ে যায় । পূর্বাকাশে সূর্য ভেসে ওঠার আগেই মেঘনার গভীর তলদেশ থেকে জুঁইত্যাসহ দানবাকৃতির মাছটি ভেসে উঠে । মাছটির ওজন ছিল তিন মণ । মাছটির পেটে যে ডিম পাওয়া গেছে সে ডিমের ওজন ছিল তিন সের । আমাদের গাঁয়ের দক্ষিণে ছিল প্রকাণ্ড এক বিল । প্রায় ১০০ একর পরিমাণ বিলের তিন দিকে জমি ও গ্রাম, আর একদিকে সরু হয়ে মেঘনা নদীর দিকে সংযুক্ত ছিল । সরুমুখ দিয়ে বর্ষার শুরুতেই বিল ভরে উঠত মাছে । আষাঢ় মাসে আমন ধানের ক্ষেতে নতুন পানি উঠতে শুরু করে । এই পানির সাথে বিল থেকে উঠে আসে রুই, কাতলা, বোয়ালসহ নানা প্রকারের মাছ । এই প্রকারের মাছ ধরাকে নিরাকের মাছ ধরা বলে । এ এলাকায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নিরাকের মাছ ধরার শিকারী ছিল । আমাদের গ্রামের একজন বিশিষ্ট শিকারীর নাম আক্কাস আলী । এক দিন জুঁইত্যা দিয়ে ৪০ সের ওজনের কাতলা মাছ শিকার করে এলাকায় হইচই ফেলে দিয়েছিল । বিলের পাড় থেকে তিনজনে মাথায় করে বাড়ি এনেছিল কাতলা মাছটি । সেই কাতলা মাছে পেটের একটি বাঁকা কাঁটা বহুদিন যত্ন করে রেখেছিলাম ।

শিশুদের কাছে তিন মাছের কাহিনী বলতেই তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেল । পানিতে বড়শি যেমন ফেলেছিলাম তেমন অবস্থায়ই রয়েছে । বড়শির টোপে ঠোকর দেয়ার মতো মাছও আশেপাশে ছিল না । থাকবে কী করে? নদী থেকে মাছ ধরার হাজার ফন্দির পর সর্বশেষ ফন্দি চায়না জাল যা পানির তলে মাটিতে বিচরণকৃত মাছের বংশ নির্বংশ করে দেয় । তাই চারটি ছিপ ফেলে ঘণ্টা তিনেক চেষ্টার পরও কোনো মাছ পেলাম না ।

ছয় দশক আগে মাছ ও ফসলের দিক দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপটি যে অবস্থানে ছিল এখনো সে অবস্থানে আছে নিঝুম দ্বীপ । নিঝুম দ্বীপে প্রবেশ করেছে বিদ্যুৎ । হু হু করে প্রবেশ করবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেট । স্মার্টফোন, ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়া এনে দেবে বেগ, কেড়ে নিয়ে যাবে আবেগ । মনুষ্য জাতির সীমিত আয়ু, অসীম চাহিদা । একটি ছেড়ে আরেকটি নিতে গিয়ে প্রাপ্তির চেয়ে হারানোর পাল্লা ভারী হয়ে পড়ে ।

লেখক : আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ । ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে ।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি ।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন ।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

‘অ-জনগণকরণের’ রাজনৈতিক অর্থনীতি

॥ মুঈদ রহমান ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণাগ্রন্থ ‘অ-জনগণকরণের’ রাজনৈতিক অর্থনীতি : বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার।

বাংলাদেশের ৫ দশকের সময়কালে শাসকশ্রেণি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি কী ধরনের দায় অনুভব করেছে, তার গবেষণার ফল হিসাবে প্রণীত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ঢাকার মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনী।

অ-জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও বিচারব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি কখন কেমন আচরণ করে এবং কেন তা করে-এ প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে বইটির মূল উপজীব্য। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে ২৪২ পৃষ্ঠার বইটিকে মোট ১৫টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত নাগরিকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামো জানার আগ্রহ যাদের আছে, তাদের জন্য বইটি যে অনেকখানি সহায়ক হবে তা দায়িত্ব নিয়েই বলা যায়। প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাষ্ট্র কায়েমের কোনো উপায় যদি কোনো নীতিনির্ধারক আন্তরিকভাবে খোঁজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে সহায়তা দিতে পারে এ বইটি। গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত প্রচুর ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত যে কোনো সামাজিক গবেষণার কাজে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের কাছে তো বটেই, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গবেষণায় এখনো ‘অ-জনগণ’ ধারণাটি খুব একটা সুবিশ্লেষিত ও স্বীকৃত ধারণা নয় এবং সাহিত্যেও এর কোনো উপস্থিতি নেই। ধারণা হিসাবে এখনো এটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্পষ্ট নয়। একথা স্বীকার করেই লেখক বলেছেন, অ-জনগণ ধারণাটি সুসংহত করার ক্ষেত্রে অন্তত তিনজনের চিন্তাকর্ম যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে: ১. মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ-ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা বিশ্লেষণভিত্তিক কার্ল মার্কসের ‘বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব’ (থিয়োরি অব অ্যালিয়েনেশন), ২. কর্তৃত্ববাদী-স্বৈরাচারী নিপীড়ক রাষ্ট্রের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের ‘ব্যক্তিসত্তা নন-করণ’ (আনপারসন)-এর ধারণা এবং ৩. আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের যুগে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ নোয়াম চমস্কির অ-জনগণ (আন-পিপল) ধারণা।

তাহলে একজন পাঠকের মনে অ-জনগণ বলতে ঠিক কাদের বোঝায়, তা সরাসরি জানার কৌতূহল জাগতে পারে। অধ্যাপক বারকাত বলছেন, অ-জনগণ হলো সংবিধান অমান্য-উদ্ভূত মানুষ; পারিবারিক কৃষিকাজে নিয়োজিত কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষ; গ্রামীণ নারী (এর অর্থ এই নয় যে শহর/নগরের নারী অ-জনগণ নয়); আদিবাসী; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষ; প্রত্যক্ষ ‘দাস’ ও দাসতুল্য মানুষ। অথচ ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি-দলিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।’ সেই ‘জনগণ’ বলতে তো রাষ্ট্রের সব নাগরিককেই বোঝায় এবং তাদের দ্বারাই সরকার নির্বাচিত হয়! নির্বাচনের সেই একদিনের ‘জনগণ’ হলো অধ্যাপক আবুল বারকাতের ভাষায়, ‘ওয়ানটাইম ডিসপোজেবল পাবলিক’; অর্থাৎ একবার ব্যবহার করে ছুড়ে দেওয়া যায় এমন পাবলিক। তাহলে এসব অ-জনগণ আসলে কী? আসলে এরা হলেন ‘সাবজেক্ট’-দাস যুগের দাস, সামন্ত যুগের কৃষক-প্রজা, উপনিবেশে সাবজেক্ট-ভৃত্য (সাবজেক্ট-সারভেন্ট), আর এখনকার ‘নয়া-উদারবাদী স্বর্ণযুগে’-মহাদাস, যাদের একমাত্র স্বাধীনতা হলো তাদের শ্রমশক্তি মজুরির বিনিময়ে মালিকের কাছে একপক্ষীয় চুক্তিতে বিক্রি করা। আর ওই চুক্তি অসম। কারণ চুক্তিদাতা নিজেই চুক্তি লিখবে আর গ্রহীতা তা মানতে বাধ্য হবে। একই সঙ্গে চুক্তি-উদ্ভূত বিক্রয়লব্ধ অ-জনগণের শ্রমফল দিয়ে মালিক কী করবে, তা বিচারের কোনো ধরনের স্বাধীনতা অ-জনগণের থাকবে না। এটাই চুক্তির মর্মকথা।

পাঠকমনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে-মানুষ কি তাহলে উদ্ভবসূত্রেই অ-জনগণ ছিল? অধ্যাপক বারকাত এ প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, উদ্ভবসূত্রে মানুষ অ-জনগণ ছিল না। বিভিন্ন শর্তে মানুষ অ-জনগণে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অ-জনগণীকরণ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ১৫-২০ হাজার বছর আগে মানুষ যখন জীবন-জীবিকার লক্ষ্যে প্রধানত নির্ভর করত শিকারবৃত্তিক ও সংগ্রহভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর, তখন তাদের অ-জনগণ হওয়ার কোনো শর্তই কার্যকর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ যখন থেকে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে, তখন থেকেই উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয় এবং একসময় তা কিছু ব্যক্তি মজুত করা শুরু করে। এভাবেই শুরু হয় উপর-নিচ অধীনস্থ ক্রমভিত্তিক সমাজ। এ সমাজের নিচতলার বাসিন্দারাই হলেন ‘প্রজা’-অ-জনগণ। এ সমাজের গুটিকয়েক মানুষ, যারা উপরতলার বাসিন্দা (অর্থাৎ রাজা), তাদের কাজ হলো নিচতলার মানুষদের জন্য এমন সব শর্ত সৃষ্টি করা, যে শর্তে নিচতলার মানুষদের ওরা যখন-যা-যেভাবে করতে বলবে-তারা (নিচতলার বাসিন্দারা) তখন তা প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবে। এ হলো শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ‘বৈধ’ বিধান (!)। এসব ‘বৈধ বিধানে’র অবাধ্য হওয়া ‘অবৈধ’, যা নিচতলার মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য; কারণ তারা অ-জনগণ।

আমরা তো স্বাধীনতা অর্জন করেছি অর্ধ শতকেরও বেশি সময় আগে। তাহলে আজকে এই স্বাধীন দেশে ‘অ-জনগণ’ কথাটির ব্যবহার কতটা প্রাসঙ্গিক-এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলতে পারেন। এর সুস্পষ্ট জবাব অধ্যাপক বারকাত দিয়েছেন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সংবিধানে বর্ণিত ও উল্লিখিত বিধানের সহায়তা নিয়েছেন। ১৯৭১ সালে যে ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল ‘বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।’ আর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানমতে, ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে’; ‘মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে’; ‘রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা’; ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা’; ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।’ সংবিধানে লিখিত এসব বিধান যদি বাস্তবরূপ নিত, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

আবুল বারকাত মনে করেন, আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা আর সংবিধানের বিধানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজ করছে। যে কারণে মানুষ শোষণমুক্ত হননি, ন্যায়ানুগ সমাজ পাননি। এ বঞ্চিত মানুষ বা গোষ্ঠী সাংবিধানিকভাবে ‘জনগণ’ (যারা ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক’) এবং ‘নাগরিক’ হলেও আসলে তারা বিভিন্ন মাত্রায় অ-জনগণ (জনগণ নন) এবং প্রজাসম (নাগরিক নন)।

বিভিন্ন মাত্রায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের অ-জনগণ থাকলেও অধ্যাপক বারকাতের গবেষণার কেন্দ্রে ছিল মূলত চার ধরনের অ-জনগণ। প্রথমেই অ-জনগণের কাতারে এসেছেন পারিবারিক কৃষিতে নিয়োজিত মানুষজন; দ্বিতীয় ভাগে আছেন গ্রামীণ নারী; তৃতীয় অংশে আছেন আদিবাসী মানুষ এবং চতুর্থ বর্গে আছেন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষ। বিগত পাঁচ দশকে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার প্রণীত বাজেটগুলোয় কতটুকু সুযোগ রাখা হয়েছে, তার একটি সুনিপুণ বিশ্লেষণ আছে এ গবেষণাকর্মে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত নাগরিকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামো জানার আগ্রহ যাদের আছে, তাদের জন্য বইটি যে অনেকখানি সহায়ক হবে তা দায়িত্ব নিয়েই বলা যায়। প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাষ্ট্র কায়েমের কোনো উপায় যদি কোনো নীতিনির্ধারক আন্তরিকভাবে খোঁজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে সহায়তা দিতে পারে এ বইটি। গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত প্রচুর ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত যে কোনো সামাজিক গবেষণার কাজে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

আবুল বারকাতের গবেষণা বলছে, ১৯৭২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৫০ বছরের বাজেটে বাংলাদেশে মোট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৫৩৫। এর মধ্যে ১৪ হাজার ২১১টিকে ‘পারিবারিক কৃষি’ উদ্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ ৫০ বছরের মোট প্রকল্প/কর্মসূচির (টাকার অঙ্কে আকার-আয়তন যাই হোক না কেন) মধ্যে ‘পারিবারিক কৃষি’ উদ্দিষ্ট ভাগ ছিল মাত্র ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ১১ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং পরোক্ষ ২ দশমিক ১৯ শতাংশ। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখনো দেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ ‘পারিবারিক কৃষি’ উদ্দিষ্ট। প্রকল্পগুলোয় বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব বিবেচনায় নেওয়া হলে আরও বিস্ময় জাগে। বিগত ৫০ বছরে জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল (২০২১-২২ অর্থবছরের টাকার মূল্যমানে) ৬০ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা।

গবেষণা বলছে, এর মধ্যে ‘পারিবারিক কৃষি’র জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫ লাখ ৭১ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা। তার মানে দাঁড়াল, বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের মাত্র ১০ দশমিক ৭৭ শতাংশ পেয়েছে ‘পারিবারিক কৃষি’, যা যে কোনো মানদণ্ডেই অতিনগণ্য।

দ্বিতীয় অ-জনগণ অংশটি ‘গ্রামীণ নারী’। সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে উন্নয়ন সাহিত্যে নারী এখন সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয়। আর এর চেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘প্রান্তিক নারী’, বিশেষত গ্রামীণ নারী। গ্রামীণ নারী এখন উন্নয়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষবস্তু (অবজেক্ট অর্থে)। ৫০ বছরের জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর প্রতি কতটুকু দৃষ্টি রাখা হয়েছে, তা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। ৫০ বছরে নেওয়া প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে ‘গ্রামীণ নারী’ উদ্দিষ্ট ছিল মাত্র ১৪ হাজার ২২২টি। এ সংখ্যা মোট গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির মাত্র ১৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকল্প/কর্মসূচি ছিল ৯৩ দশমিক ৩ শতাংশ, আর পরোক্ষ ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থের আকার যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলতে হবে, বিগত ৫০ বছরে আমাদের মোট বাজেটের মধ্যে ‘গ্রামীণ নারী’র জন্য বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ৭ লাখ ৪১ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ১২ দশমিক ২৮ শতাংশ। অথচ দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ নারী, যারা নিরন্তর দুর্দশাগ্রস্ত ও বঞ্চিত।

গবেষণায় অ-জনগণের তৃতীয় অংশটি হলো ‘আদিবাসী মানুষ’। দেশের আদিবাসী মানুষের সংখ্যা নিয়ে সরকারি হিসাব ও গবেষকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সরকারি হিসাবমতে, আমাদের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ আদিবাসী। তবে বেসরকারি সূত্র বলছে, এ হার ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ। আদিবাসীদের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো বিচেনায় নিলে কিছুটা স্বস্তি আসবে হয়তো। কারণ মোট প্রকল্পের ৫ দশমিক ৩৭ শতাংশকে গবেষকরা ‘আদিবাসী’ উদ্দিষ্ট মনে করেন। কিন্তু অর্থের আকার মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। মোট বাজেটের মাত্র ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ বরাদ্দ ছিল আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য। মোট জনসংখ্যার ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ আদিবাসী হলেও অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনো বাজেটে আদিবাসীদের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

সর্বশেষ অংশটি হলো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষ। ৫০ বছরে সরকারের গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে মাত্র ৫২২টি, অর্থাৎ মোট প্রকল্পের মাত্র শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ ছিল কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষের জন্য।

সর্বশেষ আলোচনা ও প্রস্তাবনায় এসেছে, এই ‘অ-জনগণ’কে ‘জনগণে’ রূপান্তরিত করতে হলে জাতীয় বাজেটের কাঠামোটি কেমন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে অধ্যাপক বারকাত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছেন। বর্তমানে আমাদের গড়ে মাথাপিছু জাতীয় বাজেট হলো ৩৫ হাজার ৫১১ টাকা। সেখানে পারিবারিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৬ হাজার ৩০ টাকা। বৈষম্য দূরীকরণে পরিমাণটা হতে হবে কমপক্ষে ৪৫ হাজার ২৪০ টাকা। গ্রামীণ নারীদের জন্য মাথাপিছু গড় বরাদ্দ ১০ হাজার ৭২৮ টাকা।

আবুল বারকাতের প্রস্তাব হলো, তা বাড়িয়ে ৪৩ হাজার ৬৮৯ টাকা করা হোক। আদিবাসীদের জন্য মাথাপিছু গড় বরাদ্দ ২৩ হাজার ৪৪১ টাকা। তিনি মনে করেন, এ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৯ হাজার ৪৯৪ টাকা হওয়া উচিত। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দিষ্ট মানুষের জন্য আমাদের বাজেটে তেমন কোনো বরাদ্দ রাখা হয় না। তিনি মনে করেন, এ বর্গের মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন ৪৭ হাজার ১৯১ টাকা।

কারও কারও মনে হতে পারে, এ প্রস্তাবগুলো উচ্চাভিলাষী এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত নয়। একথা মেনে নিলে বলতে হবে, তাহলে নীতিনির্ধারকরা ‘অ-জনগণ’কে ‘জনগণে’ রূপান্তরিত করার কোনো সুযোগ পাবেন না। প্রকৃত সত্য হলো, আমরা যাদের সমাজচিন্তক মনে করি, তারা সমাজের অসংগতি-অসংলগ্নতা-বৈষম্যতাকে হয় উপেক্ষা করে, না হয় এড়িয়ে চলে, অন্যথায় বিনা বাক্যে মেনে নেয়। যারা এ সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে কার্যকর কিছু চিন্তা করতে আগ্রহী, তাদের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে কাজে আসবে এ ‘অ-জনগণকরণের’ রাজনৈতিক অর্থনীতি।

মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আসন্ন বাজেট হোক বিনিয়োগবান্ধব

সৈয়দ আলমাস কবীর

আর সপ্তাহ দুয়েক পরেই উত্থাপিত হতে যাচ্ছে নতুন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট। আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন হিসাব নিয়ে উত্থাপিত বাজেটের সম্ভাব্য আকার ধরা হয়েছে প্রায় পৌনে ৮ লাখ কোটি টাকা। নির্বাচন-পূর্ববর্তী বছরে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাজেট উত্থাপিত হতে যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির বেহাল দশা আর বিশ্ব অর্থনীতির টানাপোড়েনে আগামী অর্থবছরের বাজেট নিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বেশ আগ্রহী।

করোনা মহামারি দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা-পরবর্তী সময়ে জাতীয় বাজেট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেবে বলে আমরা আশাবাদী। পাশাপাশি সব সুবিধা সমভাবে সব নাগরিকের মধ্যে সুষমভাবে বিতরণ করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করবে। ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই), কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে; যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি তৈরি করতে পারে। চাকরি সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্যও তা গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে দেশের ডিজিটাল রূপান্তর এবং ই-গভর্ন্যান্স সার্ভিসগুলোকে সাপোর্ট করা পরবর্তী জাতীয় বাজেটের জন্য অপরিহার্য, যা পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি উন্নত এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রচার এবং দেশীয় আইসিটি সেক্টরের উন্নয়নে সহায়তা করা। জাতীয় বাজেটে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতের মতো বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদার জন্য কর্মীবাহিনী প্রস্তুত করতে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত এবং জলবায়ু সহনশীলতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব উন্নয়নের জন্য আরও বরাদ্দ দেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং অরক্ষিত সম্প্রদায় ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শিল্প পরিচালনার ব্যয় কমানোর জন্য এ খাতসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম আয়করের (এআইটি) হার কমিয়ে ৩ শতাংশ করা উচিত। বর্তমানে অগ্রিম আয়করের হার ৫ শতাংশযা ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত ৩ শতাংশ ছিল। জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ টাকা এবং নারী ও সিনিয়র নাগরিকদের জন্য ৩ লাখ ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা প্রয়োজন। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর জন্য সব উপজেলা পর্যায়ে আয়কর দপ্তর স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে শুধু ভ্যাট নিবন্ধন ও ভ্যাট রিটার্নের ক্ষেত্রে অনলাইনে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নোটিশ প্রদান, অনলাইনে ডকুমেন্টেশন আদান-প্রদান, অডিট, রিফান্ডসহ সব কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক হওয়ার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ভ্যাট নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, রিফান্ড, অডিটসহ সব কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে অটোমেশন প্রয়োজন। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে করদাতাদের ব্যবসা পরিচালনা করা অনেক সহজ হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে মূসক কর্তৃপক্ষেরও করদাতাদের তদারক করা অনেক সহজ হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনভিত্তিক উৎসে করের কার্যক্রম, আয়কর রিটার্ন দাখিল, অডিট নির্বাচন, কর নির্ধারণ, আপিল ও রিফান্ড প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা দরকার। নিম্ন আয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবহার্য পণ্য, সাধারণ পণ্য পরিবহন, নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পের কাঁচামাল/উপকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রি-সাইক্লিং, টেন্ডারবহির্ভূত সরাসরি পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানি সীমাবদ্ধ করার জন্য তালিকাভুক্ত পণ্য বা সেবার ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা উচিত।

গত ২৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে জাপান সফর করি। সেখানে বাংলাদেশ ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত হওয়ার পাশাপাশি জাপান বাজেট সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশকে ৩০ বিলিয়ন ইয়েন উন্নয়ন সহায়তা দেবে জাপান। আমাদের দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের প্রসারে যা একটি দৃষ্টান্ত।

সুদের টাকা পরিশোধ, জনকল্যাণে বড় আকারের ভর্তুকি দেওয়া, মূল্যস্ফীতি সামাল দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মেনে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি–পরবর্তী বাজেটের জন্য চারটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া প্রতি বছর রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এতে বছর শেষে ঘাটতি দেখা যায়। অথচ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও আদায়ের মাধ্যমে অনেকখানি ঘাটতি সামাল দেওয়া সক্ষম। তবে জি-ডিপির ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে থাকলে এটি মেজর কোনো সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয় না।

বাংলাদেশে ব্যবসা সহজীকরণে সরকারকে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি হ্রাস করা, নীতিমালাকে ব্যবসাবান্ধব করা এবং ব্যবসার নিবন্ধন ও লাইসেন্সের জন্য একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে এবং স্থানীয় ব্যবসার প্রবৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করে। এ ছাড়া ব্যবসায়িক নিবন্ধন ও লাইসেন্সের জন্য সুবিন্যস্ত পদ্ধতি এবং অর্থায়ন ও ঋণের অ্যাকসেস বাড়ানো উচিত। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বাজেট যে ব্যাপক এবং কার্যকর, তা নিশ্চিত করতে এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারকদের এগিয়ে আসতে হবে।

সৈয়দ আলমাস কবীর: সভাপতি, বাংলাদেশমালয়েশিয়া চেম্বার (বিএমসিসিআই); সিইও, মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সামান্য দুর্নীতি, কম অর্থপাচার এবং দক্ষ প্রশাসন উন্নয়নের রহস্য

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

'সামান্য দুর্নীতি, কম অর্থপাচার এবং দক্ষ প্রশাসনই দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের রহস্য' বলেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর চ্যাং অং আরহি। তিনি চলতি মাসের ৩ মে দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চনে অনুষ্ঠিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ৫৬তম বার্ষিক সম্মেলনে কোরিয়ার উন্নয়নের রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথা বলেন। তার স্লোগানের ব্যাখ্যা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে কোরিয়ার উন্নয়নের তুলনা করার আগে আসুন, আমরা দেখি আক্ষরিক অর্থে এবং প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন ও উন্নত দেশ বলতে কী বুঝি।

আক্ষরিক অর্থে, উন্নয়ন হলো কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা উত্তরণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশ তথা জাতিকে আধুনিকায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি- এসব নিশ্চিত করাই উন্নয়ন; তবে, এই উন্নয়নের গূঢ় অর্থ হলো ইতিবাচক উন্নত পরিবর্তনের স্থায়িত্ব।

সনাতন প্রথায় উন্নত ও অনুন্নত অবস্থা প্রকাশ করার জন্য উপার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী প্রকৃত উন্নয়ন হলো দেশ বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে উপার্জন, ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারের পরিমাণ, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও তার কত অংশ জনগণ ভোগ করছে, জীবনমান কেমন ইত্যাদি। এ ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম, সুযোগ, বিশুদ্ধ পরিবেশ, নিরাপদ বায়ু ও পানি, অপরাধ-অরাজকতাহীনতা ইত্যাদি দিক থেকেও উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা যায়।

উন্নয়নের প্রাচীন সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দশকে উন্নয়ন বলতে বোঝা যেত, কোনো রাষ্ট্রের বেশির ভাগ নাগরিকের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য কর্মে নিয়োজিত করে উচ্চ পর্যায়ের উৎপাদনকে লক্ষ করে মানবসম্পদ উন্নয়ন ক্ষমতা। এই সময় আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলীয় দেশগুলোতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রয়োজন লক্ষ করা যায়। উন্নত দেশগুলোর থেকে পিছিয়ে পড়া উল্লিখিত অঞ্চলের দেশগুলোকে যথাক্রমে অনুন্নত, নিম্ন-উন্নয়নশীল ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশকেও তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।

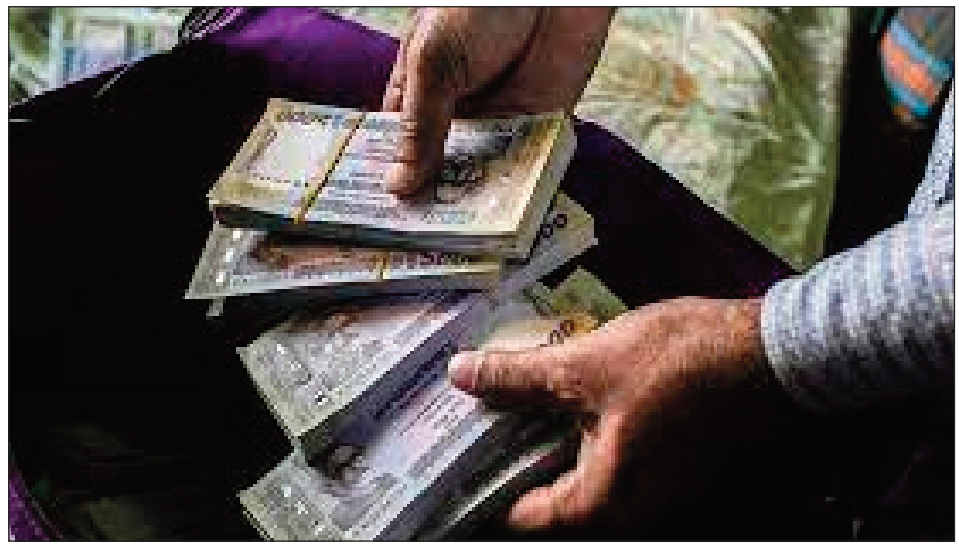
ষাটের দশকে বলা হতো জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে দেশের উন্নয়ন হয়। কিন্তু জাতীয় আয় উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ বহন করে না। কারণ জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু আয় দেখালেও জনসাধারণ তার সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সত্তরের দশকে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সামনে রেখে প্রবৃদ্ধির পুনর্বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়, এর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও জুড়ে দেয়া হয়।

উন্নয়ন ও উন্নত দেশের আধুনিক সংজ্ঞা

আন্তর্জাতিক লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) বলেছে, 'মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গৃহায়ণ ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করাই উন্নয়ন। 'প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'উন্নয়ন অর্থ হলো দেশের নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতি।' নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'উ-ন্নয়ন হলো মানুষের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়া।' তিনি বলেন, শুধু নিম্ন আয়ই নয়; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার পশ্চাৎমুখিতাই দারিদ্র্যের বড় বড় কারণ। তিনি আরো বলেন, উন্নয়নের গূঢ় অর্থ হলো ইতিবাচক উন্নত পরিবর্তনের স্থায়িত্ব। জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (টঘউচ) মতে, উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা মানুষকে তার পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুবিধা ও মান বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়। সর্বোপরি, উন্নয়ন হলো একটি অব্যাহত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো দেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে, সম্পদের সুষম বণ্টন সম্পন্ন হবে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়।

তবে উন্নত দেশ বলতে জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেন, 'উন্নত দেশ বলতে যেসব দেশ তার নাগরিকদের মুক্ত ও নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তাসহ উপযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যকর জীবন প্রদানে সক্ষম, তাকে বুঝাবে।' আধুনিক বিশ্বের সাধারণ মানুষ, স্বাধীনচেতা এবং গণতন্ত্রমনা, রাজনীতিবিদরা চায় রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করুক, শিল্পপতি ও কৃষিবিদরা চায় উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করুক; সর্বোপরি প্রত্যেকেই চায় নিরাপদ সমাজ, শান্তিময় সহাবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হলো উন্নত দেশ।

উন্নয়নশীল দেশ বলতে, যেসব দেশ প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকর টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে



এবং স্থবিরতা কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সেসব দেশকে বুঝায়। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে উপর্যুপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, একনায়কতন্ত্র, পারস্পরিক রেষারেষি, শোষণ ও নানাবিধ অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধান কিছু বাধা। এই দেশগুলোতে দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে মানুষ অনেকাংশে স্বস্তি লাভ করলেও উন্নত দেশের অনুদান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতা, আমলাতান্ত্রিকতা ইত্যাদি জটিল ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হলো উন্নয়নশীল।

অনুন্নত দেশ বলতে, যেসব দেশে উপযুক্ত শিক্ষা, কৌশলগত জ্ঞান ও উচ্চতর প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদন স্বল্প এবং জনগণের মান নিম্ন, সেসব দেশকে বুঝানো হয় এবং ফলে সেখানে মানবেতর জীবনযাপন করতে দেখা যায়। এসব দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- নিরক্ষরতা, অদক্ষতা, কৃষি ও শিল্পের অনগ্রসরতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অবকাঠামোগত ত্রুটি, স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি, ধর্মান্ধতা, জনসংখ্যা, দুর্নীতিপরায়ণতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। এ সবের কারণে এরা জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে রয়েছে এবং মানুষের জীবন স্থবির হয়ে পড়ছে। অনুন্নত দেশ যেমন- জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া, কঙ্গো ইত্যাদি।

উন্নয়নের রহস্য কী?

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে, তাহলে একটি দেশের উন্নয়নের রহস্য কী? আগেই বলেছি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ৫৬তম বার্ষিক সম্মেলনে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের রহস্য নিয়ে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাবে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর চ্যাং অং আরহি বললেন, 'একটি ভালো শাসনব্যবস্থা তৈরি করতে পারাটাই উন্নয়নের বড় রহস্য।' তিনি বলেন, কোরিয়ায় শুরু থেকেই দুর্নীতি অনেক কম রাখা সম্ভব হয়েছে। একটি ভালো ও কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। কখনোই ধনীদের এমন কোনো সুবিধা দেয়া হয়নি যাতে তারা অর্থপাচারে উৎসাহী হয়ে ওঠে; বরং কোরিয়া শুরু থেকেই অর্থপাচার রোধে সবসময় অত্যন্ত সতর্ক ছিল। ফলে দেশের অর্থ দেশেই বিনিয়োগ হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার ফল পেয়েছে দেশটি। উন্নয়নের আরেক বড় কারণ হচ্ছে অত্যন্ত দক্ষ একটি জনপ্রশাসন তৈরি করতে পারা। আর সর্বশেষ কারণ হচ্ছে, দেশটির মানুষ সব সময়ই অত্যন্ত পরিশ্রমী। সম্মেলনের অন্যতম আলোচক ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী মেনে নিলেন যে, উন্নয়নের জন্য সুশাসন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশাপাশি, একটি ভালো সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োজন, আর দরকার কম দুর্নীতি ও অর্থপাচার বন্ধ করা, যা অনেক দেশই করতে পারেনি। অর্থাৎ, উন্নয়নের জন্য সুশাসন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশাপাশি, একটি ভালো সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োজন আর দরকার কম দুর্নীতি ও অর্থপাচার বন্ধ করা।

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন চার 'আই'

উন্নয়নের জন্য অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে কী কী প্রয়োজন সে বিষয়ে এডিবি সম্মেলনে ভারতের অর্থমন্ত্রী তার ভাষায় বলেন, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন চার 'আই'। অর্থাৎ এমন চারটি বিষয়, যা লিখতে ইংরেজি আই অক্ষরের প্রয়োজন হয়। যেমন- ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইনভেস্টমেন্ট, ইনোভেশন ও ইনক্লুসিভিটি বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ তিনি বলেন, অবকাঠামো লাগবেই, আর বিনিয়োগ আনতে হবে বেসরকারি খাত থেকে। অর্থনীতির মূলধারায় তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আর সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

উন্নয়নের জন্য কাঠামোগত সংস্কারের কথা উল্লেখ করে কোরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং পদ্ধতি আর এশিয়ার পদ্ধতি ভিন্ন। তার মানে, এশিয়ায় অনেক বেশি শক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ও নজরদারি লাগবে। বিশেষ করে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতের প্রতি মনোযোগ বেশি বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বাড়াচ্ছে। সুতরাং উচ্চ সুদের জগতে টিকে থাকার পরিকল্পনা থাকতে হবে। ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সঙ্কট মেটাতে কোনো এক দেশ নয়; বরং বহুপক্ষীয় সহযোগিতা লাগবে। কেননা, এ সময় সম্পদ যেমন লাগবে, তেমনি প্রয়োজন বিশ্বাস ও আস্থার। তিনিও কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেন।

সম্মেলনে জার্মানির মন্ত্রী দাতাদের সহায়তার ওপর নির্ভর করে না থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এখন ছোট-বড় সব দেশই সমস্যায় আছে। এ অবস্থায় দরকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ। এডিবির প্রেসিডেন্ট শিল্পায়নের একটি পরিবেশগত মূল্যের কথা বলেন। তিনি বলেন, পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর ক্ষতি হবে না, এমন বিনিয়োগ ও বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের অবশ্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইনভেস্টমেন্ট, ইনোভেশন ও ইনক্লুসিভিটির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

আমরা জেনেছি, দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের রহস্য ছিল সামান্য দুর্নীতি, কম অর্থপাচার ও দক্ষ প্রশাসন। ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরেরও একই মত। ভারতের অর্থমন্ত্রী অবশ্য বলেন, উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো, বিনিয়োগ, অর্থনীতির মূল ধারায় তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন জাগে। উন্নয়নের যে সংজ্ঞা এবং বর্ণনা উপরে পড়েছি তাতে তো কয়েকটি ব্রিজ, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড রোড এবং টানেলকে উন্নয়নের সংজ্ঞায় ফেলা হয়নি; বরং উন্নয়নের জন্য বলা হয়েছে- সামান্য দুর্নীতি, কম অর্থপাচার ও দক্ষ প্রশাসন। তাহলে, বাংলাদেশে উন্নয়নের এত প্রচার, প্রোপাগান্ডা শুনছি কেন? বাংলাদেশে কি দুর্নীতি কম? নাকি বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ? এখন একটি সেক্টরও কি দুর্নীতিমুক্ত রয়েছে? অর্থপাচারেই বা আমাদের অবস্থান কোথায়? শুনেছি, গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হয়েছে ১১ লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। আর প্রশাসন তো পুরোপুরি দলের আজ্ঞাবহ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ কর্মকর্তা দিয়ে ভরে গেছে। শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা তো দিনে দিনে পেছনে যাচ্ছে। বিচারব্যবস্থা তো পুরোপুরি আজ্ঞাবহ। দেশের নীতিনির্ধারকদের কথা আর নাই বা বললাম। এ কথা সত্যি, দুর্নীতির মাধ্যমে নয়; বরং নিজেদের চেষ্টায় পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ কোরিয়া। সুতরাং বাংলাদেশের মতো কাগজে-কলমে উন্নয়নশীল একটি দেশের সাথে কোরিয়ার তুলনা হবে না, এ কথা সত্যি। তবে হবে না কেন, সেটিও প্রশ্ন? এই কোরিয়া ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে তিন বছরের অধিক সময়ব্যাপী সংঘটিত একটি আঞ্চলিক সামরিক যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ। কথিত আছে, ষাটের দশকেও এই দেশের জনগণ গাছের পাতা খেয়ে বেঁচেছে। কোরিয়ার মাত্র কয়েক বছর পরই স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও কোরিয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত কেন? দক্ষিণ কোরিয়ার আয়তন, জনসংখ্যা, এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। তাহলে পার্থক্য কোথায়? এক কথায়, পার্থক্য সে দেশের তুলনায় ভয়ানক দুর্নীতি, ভয়াবহ অর্থপাচার ও অদক্ষ এবং আজ্ঞাবহ প্রশাসন; সাথে অতিরিক্ত রাজনীতিসচেতন অলস জাতি। সুতরাং, আসুন শুধুই উন্নয়নের ফাঁকা বুলি না আওড়িয়ে প্রকৃত উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করি; কোরিয়াকে অনুসরণ করি।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

ব্রিকসের কি পুনরুত্থান ঘটছে?

আনা প্যালাসিও

একটা সময় ছিল যখন সবাই দ্রুত বর্ধনশীল উদীয়মান অর্থনীতির একটি জোটের বিশাল সম্ভাবনার কথা বলত।

কিন্তু ব্রিকস (ইজওঈঝ) অর্থাৎ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা একটি প্রতিশ্রুতিশীল সম্পদ শ্রেণি থেকে বাস্তব বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক ও আর্থিক অনুঘটক হিসাবে রূপান্তরের চেষ্টা করেছে। অবশেষে সেই পরিবর্তন কি ঘটতে যাচ্ছে?

ব্রিকসের কাহিনির শুরুটা ঘটে ২০০১ সালের নভেম্বরে গোল্ডম্যান শ্যাক্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের তৎকালীন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গবেষণার প্রধান জিম ও'নিলের এক গবেষণাপত্রের মাধ্যমে। এর নাম দেওয়া হয় 'দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস বেটার ইকোনমিক ব্রিক' (সেখানে অবশ্য তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল না)। এটি ছিল এমন একসময়, যখন বিশ্ব ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করছিল। ও'নিল ব্রিকসের বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন, যেখানে পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে এর মতো এত দ্রুততম সময়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।

সে সময়ে অবশ্য চীন ও ভারতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছিল, আর রাশিয়া পণ্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৯৯০-এর সোভিয়েত-পরবর্তী বিপর্যয় কাটিয়ে উঠছিল। ব্রিকসের প্রবৃদ্ধি তৎকালীন উন্নত অর্থনীতির তুলনায় এতটাই উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছিল যে ও'নিল ২০০৩ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাদের এ জিডিপি ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত ৬টি বৃহত্তম অর্থনীতির জোট জি৬-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ব্রিকস অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করবে, এমন আশা বিশ্ব করলেও এটি যে ঐক্যবদ্ধ একটি জোট গঠন করতে পারবে, এমনটা কমই আশা করা হয়েছিল। কারণ জোটের প্রতিটি সদস্য দেশই স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের অস্থিতিশীল মিশ্র শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে এক নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামো। আবার তাদের মধ্যে চীন ও ভারতের রয়েছে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ, যার কোনো মীমাংসারও লক্ষণ নেই। কিন্তু ব্রিকস তাদের অর্থনৈতিক জোটটিকে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিকল্প তৈরি করে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হিসাবে দেখেছে। এবং অল্প কদিনেই তারা বেশ উন্নতি করছে বলেও মনে হয়েছে। ২০১০ সালে আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্ত হওয়া জোটটিকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০১৪ সাল নাগাদ এ অর্থনৈতিক জোটটি বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসাবে 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে। এর পরের বছর ব্রিকস কন্টিনজেন্ট রিজার্ভ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, যাতে জোটের সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি ব্যালেন্স অব পেমেন্টের চাপে পড়তে না হয়।

অর্থনৈতিকভাবে ব্রিকস অন্তত সামগ্রিকভাবে উন্নতি অব্যাহত রেখেছে। যদিও ব্রিকস সদস্যগুলোর মধ্যে চীনই একমাত্র দেশ, যে কিনা টেকসইভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদানের (ক্রয়ক্ষমতা সমতার ওপর ভিত্তি করে) ক্ষেত্রেও জি৭ জোটকে ছাড়িয়ে গেছে। তার ওপর জোটের সদস্যদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও জোটের বড় ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুলনায় তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বলছে, ব্রিকস আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইদানীং সদস্যরা 'ডলারের বিকল্প' মুদ্রায় বাণিজ্যের কথা বলছেন। কেউ কেউ আবার নতুন একটি বিনিময়যোগ্য ব্রিকস মুদ্রার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরছেন। অবশ্য ডি-ডলারাইজেশনের এ দাবি নতুন নয়। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন, ব্রিকস মুদ্রাব্যবস্থা ডলারের স্থান দখল করতে পারে। না হলেও অন্তত ডলারের একক রাজত্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক শাসন এবং উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্রিকস কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে বলে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে আর্জেন্টিনা, তুরস্ক ও সৌদি আরবসহ ৩০টি দেশ ব্রিকসে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে-যে বিষয়ে আগামী আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় জোটের শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করা হবে।

যদিও জোটটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি এখনো অনুন্নতই থেকে গেছে, সেহেতু জোট গঠনের পেছনে যে লক্ষ্য কাজ করেছিল তা এখনো শেষ হয়ে যায়নি এবং শিগগিরই এমনটি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিকসে জোটভুক্ত হওয়ার আবেদনকারীরা একতাবদ্ধ এবং তারা চালিত হচ্ছে একটি বিষয় দ্বারা, যা হলো তাদের দুর্দশা। আধিপত্যে থাকা পশ্চিমা সংস্থাগুলোর চাপিয়ে দেওয়া কঠিন শর্তের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষুব্ধ। পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তারা যে দ্বৈত অবস্থান দেখায়, তাতেও তারা বিরক্ত। তাদের অর্থনীতিকে নানাভাবে 'নিয়ন্ত্রণের' চেষ্টা মেনে নিতেও তারা নারাজ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সম্ভবত তারা পশ্চিমা দেশগুলোর মূল্যবোধ ও স্বার্থগত আচরণকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে।

দুর্দশা লাঘবে চীন ও ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো যাতে বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেজন্য তারা আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থার যে সংস্কার চায়, সে ব্যাপারেও পশ্চিমাদের অনীহা রয়েছে। সর্বোপরি, ১৯৯৯ সালের দিকে যখন জি২০ গঠিত হয়, এরপর গত কয়েক দশক ধরে সংস্কারের এমন দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে এশিয়ার আর্থিক সংকটের পর এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু করেন, যা পশ্চিমা বলয়ের বাইরের প্রতিনিধিরা নিয়মিত জানতে চাইছিলেন।

পশ্চিমাদের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন ব্যাংক থেকে শুরু করে মুদ্রাব্যবস্থা পর্যন্ত সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টি ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। ব্রিকস একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে, 'নৎরপ নু নৎরপ'-এর মতো চীনের নানামুখী পরিকল্পনার কারণে পশ্চিমা আধিপত্যে অসন্তুষ্ট দেশগুলোর মধ্যে এ জোটে আসার আগ্রহ বাড়ছে। যদি আর্জেন্টিনা বা সৌদি আরবের মতো দেশগুলোও এ প্রকল্পে যুক্ত হয়, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চীনের ব্রিকস-প্লাসের মতো বিশ্বদর্শন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এর ফলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। যেমনটি ব্যাপকভিত্তিক যোগাযোগ-উদ্যোগ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরআই'র মতো চীন তার বিশাল লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে চলেছে।

এটা ঠিক, ব্রিকসের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাস্তবতা থেকে তা অনেকটাই দূরে। জোটের কোনো সদস্য অগ্রাধিকারে থাকা তার জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেবে না। আর এটাই ব্রিকসকে দীর্ঘকাল ধরে আটকে রেখেছে। এমনকি চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (ব্রি) উদ্যোগকেও 'সাম্রাজ্যবাদের' এক নতুন রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব গড়ার জন্যও সেরা উপায় নয়।

কিন্তু ব্রিকসের পুনরুত্থান উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, অন্তত এ কারণে যে জোটটি কখনোই প্রকৃত বিশ্ব নেতৃত্বের সমার্থ্য দেখায়নি। জোটটি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার নীতিকেও সমর্থন করে না। তবে পশ্চিমাদের জন্য ব্রিকসের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। যদি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে প্রাসঙ্গিক রাখতে হয়, তাহলে পশ্চিমা সংস্থাগুলোকে তাদের বেশকিছু বিষয়ে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রোজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে ভাষান্তর : খালিদ বিন আনিস

সাংবাদিকতা এ দেশে কি আদৌ দরকার

॥ খাজা মাঈন উদ্দিন ॥

অতি উৎসাহীরা তো প্রশ্ন তুলতেই পারেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে পেশাদার সংবাদপত্র বা টেলিভিশনের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে তাঁরা তো 'দেখেই' ফেলেছেন অধিকাংশ খবরাখবর! তাহলে বাংলাদেশে হাজারখানেক সংবাদমাধ্যমের উপযোগিতা কতখানি?

মূলধারা ও সামাজিক মাধ্যমে অধিক আলোচিত-সমালোচিত, বিশেষ করে অতি প্রভাবশালীরা দ্রুতই বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করেন উভয় মাধ্যমের প্রতি।

সেদিক থেকে ক্ষমতাসীন ও বিত্তশালীদের একটি অংশ ভাবতে পারে, সংবাদমাধ্যম বন্ধ হয়ে গেলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গণমাধ্যমের সংকট নিয়ে যে কান্নাকাটি এবং ক্ষেত্রভেদে মায়াকান্না ও ন্যাকামি, তা কারও কারও কাছে সুখকরই বটে। আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন সাংবাদিকতার আলোচনাটি সম্প্রতি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেড়াজালেই বেশি আটকা পড়েছে।

নিবর্তনমূলক এ আইনের জন্যই যে কেবল ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বাস্তবতা সে রকম নয়। সাংবাদিক হত্যার বিচারহীনতা ও সাংবাদিকতার জন্য মামলা-হামলার হুমকি অনেককেই সন্ত্রস্ত রাখে। রাজনৈতিক পরিসর সংকুচিত হওয়ার অভিযোগের মধ্যেই গণমাধ্যমের কর্ণধারেরা আয়রোজগারের সংকটে পড়েছেন এবং তাঁরা মোটাদাগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অভিসম্পাত করছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পেশা ও শিল্পের লোকদের এই হতাশাজনক কথাবার্তা এক দিকে স্বপরাজিত অভিব্যক্তি তৈরি করছে, অন্য দিকে ক্ষমতাসীনদের জন্য স্বস্তিদায়কও বটে।

আজকের পৃথিবীতে সমাজের স্বার্থে আমাদের সাংবাদিকতার ধারায় পরিবর্তন আনা জরুরি। কোনো খবরের কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেল থেকে পাঠক-দর্শকের সরে যাওয়া কিংবা সামাজিক মাধ্যমে বার্তা খুঁজে বেড়ানো খবরের চাহিদাই প্রমাণ করে। না ক্ষমতা, না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিতে পারে নাগরিকদের ভালো লাগার খবর। স্পন্দনশীল গণমাধ্যম ছাড়া গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে গড়া অসম্ভব। সাংবাদিকতাও টেকসই হতে পারে, যদি তা হয় মানুষের মালিকানায়, মানুষের কর্মে, মানুষের কল্যাণে।

রয়টার্সসহ কিছু সংবাদমাধ্যম ও পশ্চিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে, মানুষ তার কণ্ঠস্বর গণমাধ্যমে শুনতে পায় না। ক্ষমতার পূজারি আর সুবিধাভোগীদের দৌরাত্ম্যে সংবাদমাধ্যমে যা কিছু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তার একটি বড় অংশই অসত্য, বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর। এতে আস্থার সংকট প্রকট হয়েছে এবং হচ্ছে।

এটিই হচ্ছে সেই 'দুষ্টচক্র', যা বাংলাদেশেও গণমাধ্যমের সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। সমাজে যা ঘটছে, দিনান্তে পাঠক-শ্রোতা তার আসলটা না পেয়ে প্রথাগত গণমাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এতে সংবাদমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতার অভাব তৈরি হয়েছে এবং সমাজে প্রভাব কমে এসেছে। এতে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য আয়ে ধস নামছে। ফলে একটির পর একটি সংবাদমাধ্যম অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে।

উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অন্তত আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আছে শক্তিশালী সংবাদমাধ্যমগুলো। বাংলাদেশে দু-চারটি বিবেকবান গোষ্ঠী বাদে সামাজিক পরিসর, এমনকি শিক্ষাঙ্গন থেকে ক্ষুরধার সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চিন্তাশীল বক্তব্য আসছে না বললেই চলে।

তাহলে কয়েক হাজার সাংবাদিক ও সংবাদশিল্পের কর্মীকে অন্যত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিলে কেমন হয়? জাতি তখন মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের বদলে গণমাধ্যমমুক্ত দিবস পালন করতে পারবে!

আব্রাহাম লিংকনের মতো আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসক ছাড়া যেকোনো ক্ষমতাসীনের আজীবনের স্বপ্ন হতে পারে সমালোচনাবিহীন রাষ্ট্রীয় পরিবেশ। আধুনিক কালে তাঁদের সমালোচনাও সংকুচিত করার সুযোগ করে দিয়েছে প্রযুক্তিগত নেটওয়ার্কিং। প্রযুক্তির জগতে সাধারণ নাগরিকেরা আসলে গ্রাহকমাত্র। এ বিষয়ে দ্য ইকোনমিস্ট ইউভাল নোয়াহ হারারিকে উদ্ধৃত করেছে: কারও সঙ্গে কথোপকথনে আমি যদি বলতে না পারি, তিনি মানুষ নাকি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা', তাহলে সেটাই গণতন্ত্রের সমাপ্তি।

যে সামাজিক মাধ্যমকে মনে করা হচ্ছিল ব্যক্তির মুক্তির মাধ্যম, তা শুধু শাস্তিমূলক নজরদারিতেই ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং সত্যকে লুকিয়ে অসত্য, বিকৃত, খণ্ডিত ও মনগড়া তথ্য ছড়াতে তা ব্যবহার করছেন অধিক ক্ষমতাবানেরা। যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে চটকদার খবরের স্বাদ নিচ্ছেন, তাঁরাই আবার প্রধান গণমাধ্যমে ফিরছেন সত্যতা যাচাই করতে। দেশে দৃশ্যত প্রশংসার স্বাধীনতা একটু বেশিই আছে। এ কারণেই হয়তো ক্ষমতাবান ও বিত্তশালীরাও 'মিডিয়া কাভারেজ'-এর বাইরে থাকতে চান না।

আমাদের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ক্ষমতাসীনদের তোষণনীতি এমন এক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে তাতে সংবাদমাধ্যম শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রায় সবাই জানেন, বছরের পর বছর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কোন বার্তা দেয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর এখনো টিকে থাকা সরব পত্রিকা বা অন্য সংবাদমাধ্যম বিজ্ঞাপন বঞ্চনার শিকার হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এ দেশে আজ অধিকাংশ মিডিয়া প্রাকৃতিক মৃত্যুর অপেক্ষায়।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা জনগণের অধিকার। দুঃখজনক হলো, বাংলাদেশে এই শিল্পের সংকটকালে ক্ষমতাধরদের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনাকেও শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হয়। যেহেতু আদর্শিকভাবে সংবাদমাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত মানুষের বন্ধু; সেহেতু যে আমলা ও রাজনীতিক ক্ষমতার চেয়ারে বসা অবস্থায় গণমাধ্যমকে শাপশাপান্ত করেন, সেই আমলা বা রাজনীতিকই ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ার পর পরিত্রাণ পেতে ও সহানুভূতির আশায় সংবাদমাধ্যমের শরণাপন্ন হন।

গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় রাজনীতির পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা প্রধানতম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক বণ্টন ও ব্যক্তি খাতের অগ্রগতিতে গণমাধ্যম গণমানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল নব্বই ও পরবর্তী দশকে। অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের ক্রমাবনতিশীল অবস্থা আর দুর্নীতির বিস্তার, ভীতির পরিবেশ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আর্থিক কেলেঙ্কারি ও ভোট সংস্কৃতির সর্বনাশ ঘটেছে সমান্তরালে।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করতে বড় বাধা মুক্ত ও টেকসই প্রতিষ্ঠানের অভাব। একজন ব্যক্তি ভালো প্রতিবেদন লিখতে পারলেও প্রকাশ করতে না পারলে, তা অর্থহীন। সে কারণেই আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতা স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া অকার্যকর। গণতন্ত্রবিহীন পরিবেশে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অপ্রাসঙ্গিক। একজন সাংবাদিকের সাহস থাকা দরকার নিরন্তর সংগ্রামের, আত্মসমালোচনার।

আসলে সাংবাদিকতা একটি রাজনৈতিক পেশা, কিন্তু দলীয় কর্মী বা অন্য কারও দালালির কাজ নয় এটি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের কর্মযজ্ঞ একটি আমানত, যা সৎ সাংবাদিককে প্রমাণ করতে হয় প্রতিদিন। জনগণের কাছে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে যোগ্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার বিকল্প এখনো বের হয়নি।

আজকের পৃথিবীতে সমাজের স্বার্থে আমাদের সাংবাদিকতার ধারায় পরিবর্তন আনা জরুরি। কোনো খবরের কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেল থেকে পাঠক-দর্শকের সরে যাওয়া কিংবা সামাজিক মাধ্যমে বার্তা খুঁজে বেড়ানো খবরের চাহিদাই প্রমাণ করে। না ক্ষমতা, না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিতে পারে নাগরিকদের ভালো লাগার খবর। স্পন্দনশীল গণমাধ্যম ছাড়া গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে গড়া অসম্ভব। সাংবাদিকতাও টেকসই হতে পারে, যদি তা হয় মানুষের মালিকানায়, মানুষের কর্মে, মানুষের কল্যাণে।

খাজা মাঈন উদ্দিন সাংবাদিক, মতামত লেখক।

সেদিক থেকে ক্ষমতাসীন ও বিত্তশালীদের একটি অংশ ভাবতে পারে, সংবাদমাধ্যম বন্ধ হয়ে গেলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গণমাধ্যমের সংকট নিয়ে যে কান্নাকাটি এবং ক্ষেত্রভেদে মায়াকান্না ও ন্যাকামি, তা কারও কারও কাছে সুখকরই বটে। আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন সাংবাদিকতার আলোচনাটি সম্প্রতি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেড়াজালেই বেশি আটকা পড়েছে।



সমকালীন প্রসঙ্গ

ভিয়েনা কনভেনশন সবার জন্য সমান

॥ ইমতিয়াজ আহমেদ ॥

বাং লাদেশে নিযুক্ত কয়েকজন বিদেশি কূটনীতিকের প্রটোকল-বিষয়ক আলোচনায় সম্প্রতি আমাদের সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। এর সূত্রপাত ঘটে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনারদের 'অতিরিক্ত নিরাপত্তা' প্রত্যাহার করার খবরটি প্রকাশ পেলে। পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষে বলা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার বাইরে চলাচলের সময় অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা বা এসকর্ট সুবিধা পেয়ে থাকেন, তাঁরা আর এই সুবিধা পাবেন না।

শুরুতেই কয়েকটি প্রশ্নোত্তর খেয়াল রাখতে হবে। যেমন কোন কোন দেশ এতদিন প্রটোকল সুবিধা পেত? বাংলাদেশে অনেক দেশের দূতাবাস রয়েছে। তার মধ্য থেকে কেবল এই ক'টি দেশই এতদিন বাড়তি প্রটোকল সুবিধা পেয়ে আসছিল। এখন যে ছয়টি দেশের প্রটোকল প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে, তারা ছাড়া আর কোনো দেশ এই বাড়তি প্রটোকল পেত না।

কোন বিশেষ কারণে তারা এটা পেয়ে আসছিল? এই কয়টি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক–এসব বিষয় বিবেচনায় এনে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আবার এইসব দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবেও কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টি সামনে এসেছিল। তার মানে অন্য মিশনগুলো যে প্রটোকল পেত না বা নিরাপত্তা পেত না তা কিন্তু নয়।

২০১৬ সালে ঢাকায় হলি আর্টিসান জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকেই বেশ কিছু রাষ্ট্রদূতের উদ্বেগ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তি কিছু লোকবল দেওয়া হয়েছিল। তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ দ্রুতই জঙ্গি দমনে তার সুফল পেয়েছিল। এ ছাড়া ২০০৪ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের তৎকালীন হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর সিলেটে গ্রেনেড হামলার পর থেকে তাঁকে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের অন্য হাইকমিশনাররাও এই নিরাপত্তা সুবিধা পেয়ে আসছিলেন। যদিও আনোয়ার চৌধুরীকে হামলার ঘটনায় মুফতি হান্নানকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। দ্রুত সময়ের মধ্যেই তার বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। সেই ঘটনায় তৎকালীন ব্রিটিশ মুখপাত্র দ্রুত সময়ে বিচার চালু করার ঘটনায় সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছিলেন। তবে মুফতি হান্নানের ফাঁসি কার্যকর করার বিষয়ে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। সেটি ছিল তাঁদের নিজস্ব বিচারপদ্ধতির জন্য। যেহেতু সেখানে বিচারের জন্য ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা নেই, তাই তাঁরা সেই প্রক্রিয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। মুফতি হান্নানের বিরুদ্ধে অবশ্য বেশ কিছু মামলা ছিল।

এখন কেন অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে? ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো। কূটনীতিকদের বাড়তি নিরাপত্তা সুবিধা দিলে বিদেশিদের কাছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভুল বার্তা যায়। তাই বাংলাদেশ কোনো ভুল বার্তা দিতে চায় না। এ ছাড়া কয়েকটি দেশকে বিশেষ নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়ায় অন্যান্য দেশও তা চাই-ছিল। সে কারণে এভাবে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া অব্যাহত রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না।

শুরুতেই কয়েকটি প্রশ্নোত্তর খেয়াল রাখতে হবে। যেমন কোন কোন দেশ এতদিন প্রটোকল সুবিধা পেত? বাংলাদেশে অনেক দেশের দূতাবাস রয়েছে। তার মধ্য থেকে কেবল এই ক'টি দেশই এতদিন বাড়তি প্রটোকল সুবিধা পেয়ে আসছিল। এখন যে ছয়টি দেশের প্রটোকল প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে, তারা ছাড়া আর কোনো দেশ এই বাড়তি প্রটোকল পেত না।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কূটনীতিকদেরও বাড়তি কোনো নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে ও মিশনপ্রধানদের বাসভবনেও কোনো পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। তাদের জন্য পৃথক গানম্যানও নেই। তারা সেসব দেশে স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলাফেরা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার পারমিশন পায়। স্কুল, কলেজ, শপিংমলসহ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে গুলি ছোড়ার ঘটনা সেই দেশে সাধারণ। কিন্তু আমরা জানি যে, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কোনো পুলিশি নিরাপত্তা পান না, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জরুরি বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে পাবলিক প্লেসে জনসাধারণের ওপর গুলি চালানোর ঘটনা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। আমরা দেখেছি নিউজিল্যান্ডের মতো একটি শান্তিপ্রিয় দেশেও ক্রাইস্টচার্চে একটি মসজিদে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছিল।

এখন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্সের দিক থেকে তাকালে দেখা যাবে, এর অবস্থান ভালোর দিকে। বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে–৪৩। তালিকায় এই অবস্থান পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও ভালো। এমন ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও কেন কূটনীতিকদের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা চালু রাখবে? এসবের পেছনে কেন বাড়তি অর্থ খরচ করবে?

আমি মনে করি, বর্তমানে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই কূটনীতিকদের অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবশ্যকতা নেই। এ ছাড়া বারিধারা, গুলশানসহ কূটনৈতিক এলাকার নিরাপত্তার জন্য পুলিশের আলাদা 'ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশন' তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা দূতাবাস এলাকার নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক কাজ করছেন। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস, আমেরিকান সেন্টার, আমেরিকান ক্লাব ও রাষ্ট্রদূতের বাসভবনকে কেন্দ্র করে কমবেশি ২০০ পুলিশ সদস্য প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করছেন। এখন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এসকর্টের দায়িত্বে যে সাতজন ছিলেন, শুধু তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকি পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থা, বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের দায়িত্ব আগের মতোই পালন করবেন।

ভিয়েনা কনভেনশনে (১৯৬১) বলা হয়েছে, স্বাগতিক দেশ দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সেই নিয়ম মেনেই তো বাংলাদেশ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে। এসকর্ট বা অতিরিক্ত নিরাপত্তার কথা আলাদাভাবে বলা নেই। আর ভিয়েনা কনভেনশন শুধু ছয়টি দেশের জন্য নির্ধারিত নয়; সব দেশের কূটনীতিকদের জন্যই সমান প্রযোজ্য। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ছয়টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের এসকর্ট বা অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহারে ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘিত হবে না। নতুন সিদ্ধান্তের এই বিষয়টিও যৌক্তিক যে, কোনো দেশ বাড়তি নিরাপত্তা চাইলে এর পেছনের অতিরিক্ত ব্যয় সংশ্লিষ্ট মিশনকে বহন করতে হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে না। এখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ, অর্থ খরচে লাগাম টানা, এক ধরনের কৃচ্ছসাধনের চেষ্টা–এইসব কারণেও বাংলাদেশকে নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা উচিত হবে না। ছয় দেশের বাইরে চীন, রাশিয়া, ইরান, তুরস্কের মতো 'প্রভাবশালী' অন্য দেশগুলোও অতিরিক্ত নিরাপত্তা চাইলে তখন কী হবে? ঢাকার সব দূতাবাসের জন্য নিজেদের অর্থ ও জনবল ব্যয় করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া কি বাস্তবসম্মত? আমার মনে হয়, না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, যেসব মিশনপ্রধান বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়তি নিরাপত্তার আওতায় ছিল তঁ-ারাও কেউ কেউ সেটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। এতে করে তাঁদের চলাফেরায় এক ধরনের বাড়তি মনোযোগ তৈরি হতো। তাঁদের স্বাভাবিক চলাফেরা প্রতিনিয়ত বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হতো।

উপসংহারে এসে বলা যায়, প্রটোকল প্রত্যাহার করা নিয়ে যে আলোচনা ও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তার কূটনৈতিক মূল্য সামান্য। একটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অহেতুক আলোচনা করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো আড়ালে চলে যাচ্ছে কিনা, সেটাই বরং ভেবে দেখা দরকার। মনে রাখতে হবে, অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অহেতুক আলোচনার আপদ বাজারে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘোরানোর কৌশল অনেক পুরোনো।

অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১১ জুন, ২০২৩ রবিবার সময় : বিকাল ৬টা

স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,

আগামী ১১ জুন, রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভা **কেবলমাত্র আজীবন সদস্য ও ২০২১ সালে নবায়নকৃত সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত**। উক্ত সাধারণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

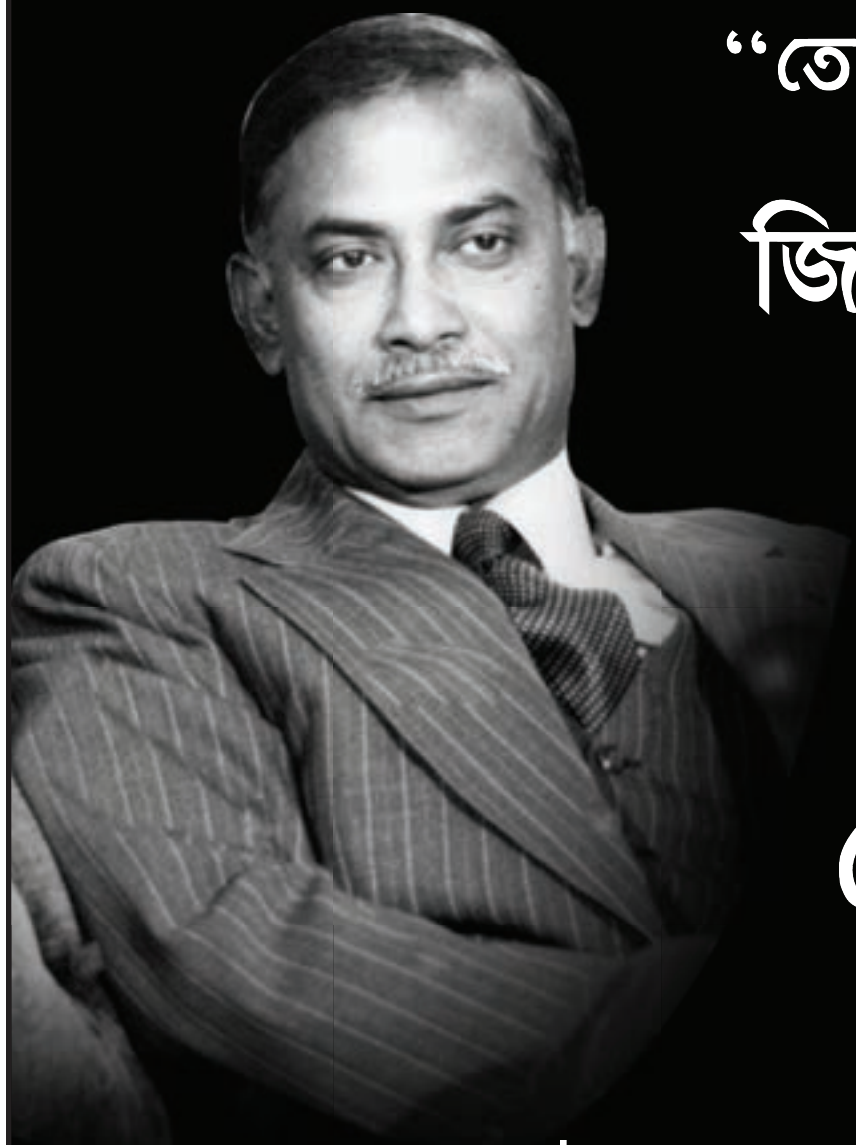
বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • মোহাম্মদ শাহীন কামালী, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • বশির খান, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • নুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সুতিপা চৌধুরী, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • হেলিম উদ্দিন, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মিজানুর রহমান, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: বদরুন নাহার খান মিতা, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সায়দুন নূর, কওছারুজ্জামান কয়েছ

প্রচারে: ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*



"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর

৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৩
30th May 2023

মঙ্গলবার দুপুর ২টা
Tuesday at 2:00pm

নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর সামনে
In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক : আফতাব জনি
শামস্ জনি
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
শাহাদাত হোসেন রাজু
ইক্তারুজ্জামান রতন
আশরাফুজ্জামান আশরাফ

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী : রফিকুল ইসলাম ডালিম
প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান
মফিজুর রহমান, বি এম বাদশা
মাহবুবুর রহমান, জীবন শফিক
ফারুক হোসেন মজুমদার
মিজানুর রহমান মিজান, সেলিম আহমেদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবুল কাশেম
মোঃ গিয়াস উদ্দিন
মোশারফ হোসেন সবুজ
এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন
সাইফুল ইসলাম
সুলতান নাসির উদ্দিন রতন

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সদস্য সচিব: আজাজুল ইসলাম (নাঈম)
এ সিদ্দিক পাটওয়ারী
মনিরুল ইসলাম মনির
জাহাঙ্গীর আলম জয়
ইঞ্জিনিয়ার মাঈন উদ্দিন
মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন
ওয়াহিদুজ্জামান নিলু

সহযোগিতায়: মীর নিজামুল হক, মোঃ মানিক বাবু, শাহ জে চৌধুরী, আলমগীর খান আলম, আবু সাঈদ আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খালেক, শেখ নোমান পলাশ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন এইচ চৌধুরী, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, শফিউদ্দিন মিয়া, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, জেড আর চৌধুরী, মোঃ শামীম চৌধুরী, এম. আর খন্দকার সেন্টু, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, এম এ বাতিন, রুহুল আমিন সরকার, বক্সার সেলিম, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাফেল তালুকদার, ভিপি জসিম উদ্দিন, সাইদুর রহমান সাঈদ, সেলিম রেজা, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নূর ইসলাম বর্ষন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, এমডি. কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খুলকু রহমান, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুল্লাহ, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, শাহবাজ আহমেদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, নূর হোসেন, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, বাদল মির্জা।

কৃতজ্ঞতা: ইমিগ্রেন্ট এন্ডার হোম কেয়ার (গিয়াস আহমেদ), জিল্লুর রহমান জিল্লু, মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েলটি (জাকির এইচ চৌধুরী), জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আক্তার হোসেন বাদল, বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহনেওয়াজ), এর্টনী মঈন চৌধুরী, নূরুল আজিম, মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, মামা'স রেষ্টুরেন্ট (লিটু চৌধুরী), আশা হোম কেয়ার, বেঙ্গল হোম কেয়ার, রাশ এক্সপার্ট এন.সি (ইশতিয়াক রুমি), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), টপ টি (সরদার হক রন), সিগাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), পিয়ার আহমেদ, মহসিন ননী, গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিসেস (তারেক হাসান খান), জেনাস গ্লোবাল (মাসুদ রানা/ মোহাম্মদ মান্নান), রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), মোহাম্মদ বশির, এক্সিট রিয়েলটি প্রাইম (সারোয়ার খান বাবু), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এফিলিয়েট এডাল্ট রেসিডেন্টস কেয়ার ইন (মাকসুদ এইচ চৌধুরী), কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর চৌধুরী, ডা. ওলিউর রহমান খান, হযরত আলী।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া

◀ধন্যবাদান্তে▶

সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নমী

আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

ফোর্বসের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ৭ বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

২০২২ সালে শীর্ষ এশীয়দের তালিকা। এতে ১০টি ক্যাটাগরিতে ৩০ জন করে মোট ৩০০ তরুণ স্থান করে নিয়েছেন। সেই ৩০০ জনের মধ্যে রয়েছেন ৭ বাংলাদেশি তরুণও। তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশিরা হলেন, আজিজ আরমান, রুবাইয়াৎ ফারহান, তাসফিয়া তাসবিন, জাহ্নবী রহমান, দীপ্ত সাহা, আনওয়ার সায়েফ এবং সারাবান তহুরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সৃজনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মার্কোপলো ডটএআই-এর স্থপতি রুবাইয়াৎ ফারহান ও তাসফিয়া তাসবিন। তারা দুজন স্থান করে নিয়েছেন মিডিয়া, মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং ক্যাটাগরিতে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং সেবা দিয়ে থাকে মার্কোপলো ডটএআই। ২০২২ সালে কোম্পানিটি ভেনচার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান 'সিঙ্গাপুর ভিসি' থেকে সাত লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ পায়। এদের মধ্যে আজিজ আরমান অনলাইনে গাড়ি ভাড়া করার অ্যাপ যাত্রীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কনজিউমার টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে সেরা ৩০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। গত বছর ঢাকা বাস মালিক সমিতি ই-টিকিট ব্যবস্থা চালু করতে সম্মত হয় এবং যাত্রীর মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৬৫০টি বাসে ই-টিকিট ব্যবস্থা চালু হয়। ২০২১ সালে কোম্পানিটি ১২ লাখ ডলার বিনিয়োগ পায়। কৃষকদের ডিজিটাল সরবরাহ চেইনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং তাদের ডিজিটাল দুনিয়ায় পরিচিত করতেই দীপ্ত সাহা গড়ে তুলেছিলেন অ্যাগ্রোশিফট টেকনোলজিস। তিনি কনজিউমার টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ৩০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ফসল এনে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে গত বছর চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রিল্যাক্সির সহ-প্রতিষ্ঠাতা জাহ্নবী রহমান। তিনি ফোর্বসের উদীয়মান ৩০০ এশীয়দের মধ্যে সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ক্যাটাগরিতে স্থান করে নিয়েছেন শীর্ষ ৩০ জনের মধ্যে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাংলাদেশি তরুণদের ডিজিটাল প্যাটফর্মে সহায়তা দিয়ে থাকে রিল্যাক্সি। এ বছর বাংলাদেশ থেকে জায়গা করে ৭ জনের মধ্যে বাকি দুজন হলেন আনওয়ার সায়েফ ও সারাবান তহুরা। তারা দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন টার্টল ভেঞ্চার স্টুডিও। উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যোগটির স্থপতিরাও সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ৩০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে টার্টল ভেঞ্চার। ২০১৮ সাল থেকে কাজ শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে ৯০টি উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করেছে এবং এদেরকে দেড় কোটি মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে। এর আগে, ২০১৬ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯ জন বাংলাদেশি ফোর্বসের এই সম্মানজনক তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। পরে ২০২১ সালেই ৯ জন বাংলাদেশি তরুণ উঠে যান ফোর্বসের পাতায়। এবার ২০২২ সালের তালিকায় স্থান হয়েছে আরও ৭ বাংলাদেশির।



নিউইয়র্ক সিটি ট্যক্সি ইন্ডাস্ট্রীর

(প্রথম পাতার পর)

জুড়ে রয়েছেন এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশীরা। কিন্তু ইয়ালো ক্যাব ইন্ডাস্ট্রি কী আগের মতো আছে? ২০১৪ সালের একটি রিপোর্ট বলছে, নিউ ইয়র্ক সিটির ইয়ালো ক্যাবের চালকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫১ হাজার। বর্তমানে এই সংখ্যা ১০ হাজারের নীচে নেমে গেছে। অন্যতম কারণ- পেশা বদল। আবার পেশায় থাকলেও গাড়ির ধরন বদলে ফেলেছেন অনেকেই। ইয়ালো ক্যাব ছেড়ে লিবারি, উবার, লিফটসহ অন্যান্য রাইড শেয়ারিংয়ে ঝুঁকেছেন অনেকে। এর পরেও ইয়ালো ক্যাব ইন্ডাষ্টিতে বাংলাদেশিদের প্রাধন্য রয়ে গেছে। এখনো এর চালকদের মোট সংখ্যার অধিকাংশ বাংলাদেশি। এমনটাই মনে করেন নিউ ইয়র্ক ট্যক্সি ওয়ার্কার্স এলায়েন্সের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ টিপু সুলতান। যিনি নিজেও একজন বাংলাদেশি ইয়ালো ক্যাব ড্রাইভার। নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার অফিসের একটি হিসাব বলছে, একজন ক্যাব ড্রাইভারের বার্ষিক ইনকাম ২৬ হাজার ডলার থেকে ৫৮ হাজার ডলার পর্যন্ত। এটা নিভর্র করে একজন ড্রাইভারের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, গাড়ি চালানোর মোট সময়, বোনাস, টিপসসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর। নিউ ইয়র্ক ট্যক্সি ওয়ার্কাস এলায়েন্সের সংগঠক টিপু সুলতানের মতে টিএলসি ইন্ডাস্ট্রিতে সব মিলিয়ে বাংলাদেশি ড্রাইভারের সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী হবে। তিনি বলেন, ১৯৩৭ সনে মাত্র ১০ ডলারের বিনিময়ে শুরু হয় টিএলসির মেডিলিয়ন বিক্রি। সে সময় কেউ জানতো না এটাই এক সময় প্রতীকি চরিত্রে পরিণত হবে বিশ্বের রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউ ইয়র্ক সিটির। সুলতান বলেন, একজন সংগঠক হিসেবে বলতে পারি বিপুল সংখ্যক ট্যক্সি ড্রাইভার যারা দিনরাত পরিশ্রম করে যেমন নিজ পায়ে দাড়িয়েছেন, ঠিক তেমনি তাদের পরিবার পরিজনকে সামনে এগিয়ে নিয়েছেন। অনেক ট্যক্সি ড্রাইভারের সন্তান সন্ততিরা এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কর্মরত। নিউ ইয়র্ক সিটির বিগত সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ওজনপার্ক এলাকা থেকে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন ফেলিসিয়া সিং। যার বাবা একজন পরিচিত ক্যাবি। এর মাধ্যমেই এটা প্রমাণিত হয় ক্যাবি ইন্ড্রাষ্ট্রিতে কাজ করে অনেকেই নিজে এবং নিজের পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিউ ইয়র্ক সিটির বিখ্যাত বাংলাদেশি এটর্নী শেখ সেলিম যিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল ডিগ্রি শেষ করেছেন। অধ্যয়নের সময় তিনি নিজেও রাতে ক্যাব চালাতেন এবং দিনে পড়াশুনা করতেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট রয়েছেন যারা এই ক্যাব ইন্ড্রাষ্ট্রির কল্যাণে নিজেরা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। নিউ ইয়র্ক সিটির ক্যাব ড্রাইভাররা শুধু যে গাড়ি চালান তা নয়। বিভিন্ন সময় তারা হয়েছেন বিশ্বব্যাপি খবরের শিরোনাম। এমনই একজন হচ্ছেন উসমান চৌধুরী। যিনি নিউ ইয়র্ক সিটির সেলিব্রিটি ড্রাইভার হিসেবে বিখ্যাত। ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এক যাত্রীর ৩ লাখ ডলার সমমূল্যের ডায়মন্ড ফিরিয়ে দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি নিউ ইয়র্ক সহ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। উসমান চৌধুরী চাইলে সে ডায়মন্ড নিজে রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু সব লোভ প্রলোভন এবং রাতারাতি দিন বদলের হাতছানি উপেক্ষা করে তিনি সততার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তার ওই সততার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে সম্মানিত করা হয় তাকে। একই সময় সততার জন্য কমিউনিটির গবের্র প্রতীক হিসেবে সম্মান অর্জন করেছিলেন বাংলাদেশি উসমান চৌধুরী।

১৯৯৭ থেকে ক্যবি হিসেবে কাজ করছেন তিনি। কেন এই ইন্ড্রাষ্ট্রিতে তিনি? এমন প্রশ্নের জবাবে উসমান চৌধুরী বলেন, আমাকে সবাই চেনে। সম্মান করে। গুগলে এখনো অনেক আর্টিকেল আমার নামে আছে। একদিকে যেমন পেশা হিসেবে এটা আমার বেঁচে থাকার বাহন, অন্যদিকে এর মাধ্যমে আমি আমার কমিউনিটি, দেশ ও নিউ ইয়র্ক সিটির দূত হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এই পেশার কারণে দেশে আমি আমার একজন বিধবা বোন, অসুস্থ ভাই ও তার পরিবার পরিজনের পাশে থাকতে পারি। গত ২৬ বছরে আমি দেশ ও প্রবাসে অসংখ্য লোককে সহায়তা করেছি। বিশেষ করে এই ট্যক্সি ইন্ড্রাস্ট্রির কারণে আমি স্বাধীনভাবে কাজ ও দেশে আমার রেখে আসার পরিবার পরিজনকে সহায়তা করতে পারি, বলেন উসমান চৌধুরী। কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের কি প্রভাব রয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে? প্রশ্ন করা হলে উসমান চৌধুরী বলেন, উবার ড্রাইভাররা যখন চাইনিজ অবয়বের প্যাসেঞ্জারদের তুলতে অস্বীকার করতে শুরু করে তখন টিএলসি এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। এই অবস্থায় ভীত অনেক ড্রাইভার তখন প্যাসেঞ্জার নিয়েছেন বাধ্য হয়ে। এতে করোনাতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অসংখ্য ড্রাইভার। এভাবে অনেক পরিবারই চিরদিনের জন্য হারিয়েছে তাদের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তিকে। এজন্য টিএলসির তৎকালীন নীতি দায়ী বলে আমি মনে করি। তিনি আরও বলেন, যখন লক ডাউন শুরু হলো তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করে ফুড ডেলিভারীসহ জরুরি সেবা কাজে সহযোগিতা করেন টিএলসি ড্রাইভাররা। তবে টিএলসি বা সিটি হল কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতিপত্র বা কিছুই করেনি আমাদের। বরং টিকেট দিয়ে যখন তখন হয়রানি করে। আমাদের ভালো কাজের সেটাই যেনো ছিলো প্রতিদান, ক্ষোভের সাথে বলেন উসমান চৌধুরী। ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি জানতে চাইলে উসমান চৌধুরী বলেন, আমার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ এই কাজের মধ্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও এক ধরনের স্বাধীনতা আছে। এটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সুতরাং জীবনের এই প্রান্তে এসে আমি আর অন্য কোথাও যাবো না। এই পেশাতেই নিজে এবং পরিবার পরিজনকে যতটুকু পারি সহযোগিতা করে জীবনের লেনদেন শেষ করতে চাই। মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল ভুঁইয়া। গত ৩০ বছর ধরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ক্যাবি হিসেবে কাজ করছেন। ১৯৯৮ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে কমব্রত বাংলাদেশি ক্যাবিদের কল্যানে তিনি এবং অন্যরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ইয়ালো সোসাইটি নিউ ইয়র্ক। এই সংগঠনের অধীনে রয়েছেন শত শত ইয়ালো সদস্য। বার্ষিক মিলনমেলা ছাড়াও ক্যাবিদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের বাহন হিসেবে কাজ করছে এই সংগঠন। এত দীর্ঘদিন থেকে কেন ক্যাবি হিসেবে কাজ করছেন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ৩০ বছর আগে আমি যে গ্যারেজ থেকে গাড়ী লিজ নিয়েছিলাম, সেই গ্যারেজের অন্যতম মালিক ছিলেন বিলি নামের একজন গ্রিক। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তার কথা সব সময়ই আমার মনে পড়ে। এটাইকে আমি আমার পেশাগত জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছি। আওয়াল ভূঁইয়া বলেছিলেন, পৃথিবীর যে কোন দেশে অভিবাসী হিসেবে আমরা হচ্ছি প্রথম প্রজন্ম। নিজেদের এবং পরিবার পরিজনের জন্য আমরা যদি শ্রম ও মেধাকে বিনিয়োগ করতে পারি তাহলে এর প্রতিফল ভোগ করবে সবাই আজীবন। গত ৩০ বছরে আমি আমার পরিবার ভাই বোন সহ অগনিত আত্মীয় স্বজনকে সামনে এগিয়ে নিতে অবদান রাখতে পেরেছি। আশা করি তারা এই অবদান মনে রাখবে। আমি যেমন এখনো বিলির কথাটি মনে রেখেছি। ৩এর আগে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি। কিন্তু সেখানে স্বাধীনভাবে ইনকামের সুযোগ কম। আর এই ইন্ড্রাস্ট্রিতে আমি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কাজ করতে পারি স্বাধীনভাবে। মানুষের সারা জীবনই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসে এই পেশার মাধ্যমে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পেরেছি। এজন্য ক্যাব ইন্ড্রাষ্ট্রির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।চ আওয়াল ভূঁইয়া বলেন, ট্যক্সি আমাদের সবই দিয়েছে। ৯০% ড্রাইভার তাদের পরিবার পরিজনকে সহজেই সহায়তা করতে পারে এখানে কাজ করার মাধ্যমে। মোহম্মদ আব্দুল আওয়াল ভুইয়া দুই সন্তানের জনক। তার বড় ছেলে, গিফটেড এন্ড টেলেন্ডেট প্রোগ্রাম থেকে এখন ব্রঙ্কস সাইন্সে পড়ছে। আগামী বছর কলেজে যাবে। তিনি আশাবাদী যে সে আইভি লীগের কোন কলেঝে সুযোগ পাবে। যাতে সার্থকতা পাবে তার সারা জীবনের পরিশ্রম। অন্য ছেলে স্পেশাল নিড হিসেবে নিউ ইয়র্ক সিটির বিশেষায়িত স্কুলের শিক্ষার্থী। বর্তমান চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক সময় আমরা একচেটিয়া ছিলাম ইয়ালো ক্যাবি হিসেবে। পরবর্তীতে লিফট, উবার, গ্রিনক্যাব এসেছে। এটা আমাদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ট্যক্সি ক্যাবের ভাড়া ২৩% বাড়ানোর ফলে এখন আবারো কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে ইয়ালো ক্যাব ইন্ড্রাস্ট্রিতে। যদিও ভাড়া বাড়ার কারণে যাত্রীর সংখ্যা কিছুটা কমতির দিকে। ৩দেখা যাক কি হয় ভবিষ্যতে, অনেকটা আশাবাদী এই ইয়ালো ক্যাবি। আওয়াল ভুইয়া বলেন, আমার চাচাতো ভাই যিনি আটলান্টার বাসিন্দা তিনি নিজেও একজন ক্যাবি। আমি গবের্র সাথে বলতে পারি তার ছেলে এখন হাভার্ডের ছাত্র। একজন শ্রমজীবি ড্রাইভারের জন্য এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কি হতে পারে। ২০ বছর থেকে ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছেন সুভাস বৈরাগী। দিনরাতের পরিশ্রমের মধ্যে তিনি তার সন্তানদের অভিজাত কলেজে যাওয়ার পথ তৈরি করেছেন। তার মতে, পিতা হিসেবে এর চাইতে বড় তৃপ্তি আর কিছুই হতে পারে না। মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দীন। নিউ ইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার বাসিন্দা। গ্রিনক্যাবের শুরু থেকেই তিনি নিজেই ম্যাডেলিয়ন কিনেছেন। জাবেদ উদ্দীন হতাশা প্রকাশ করে বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটির সবচাইতে উপেক্ষিত ইন্ড্রাষ্ট্রি হচ্ছেন গ্রিনক্যাবিরা। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, আগে নিউ ইয়র্ক সিটির সর্বত্র দেখা যেতো গ্রিনক্যব। এখন হাতেগোনা দুএকটি চোখে পড়বে। তাও যাদের আর কোন পথ নেই তারাই এই ক্যাব চালাচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি টিএলসি পুলিশের অহেতুক হয়রানি, ইয়ালো ক্যাবিদের প্রাধান্য এবং আন্দোলন, উবার, লিফট সহ রাইড শেয়ারিং এসবকে চিহ্নিত করেন। বলেন, এ সবকিছুই গ্রিনক্যাবের জন্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। ৩ট্যক্সি ওয়ার্কার এলায়েন্স ইয়ালো নিয়ে স্বোচ্চার। কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের খবর কেউ রাখে না। যার ফলে দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রিনক্যাব। এক সময় এর ম্যাডেলিয়নের দাম বেড়ে প্রায় ৫০ হাজার ডলার হয়েছিল। এখন এটা নেমে এসেছে ২৫ হাজারে। যা আমাদের জন্য হতাশার।চ কেন গ্রিনক্যাবে আছেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি স্বাধীনচেতা থাকতে চাই। এই কাজে আমার নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এজন্য এটা ছাড়তে চাই না। তবে এখন এই পেশার উপর পুরোপুরি নিভর্রশীল হয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। যার প্রেক্ষিতে আমার স্ত্রীও কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। এখন আমাদের দুজনের ইনকামে চলছে সংসার।

ছুরিকাহত হওয়ার পর প্রথম

(প্রথম পাতার পর)

৩আমি এখন বেশ ভালো বোধ করছি,চ ম্যানহাটনের মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল হিস্টরির ওই অনুষ্ঠানে বলেন সালমান রুশদি। ৩পেন আমেরিকার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সম্পর্ক এবং অনেক লেখক ও প্রকাশনা জগতের মানুষদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে ভালো লাগছে।চ এর আগে পেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সালমান রুশদি। সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও মুক্তবাকের চর্চায় কাজ করে এই পেন আমেরিকা।৩মিডনাইট্স চিলড্রেনচ এর এই ৭৫ বছর বয়সী লেখকের সঙ্গে অনুষ্ঠানে আরও শত শত লেখক ও পেন আমেরিকার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এতে সম্মানিত করা হয় ৩স্যাটারডে নাইট লাইভ এর ক্রিয়েটর লরনে মাইকেলস ও ইরান থেকে বিতারিত লেখিকা নারগিস মোহাম্মাদিকে। গেলো বছর আগস্টে সালমান রুশদির ওপর ছুরিকা হাতে হামলা চালায় এক দুর্বৃত্ত। পশ্চিম নিউইয়র্কের চাউটাউকুয়া ইনস্টিটিউটে ওই হামলার শিকার হন তিনি। হামলাকারী লেখক সালমান রুশদির ডান চোখে ছুরিকাঘাত করে। দ্য স্যাটানিক ভার্সেস নামে একটি উপন্যাস লেখার পর ১৯৮৯ সালে সালমান রুশদিকে হত্যার ফতোয়া দেন ইরানের প্রধান নেতা আয়াতুলা রুহুল্লাহ খোমেনি। এই হামলার তারই জের ধরে হতে পারে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছিলো। ওই হামলার পর সালমান রুশদি কোনো মিডিয়াকে কোনো সাক্ষাৎকার দেন নি। তবে টুইটারে সক্রিয় ছিলেন তিনি।

নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া বৃদ্ধির ছোবল,

(প্রথম পাতার পর)

বাড়িভাড়া নবায়নেও এই হার প্রযোজ্য হচ্ছে। এপ্রিলে ব্রুকলিনে বাড়ি ভাড়া দেখা গেছে গড়ে ৩৫০০ ডলার যা আগের বছরে ছিলো ২৯০০ ডলার। এখানে এক বেডরুমের বাসা এখন মিলবে ৩,৫০০ ডলারে। কুইন্সে আগে বছরে ভাড়াবৃদ্ধির হার অনেক কম ছিলো। যা এখন ১৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। এই অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া গড়ে ৩,৫০০ ডলার। ভাড়াবৃদ্ধির এই চক্করে পড়ে নিউইয়র্কবাসী হিমশিম খাচ্ছেন। নতুন কেউ এই শহরে বাসাভাড়া নিতে সাহস করছেন না।

বাড়িভাড়া ও ম্যানহাটনে একটি বিক্ষোভ

নিউইয়র্কের চায়না টাউনের অধিবাসীরা বাড়ি ভাড়া কমানোর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন আরো আগেই। দুই সপ্তাহ আগে এক প্রতিবাদ র‍্যালিতে যোগ দিয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রতি বাড়ি ভাড়া কমানো উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। এসময় লিও সুজিন নামে চায়না টাউনের একজন সাবেক গার্মেন্ট শ্রমিক জানান, ২০ বছর ধরে এখানে কাজ করেছেন। তার কাজ খুব কঠিন ছিলো কিন্তু আয় বেশি ছিলো না। এখন অবসর কালে মাত্র ৬৮০ ডলার ভাতা পান সুজিন। অথচ তার বাসা ভাড়াই ১৬৭০ ডলার। সুজিন বলেন, সে জন্য আমি এখানে ভাড়া কমানোর প্রতিবাদ নিয়ে এসেছি। আমরা বাসা ভাড়া অনেক বেশি আর আয় অনেক কম। আর আমার কাছে ভাড়া দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থও নেই। সুজিন আরো বলেন, আমি হোমলেস হতে চাই না। আমার যদি জীবন থাকে, তাহলে আমাকে আমার ঘর ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্যও থাকতে হবে। এসময় প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীরা ভাড়া কমানোর দাবিতে স্লোগান দিতে রেন্ট রোল ব্যাক রেন্ট রোল ব্যাক বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

ভাড়ার খাড়া ছোট ছোট ব্যবসার ওপরও

নিউইয়র্কে প্যানডেমিকের ধাক্কা সামলে উঠে নগরীর ছোট ছোট ব্যবসায়ী উদ্যোগগুলো যখন আবার একটু দাঁড়াতে শুরু করেছে তখনই আসছে এক নতুন ধাক্কা। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর দোকান কিংবা ঘর ভাড়া বাড়ছে হু হু করে। বিভিন্ন কমিউনিটির ছোটো ছোট উদ্যোক্তরা এতে জটিল সমস্যার মুখে পড়ছেন। জ্যাকসন হাইটস, কুইনস,,ব্রুকলিন,,ব্রঙ্কস, জ্যামাইকা, অ্যাস্টোরিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একই চিত্র দেখা গেছে। কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে দোকান পাটের ভাড়া ১০ থেকে ১১ শতাংশ বেড়েছে। এখন বছর বছর এই ভাড়া বাড়াচ্ছেন দোকানগুলোর মালিকপক্ষ। ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্সের একটি নতুন বিশেষণে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ, ল্যাটিনো ও এশীয় ঘনবসতির এলাকাগুলোতেই ভাড়া বাড়ানোর ঘটনা বেশি ঘটছে। প্যানডেমিকের সময়ে যেসব ছোট ব্যবসায়ী কোনো ঋণ কিংবা আর্থিক সহযোগিতা পান নি তারা এই ভাড়া বাড়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন। আর এধরনের বাণিজ্যিক ভাড়াটিয়াদের জন্য কোনো সুরক্ষা না থাকার কারণে এখন তাদের ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম। অথচ প্যানডেমিকের সময়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে ফের চাঙ্গা করে তুলতে এই ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। নিউইয়র্কে মাইনরিটি কমিউনিটিগুলোর ইমিগ্র্যান্টরাই এসব ছোট ব্যবসার মালিক। আর তাদের উদ্যোগগুলোর কারণেই এখানে মধ্যবিত্তরা হাতের নাগালের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ ছাফ্রর পরিচালক অনিতা সিচারনকে উদ্ধৃত করে নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সংখ্যালঘুরা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ পাচ্ছেন না। আর তাদের এক নম্বর সমস্যাই হচ্ছে দোকান ভাড়া বৃদ্ধি। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ের সবশেষ প্রাপ্ত ড্যাটা বলছে, ওই দুই বরছে ব্রুকলিনে দোকানপাটে প্রতি বর্গফুটের ভাড়া ২৩ শতাংশ বেড়ে যায়, ব্রঙ্কসে এই হার ছিলো ১৪ শতাংশ আর কুইন্সে ৯ শতাংশ। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড এই সময় ভাড়া বাড়ে নি। তবে ম্যানহাটনে ভাড়া ১১ শতাংশ কমানো হয়। ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্সের ড্যাটা বিশেষণ করে জানায় অ্যাসোসিয়েশন ফর নেইবারহুড অ্যান্ড হাউজিং ডেভেলপমেন্ট। কুইনসের বেশ কিছু অংশে এই ভাড়া ৩৮ শতাংশ বেড়েছে। আর ব্রঙ্কসের কনকোর্স ও হাই ব্রিজসহ বিভিন্ন অংশে এই বৃদ্ধির হার ৩৩ শতাংশ। অথচ কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের আগে এসব এলাকায় বছরে দোকান ভাড়া ৩ শতাংশের বেশি হারে বাড়ার নজির নেই। অ্যাসোসিয়েশন ফর নেইবারহুড অ্যান্ড হাউজিং ডিপার্টমেন্টের একটি জরিপে দেখানো হয়েছে কুইন্সের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ীই জানাচ্ছেন গত বছরে তাদের ভাড়া অন্তত ১০ শতাংশ বেড়েছে।

কী বলছে মেয়র অফিস

মেয়র অফিসের মুখপাত্রের বরাতে ওই খবরে বলা হয়েছে, ছোট ব্যবসায়ীরা যাতে টিকে থাকতে পারে তার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। মেয়র কার্যালয় থেকে কমার্শিয়াল লিজ অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় এই সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। ছোট ব্যবসা-উদ্যোগকে আইনি সহায়তা দিতেই এই কর্মসূচি। যার মাধ্যমে এরই মধ্যে ২০০০ ব্যবসায়ী উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে জানান ওই নারী মুখপাত্র।

তবুও নতুন ব্যবসা খোলার হিড়িক

তবে দোকান ভাড়া বাড়লেও নিউইয়র্কে নতুন ব্যবসা খোলারও হিড়িক পড়ে গেছে। ইউএস চেম্বার অব কমার্সের একটি উপাত্ত জানাচ্ছে ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত এখানে নতুন ব্যবসা খোলার আবেদনের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বেড়েছে। আর কেবল ব্রঙ্কসে এই বৃদ্ধির হার ৬৬ শতাংশ।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY







রেখা আহমেদ-কে বিশেষ সম্মাননা নববর্ষ পদক প্রদান

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরন উদযাপন

নিউইয়র্ক: জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন সম্মিলিত ভাবে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমী ভবন প্রাঙ্গনে গত ১৩মে আয়োজন করে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরন অনুষ্ঠান। দিনব্যাপী এই আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ করা হয়।

উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক বাঙালী পত্রিকা'র সম্পাদক কৌশিক আহমেদ এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত আইনজ্ঞ ও সমাজকর্মী এস. এম আব্রাহাম লিংকন। সকল বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইদের সম্মিলিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি শমিত মন্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক দুররে মাকনুন নবনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এর সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি, চট্টগ্রাম এলামনাই এসোসিয়েশন এর সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারন সম্পাদক আসলাম আহমাদ খান এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাম-নাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ সভাপতি মিজানুর রহমান।

বাংলা নাট্যাঙ্গনে বিশেষ অবদানের জন্য রেখা আহমেদ এবং করোন-াকালীন বাংলাদেশী কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য টিবিএন ২৪ কে বিশেষ সম্মাননা নববর্ষ পদক প্রদান করা হয়। টিবিএন ২৪ চ্যানেলের পক্ষে সম্মাননা গ্রহন করেন সিইও আহমদুল বারোভূইয়া পুলক এবং কো-ফাউন্ডার হাবিব রহমান।

সাংস্কৃতিক পর্বে প্রথমেই ছিল প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগরের বিশেষ পরিবেশনা। তারপর একে একে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব পরিবেশনা নিয়ে হাজির হন। সবশেষে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আরজিন কামালের সংগীত পরিবেশনা মধ্যরাত পর্যন্ত চলে।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা নববর্ষ উদযাপন কমিটির আহবাহক ছিলেন শমিত মন্ডল, সদস্য সচিব দুররে মাক-নুন নবনী, যুগ্ম আহবায়ক সাইদা আকতার লিলি, সাবিনা শারমিন নিহার, আব্দুল্লাহ জাহিদ এবং মিজানুর রহমান, সাংস্কৃতিক কমিটির দায়িত্বে ছিলেন মেরীস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মোহাম্মদ নাসির উল্লাহ, শামীম আরা বেগম, তামান্না শবনম পাপড়ি, শারমিন আক্তার রেক্সোনা, গোলাম মোস্তফা, অনুপ দাস, আকলিমা রানা চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির দায়িত্বে ছিলেন খালেদ মনির জোসেফ ও লিটু আনাম, মঞ্চ পরিকল্পনায় আকতার আহমেদ ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাইয়্যেব, অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন আশুতোষ সাহা, সুজিত পাল এবং মোহাম্মদ রহমান পলিন এবং সার্বিক সমন্বয়তোর দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ জামান মনির। অনুষ্ঠানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগর সেজান আহমেদ, আর পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শামীম আরা বেগম ও গোলাম মোস্তফা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



1000 Shades of Women International

থাউজেন্ডস শেডস অফ উইমেন ইন্টারন্যাশনাল
এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

আমেরিকার বাঙালি সমাজে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর ম্যানেজার (Manager) **শিউলী বেগম (Sheuly Begum)** ও ইনটেক ম্যানেজার (Intake Manager)**কানিজ সুলতানা (Kaniz Sultana)** নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ সম্মানে ভূষিত।



দেশ ও কমিউনিটির জন্য অনন্য অবদানের স্বীকৃতি



জাতিসংঘের উইমেন অব ওয়েলথ গ্লোবাল মাদার্স ডে ড্যানি গ্লোভার পাওয়ার অফ ড্রীম অ্যাওয়ার্ড পেলেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, বাংলাদেশ লিবারেশন অ্যাওয়ার্ড '৭১

চেয়ারম্যান এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার

প্রেসিডেন্ট, ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস

প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক, আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com



সাহিত্য সাময়িকী

কবে যে ভাসাবে বলো
দুখু বাঙাল

ক্রন্দন শেষে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির চেয়ে ফুলো চোখ
তোমাকেই বড়বেশি শুদ্ধ মনে হয় ।

মনে হয় পবিত্রতা আর উদারতার দিঘিজলে
পদ্মের পাপড়ির ফাঁকে গুঁজে দিয়ে এলে তুমি
মালিন্যের অরণ্য আঁধার ।

অতঃপর ধীরলয়ে উবে যেতে থাকে সব আত্মার
মেঘরাশি- সমূহ সংশয় ।

সমুদ্র গভীরে নয়- চোখের জলেই বুঝি ছায়া ফেলে
একমাত্র অশ্রুশূন্য স্বয়ং ঈশ্বর ।

কবে যে ভাসাবে বলো মেঘশূন্য অলোক বর্ষায়!

ভেলেলা, ভেলেলা
জেবুন্নেছা জোৎস্না

ভেলেলা, আহা ভেলেলা ! বাই দ্যা উইন্ড সেইলর! সে
উষ্ণ উত্তাল সমুদ্রে, ছোট অবতল বোতামের
দেহে নীল রঞ্জকতা ; অনিন্দ্য সুন্দর স্রোত-ভেলা!
স্ফটিক ডানায় ভেসে! জল ছেড়ে এলে যে অবেলা!

ভেলেলা, ওহে ভেলেলা! সৈকতে নীল ছোপের মেলা!
বোধের কোষ রোদেলা সূর্য শুষে নেয় নীল ব্যথা!
শুনেছি, যা কিছু হয়, ভালোর জন্যে সেটা নিশ্চয়-
বাতাস নাবিক কেন অলক্ষ্যে করে যে প্রবঞ্চনা?

ভেলেলা, ওহ্ ভেলেলা! জীবন করে শুধুই খেলা!
নিঃশেষ অবধারিত; ছড়ালে তবু নীল মুগ্ধতা!
উপকূলে আসা ঢেউয়ে এলে তুমি, আর অবশেষে
হলে রঞ্জক বিহীন সাদা প্লাস্টিকের মৃত দলা!

ভেলেলা, উফ্ ভেলেলা । সাগরের জল, সৈকতের
বালু, পবন প্রেমিক, সূর্যের শোষক রশ্মির আর
তোমার ডুবুডুবু সে নীল সৌন্দর্যই আততায়ী !
জন্মালে মৃত্যু নিয়তি! তোমায় গ্রাসে মগ্ন প্রকৃতি!

ঝুলন্ত কাক ও একটি বিষাদসন্ধ্যা
অনিকেত সুর

পাকুড়পাতার ফাঁকে লবেজান লটকে আছে-

দুপুরের হঠাৎ-বৃষ্টির আগে এইখানে খুঁজেছিল ঠাঁই
এখন নিরুপায় ডানায় তার তির তির দুঃখঢেউ ওঠে
সুতার জটিল প্যাঁচ তবু সে খুলতে পারে না

বৃক্ষের গোপন কোটরে কেবল নিঃশব্দ অশ্রু জমে
এবং ঝুলন্ত ডানার ক্রন্দন মিশে যায় মেঘের ফোঁটায়
শশব্যস্ত পথচারীদের কেউ এ দৃশ্য দেখে না
এভাবেই সন্ধ্যা নামে
আবছায়া পাকুড়ের পাতাগুলি ছায়ামেঘে ঢেকে যায়
সেই বিষণ্ন ছায়ায় ঝুলে থাকে ছড়ানো দুইটি ডানা

আমারই মতো, উদ্ধাররহিত
ক্রমে-ঘন-হয়ে-আসা কোনও অচেনা অন্ধকারে...

মেলা
মেহেদী ইকবাল

হাতি ঘোড়া বিক্রি হচ্ছে
বড় আকারের বেশকিছু মাছ
ছোট এক শিশুর হাতে
আছে ধরা বেলুন কয়েকটা
ফেটে গেলে আবর্জনা
কফিশপে তামাশা ভীড়ের
নিরাপদ দূরত্ব রেখে হাঁটছে ময়ূরগুলো
কী যে ভাব ময়ূরগুলোর!

কী অদ্ভুত, উড়ার কথা ভুলে গিয়ে
পাখিরা আছে বসে বিক্রির আশায়!

মঞ্চের পেছনে কদর্য কত না ইতিহাস
পালক হারিয়ে মৃতপ্রায়

প্রকৃত ময়ূরগুলো
এখন আর যাচ্ছে না চেনা!

প্রেম মানেই আগুন
শারমিন সুলতানা রীনা

স্রোতস্রিনী নদী হয়েও
শামুকের মতো গুটিয়েছিলাম
ঘরে যার নিভু নিভু প্রদীপ
নিয়ন বাতিতে কি আসে যায়

প্রেম মানেই আগুন
ধরতে গেলে ঝলসে যেতে হয়
এই সত্যের বীজ বুনে
নিঃসঙ্গতাকে বানিয়েছিলাম সাথী

নক্ষত্রে বিদ্ধ হবে চোখ
তাই মাটির সাথে বেঁধেছি সখ্য

পুরতনের ধ্যানে চিনেছিলাম
নিয়তির নির্মম পরিহাস

হৃদয় নিয়ে লেন দেন করতে চাইনি
বিচ্ছেদের দেয়াল সইতে না
পারার যাতনায়

কাঠ ঠোকরার ঠোকরে ক্ষত বিক্ষত
তাকে ধনুক ছুঁড়ে কতটা মারবে?

প্যারাডক্স
এইচ বি রিতা

নিউরনের প্রতিটি ফায়ারিংয়ের সাথে,
আমার চিন্তারা ভূমিষ্ঠ হতে গিয়ে পা পিছলে যায়
তথ্য প্রেরণে গোলমাল হয় যোগাযোগ ।

সিন্যাপ্সিস-অন্তঃস্নায়ুসূত্র, অবজ্ঞা নিয়ে বার্তা পাঠায়
চিন্তার গতি, অনুভূতি থমকে যায় মুহূর্তেই
তারপর, একটি জটিল নাচ শুরু হয় কোথাও
একটি বিস্ময়কর নাচ! একটি বাস্তব নাচ!

সে নাচে তাল হারায় আমার কোষেরা
জন্মের গল্প শুনাতে কোষেরা তখন আর
নেটওয়ার্ক তৈরি করে না
কোথা থেকে এসেছি, কতদূর যাবো কিছুই তাই-
বুঝতে পারি না ।

বিস্ময় এবং চক্রান্তের বৈচিত্র্য নিয়ে মস্তিষ্ক ধরে আছে
একটি মহাবিশ্ব-তিন যুগ
এই মহাবিশ্ব তৈরিকারী নিউরনগুলিই কী তবে
প্যারাডক্সের মূল সারাংশ?

যদিও জানিনা
নারায়ন গুপ্ত

যে জীবন সীমানা পেরু তে চায়, যে জন নক্ষত্রের দেহতত্ত্ব বো ঝে,
যে হৃদয় সীমা ন্তের রহস্য উ ন্মোচ নে উদগ্রীব- আমি তার সঙ্গী হ তে
চাই; য দিও জা নি না, কোথায় দাঁড়া লে পাব মা টির গভীরতা, জা নি ন্ত্র-

কেবল মৃ ত্তিকা-আঁধা রে পিঁপ ড়া কে হাঁট তে দে খি । পিপ ড়েরা দেহান্তরের
ফ সিল ছুঁয়ে বারবার বের হ য়ে আসে প্রত্নত ত্বের আক রিক নিদর্শন
নি য়ে, তাদের উজ্জ্বল স্পৃহার শ্রি দে খে পড়ন্ত শ ক্তিও নিন্দার বেলুন ছু ঁড়ে;

দৃশ্য ত আ মি এই পিঁপ ড়ের সন্ধা নে ঢি বির গভী রে খুঁজি ক র্মের
প্রশস্তপথ । পিঁপ ড়েদের দেয়াল পেরু তে কো নো বৈধ পাস পোর্টের
প্রয়োজন প ড়ে না ।

একদল প্রায়ান্ধ ফেরারী জা নে না তা, কেবল ঝু টো সম্মোহ ণে
এ দিক ও দিক ঘো রে আর ব লে, সীমানা অ নেক দূর-
প্রায়শ্চি ত্ত হ লেই ত বে সীমানা পেরু নো যায় ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

কান উৎসবে ভুল করে যে নামে ডাকা হলো উর্বশীকে



বিনোদন ডেস্ক: ঋষভ পন্তকে ঘিরে হামেশাই চর্চায় থাকেন উর্বশী রাউতেলা। তবে এবার পন্ত নয়, কান উৎসব নিয়ে আলোচনায় এই বলি তারকা। বুধবার (১৭ মে) সকালে সামাজিকমাধ্যমে তার কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩-এর প্রথম লুক দেখান তিনি।

প্রতি বছরের মতো এই বছরেও একাধিক নামজাদা ভারতীয় তারকা পা রেখেছেন কানের লাল গালিচায়। তাদের মধ্যে অন্যতম উর্বশী রাউতেলা। প্রথম দিন গোলাপি গাউনে সেজেছিলেন উর্বশী। গোলাপি বল গাউনে ডিজনি প্রিন্সেসের অবতারে ধরা দেন উর্বশী। অফ শোল্ডার গাউনের সঙ্গে গলায় পরেছিলেন সরীসৃপের আদলে তৈরি গহনা, যা নিয়ে চর্চা কম হয়নি।

দ্বিতীয় দিনেও আরও বেশি করে চর্চায় উর্বশী। কমলা রঙের একটি গাউন পরে কানের লাল গালিচায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। তবে তাকে দেখে উর্বশী বলে চিনতেই পারেননি সেখানে উপস্থিত আলোকচিত্রীরা। তাকে অন্য এক তারকা ভেবে ভুল করে বসলেন চিত্রগ্রাহকরা। উর্বশী রাউতেলাকে ঐশ্বর্যের নামে ডেকে বসলেন আলোকচিত্রীরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

এ ঘটনায় রীতিমতো রেগে আগুন ঐশ্বর্যের অনুরাগীরা। তবে আলোকচিত্রীদের এই ভুলে এতটুকুও রাগ করেননি উর্বশী নিজে। বরং ঐশ্বর্যা ডাক শুনে হেসেও ফেলেছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে উর্বশীর প্রতিক্রিয়ার সেই ভিডিও।



৭৬তম কানের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা যেগুলো

বিনোদন ডেস্ক: প্রতি বছর ফ্রান্সের কান সমুদ্রসৈকতের তীরে বসে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ উৎসব 'ফেস্টিভ্যাল দে কান'। যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্তের নানা ভাষার নতুন সিনেমা দেখার জন্য উপস্থিত হন সিনেপ্রেমীরা। প্রতিবারের মতো কানের ৭৬তম আসরেও হতে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি আলোচিত সিনেমার প্রদর্শনী। তবে এর মধ্যে দর্শকের আগ্রহের শীর্ষে আছে আট সিনেমা।

পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের লুমিয়ের প্রেক্ষাগৃহে ৭৬তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হয় হলিউড সুপারস্টার জনি ডেপ অভিনীত ফরাসি সিনেমা 'জঁ দ্যু ব্যারি'। এবারের আয়োজনের প্রথম দুদিন যেন তাকে ঘিরেই সাজানো ছিল। দর্শকরাও সিনেমার প্রদর্শনী শেষে স্ট্যান্ডিং ওভেশন জানান দীর্ঘদিন পর পর্দায় কামব্যাক করা এ অভিনেতাকে। এদিকে, বহু বছর পর কানে ফিরছেন বিখ্যাত পরিচালক মার্টিন স্করসিসি তার নতুন সিনেমা 'কিলার্স অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন' নিয়ে। মুখ্য ভূমিকায় রবার্ট ডি নিরো, ডি ক্যাপ্রিও'র মতো তারকারা আছেন। সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমাটি তৈরি করতে দুবছর সময় লেগেছে স্করসিসির। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে এ সিনেমার স্ক্রিনপ্লে হবে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটেরও বেশি!

অন্যদিকে ১৫ বছর পর ঘটছে বিখ্যাত অভিযাত্রী ইন্ডিয়ানা জোন্সের বহুল প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন। 'ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য ডায়াল অব ডেস্টিনি' ফ্রান্সে মুক্তি পাবে আগামী ২৮ জুন। আর, কান উৎসবে সিনেমাটির প্রিমিয়ারের আগে লালগালিচায় হাঁটবেন অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড।

এদিকে প্রথমবারের মতো কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করছেন ব্রিটিশ পরিচালক জনাথন গ্লেজার। তার পরিচালিত 'জোন অব ইন্টারেস্ট'কে এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কান কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় তাদের ফিচার ফিল্ম প্রতিযোগিতায় স্থান দিয়েছে সিনেমাটিকে।

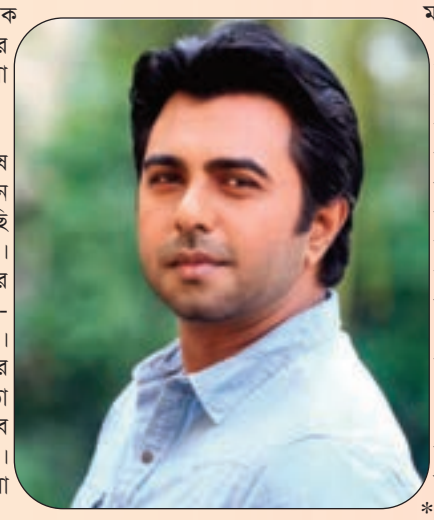
ব্রিটিশ পরিচালক মলি ম্যানিংয়ের প্রথম ফিচার ফিল্ম 'হাউ টু হ্যাভ সেক্স' কান উৎসবের আ সার্তে রিগা শাখায় প্রদর্শিত হবে। এ শাখায় সাধারণত বিশেষ আগ্রহের সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ব্রাজিলিয়ান-আলজেরিয়ান পরিচালকের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা 'ফায়ারব্র্যান্ড' 'পাম ডি অর' শাখায় নির্বাচিত হয়েছে। সিনেমাটিকে কান বিচারকরা 'ভৌতিক ঐতিহাসিক ড্রামা' বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে সব ছাপিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে ভারতীয় পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের নতুন সিনেমা 'কেনেডি'। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি লিওন ও রাহুল ভাট। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মিডনাইট স্ক্রিনিং বিভাগে প্রদর্শিত হবে এটি। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো সমাপনী চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হবে পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিওর ২৭তম সিনেমা 'এলিমেন্টাল'। সব মিলিয়ে কানের এবারের ৭৬তম আয়োজন যে বেশ জমজমাট হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

হ্যালো...

সমালোচনা কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়

বিনোদন ডেস্ক: এ সময়ের ব্যস্ত ও জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। নিয়মিত অভিনয় করছেন একক নাটকে। গত ঈদুল ফিতরে তার অভিনীত একাধিক নাটক প্রচার হয়েছে। বর্তমানে নতুন নাটক নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কাজ করছেন ওয়েব সিরিজেও। বর্তমান ব্যস্ততা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।



* বর্তমান ব্যস্ততা কী নিয়ে?

** রোজার ঈদের বিশ্রাম শেষে কাজ শুরু করেছি অনেকদিন হয়ে গেল। এখন করছি কুরবানির ঈদের কাজ। সম্প্রতি নতুন একটি নাটকের শুটিং করেছি। নাম 'আউটসাইডার'। এটি একক নাটক। সুন্দর একটি গল্প। আমার চরিত্রও দারুণ। এছাড়া কুরবানির ঈদের জন্য যেসব স্ক্রিপ্ট পাচ্ছি সেগুলোও পড়ছি। শিগ্‌গির বাছাইকৃত কাজগুলো শুরু করব।

* গত ঈদে আপনার অভিনীত নাটক থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

** ভালো সাড়া পাচ্ছি। অনেক নাটক ও ওয়েব সিরিজে কাজ করেছি। প্রচারে আসার পর দর্শকদের আগ্রহ ভালোই টের পাচ্ছি। এখন তো খোঁজখর নেওয়া সহজ। ইউটিউবে যখন দর্শকরা একক নাটক ও সিরিজ দেখে তখন সরাসরি মন্তব্য করেন। আমার অভিনীত 'প্রিয় পরিবার', 'জোছনাহারা', 'পথে হলো পরিচয়'সহ অনেক নাটক দেখে দর্শক ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমেও প্রশংসা করেছেন। গতবারের তুলনায় এবার অনেক কম নাটকে অভিনয় করেছি। পুরোনো কিছু কাজও প্রচার হয়েছে। আলাদা সব চরিত্র নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়েছি। এ কারণে নাটকগুলো দর্শক গ্রহণ করেছেন।

* মাঝে মাঝে তো সমালোচনাও করে দর্শক। সেটা কী মন খারপ করে দেয়?

** খুব বেশি সমালোচনা পাই না। তবে সমালোচনা পেলে নিজের কাজের প্রতি আরও যত্নবান হই। দর্শক আমার কাজের প্রাণ। তাদের সমালোচনাও আমার জন্য উপহার। সমালোচনা শুনলে আরও ভালো কীভাবে করা যায় সেটাই ভাবি। তাই সমালোচনা শুনে আমার একদমই মন খারাপ হয় না। বরং কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়।

* বর্তমানে টেলিভিশন নাটকের মূল্যায়ন কীভাবে করছেন?

** নাটকের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমার ধারণা সব সময়ই ইতিবাচক। অনেক নাটক হচ্ছে। তবে ভালো গল্পের দর্শক আছে, কিন্তু নাটক কম। বারবারই তা প্রমাণ হচ্ছে। সীমিত সময়, সীমিত বাজেট সবকিছুর মধ্য থেকেই আমরা কাজ করছি। তরুণ নির্মাতার পাশাপাশি অনেক নতুন শিল্পীও এসেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। অনেকেই ভালো কাজ উপহার দিচ্ছেন। সামনে আরও ভালো কাজ হবে। তবে সবার কাজের প্রতি উৎসাহী হতে হবে। শিল্পীদের ভাঙতে হবে। পাশাপাশি নির্মাতা প্রযোজকদেরও যত্নবান হতে হবে।

'আশায় আছি যাতে ওই দিনটা তাড়াতাড়ি আসে'

বিনোদন ডেস্ক: বেশ কয়েক বছর ধরে আড়ালে-আবডালে প্রেম করার পর ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর ধুমধাম করে বিয়ে করেছেন বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল ও অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কইফ। বছর দেড়েক আগে বিয়ে করা এই দম্পতি এবার একসঙ্গে একই ছবিতে অভিনয় করছেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে ভিকি কৌশল বলেন, আমি খুব আশা করছি যাতে ওই দিনটা তাড়াতাড়ি আসে। সঠিক প্রস্তাব পেলে তো আমরা দুজনেই এক সঙ্গে কাজ করতে রাজি।

বলিউড পরিচালক ও প্রযোজক কর্ণ জোহরের 'কফি উইথ কর্ণ' টক শোয়ে গিয়ে ভিকির কথা প্রথম উল্লেখ করেন ক্যাটরিনা। তাকে ভিকির সঙ্গে পর্দায় ভাল মানাবে বলে মন্তব্য করেছিলেন অভিনেত্রী।

সে কথা কর্ণ পরের একটি পর্বে ভিকিকে জানাতেই, মজার ছলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করেন



অভিনেতা। তারপরেই নাকি জোয়া আখতারের এক পার্টিতে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন ভিকি ও ক্যাটরিনা। তাদের সেই বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। কয়েক বছরের প্রেমের পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে করেন এই যুগল।

সাংবাদিক প্রবেশে নতুন যে শর্ত দিল এফডিসি

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (বিএফডিসি) প্রবেশের জন্য সাংবাদিকদের 'নতুন শর্ত' দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে ক্যামেরা নিয়ে চাইলে সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না সাংবাদিকরা। অনুমতি পেলেই ভেতরে যেতে পারবেন।

গত ১৬ মে মঙ্গলবার বিএফডিসির পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) যুগ্ম সচিব মো. ঈশান আলী রাজা বাঙালি স্বাক্ষরিত এক দাপ্তরিক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।



অফিস আদেশে বলা হয়, এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, করপোরেশনের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি অংশীজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেখানে যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্র নির্মাণের আবেদন ফি ২৫০ টাকার বদলে ৩০০ টাকা নির্ধারণ, সংবাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিডিয়ার ক্যামেরা প্রবেশ করলে অবশ্যই বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর নিজস্ব লেটার হেডপ্যাডে আবেদন করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।



সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিসিবি সভাপতি

‘আপনারা একটা দল তৈরি করে দিন না’

স্পোর্টস ডেস্ক: কথাটা মজার ছলে বলা। সামনে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ দলে মাহমুদউল্লাহর থাকা, না-থাকা নিয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে নিরন্তর। কাল মিরপুরে তাতে নতুন রসদ জোগালেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান। বিশ্বকাপ দলে মাহমুদউল্লাহকে কি দেখছেন? এই প্রশ্নে তার উত্তর, ‘আমি চিন্তা করছি, আপনাদের কাছে নাম চাইব। একটা সেরা একাদশ তৈরি করে দেন।’

পরক্ষণে তার সংযোজন, ‘তামিম, লিটন, শান্ত, হৃদয়, মুশফিক, সাকিব-এই ছয়জনের মধ্যে মনে হয় না যে, কাউকে বাদ দেবেন আপনারা। আফিফ, মাহমুদউল্লাহ ও মোসাদ্দেকের মধ্যে যে কেউ খেলতে পারে। ওপেনিংয়ে ভালো পারফর্ম করছে নাঈম শেখ ও বিজয়। তারাও আসতে পারে। আমি জানি না কে আসবে। আমার ধারণা, নির্বাচকরা বাড়তি একজনকে নেবেন ওপেনিংয়ে।’

বিসিবি প্রধানের ধারণা, বিশ্বকাপ দলে পেসার থাকবেন তিনজন। সাকিব খেললে একজন স্পিনার। আবার চারজন পেসারও খেলতে পারেন বলে মনে করেন তিনি। আবার মেহেদী হাসান মিরাজকে কেউ বাদ দিতে বলবেন না, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত নাজমুল হাসান।

ফিল্ডিং পার্থক্য গড়ে দেয় এ কথা উল্লেখ করে নাজমুল হাসান বলেন, ‘এক্ষেত্রে আফিফ ও মোসাদ্দেক এগিয়ে মাহমুদউল্লাহ থেকে। ব্যাটিংটা যদি বিবেচনা করেন, তাহলে মাহমুদউল্লাহ ও আফিফ-এ দুজন থাকতে পারে। আবার বোলিংয়ের কথা ভাবলে মোসাদ্দেক ও আফিফ। মাহমুদউল্লাহও থাকতে পারে।

তবে ফিল্ডিংয়ে সবার উপরে আফিফ। মোসাদ্দেক ও মাহমুদউল্লাহর চেয়ে সে হতে পারে ভালো।’



বিশ্বকাপে যে তিন পেসার খেলতে পারেন

স্পোর্টস ডেস্ক: অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের দল নিয়ে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। বৃহস্পতিবার (১৮ মে) মিরপুরে সাংবাদিকের বিশ্বকাপ দল নিয়ে বিসিবি বস বলেন, আমার ধারণা বিশ্বকাপে তিনটা পেসার খেলবে। সাকিব যদি খেলে একজন স্পিনার খেলবে। পাঁচটা বোলার ছাড়া তো বিশ্বকাপে খেলবেন না।

তিনি আরও বলেন, হাসান মাহমুদ আছে, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, এবাদত হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান আছে। যে কেউ খেলতে পারে। চারজন পেসারও খেলতে পারে।

তবে অলরাউন্ডার মেহেদি হাসানা মিরাজ প্রসঙ্গ পাপন বলেন, আমার মনে হয় না কেউ মিরাজকে বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলবে।

বৃহস্পতিবার মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসব কথা বলেন পাপন।

বিশ্বকাপ দলে মাহমুদউল্লাহর থাকা নিয়ে যা বললেন পাপন

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতে অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের থাকা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, ব্যাটিংয়ের দিক থেকে বললে আফিফ হোসেন ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ দুজনই থাকতে পারে।



তিনি আরও বলেন, ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি চোট থেকে ফিরে আসার পর তেমন কোনো পারফরম করেনি। বোলিংয়ের কথা ভাবলে এগিয়ে থাকবে আফিফ হোসেন ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। মাহমুদউল্লাহও হতে পারে। তবে ফিল্ডিংও যদি চান তাহলে আমার মনে হয় মোসাদ্দেক ও মাহমুদউল্লাহর চেয়ে ভালো হতে পারে আফিফ।

বিশ্বকাপ দলে ৭ নম্বর পজিশন নিয়ে বোর্ড সভাপতি আরও বলেন, কোনো কারণে পাঁচ বোলার নিয়ে খেললে একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান খেলানোর সুযোগ তৈরি হয়। ওখানে এখন স্কোয়াডে আছে ইয়াসির আলী রাব্বি। স্কোয়াডে নেই কিন্তু যেকোনো সময় ঢুকতে পারে আফিফ, মাহমুদউল্লাহ, মোসাদ্দেক।

তিনি আরও বলেন, যদি আমি পাঁচ বোলার নিয়ে খেলি কোনো কারণে একটা বোলার চোটে পড়লে বলটা করবে কে? এ জন্য অলরাউন্ডার পেলে ভালো হয়। প্রধান নির্বাচক কী করবে আমি জানি না। আমি আমার কথা বলছি।



বড় সুসংবাদ পেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি (আইএল টি-টোয়েন্টি) টুর্নামেন্টের প্রথম আসর বসেছে চলতি বছরই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টটি প্রথম আসরেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আসরটিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়নি পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটার।

তবে আগামী আসরে খেলতে পারবেন বাবর-আফ্রিদিরা। আগামী আসর থেকে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জন্য দরজা খুলে যাচ্ছে এই ফ্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার। খবর ক্রিকেট পাকিস্তান ও জিও সুপার টিভি।

আইএল টি-টোয়েন্টির গত আসরে ফখর জামান, মোহাম্মদ হাসনাইনদের খেলার কথা ছিল। আজম খানকে দলেও নিয়েছিল ডেজার্ট ভাইপার্স। যদিও তাদের খেলার জন্য অনাপত্তি পত্র দেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

তবে আগামী আসর থেকে তাদের আর খেলতে বাধা নেই। তবে একটাই শর্ত– পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) বা জাতীয় দলের খেলার মধ্যে যথেষ্ঠ বিরতি থাকতে হবে।

আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়েছে বিশ্বের সব নামিদামি ক্রিকেটারদের। সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির ক্রিকেটারদের দেওয়া হয়েছে চার লাখ ৫০ হাজার ডলার করে। শাহিন আফ্রিদি, বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ৯ লাখ পর্যন্ত অফার করা হয়েছিল বলে গুঞ্জন উঠেছিল।

এমনকি তাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তিরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পিসিবির অনাপত্তিতে সব কিছুই ভেস্তে গিয়েছিল শেষ দিকে। পিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি আইএল টি-টোয়েন্টির প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়েছেন। পিএসএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সাম্প্রতিক মিটিংয়ে তিনি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ছাড় দেওয়ার পক্ষে রাজি হয়েছেন।





মেক্সিকোতে কার রেসিং শোতে গোলাগুলি, নিহত ১০

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মে : উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে গোলাগুলিতে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৯ জন।

শনিবার মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে একটি কার রেসিং শোতে গোলাগুলিতে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। খবর রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি কারশোতে বন্দুক হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় পৌর সরকার জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এনসেনাডা শহরের সান ভিসেন্টে এলাকায় অল টেরেন কার রেসিং শো চলাকালীন এ হামলার ঘটনা ঘটে। ৯১১তে রিপোর্ট করা বিবরণ অনুসারে, দুপুর সোয়া ২টার পর লম্বা বন্দুকধারী লোকেরা একটি ধূসর ভ্যান থেকে বেরিয়ে গ্যাস স্টেশনে কার রেসিং শোতে অংশগ্রহণকারীদের ওপর গুলি করতে শুরু করে।

মিউনিসিপ্যাল ও স্টেট পুলিশ, মেরিনস, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং মেক্সিকান রেড ক্রসসহ অন্যান্য সংস্থা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

মেয়র আরমান্দো আয়ালা রোবেলস বলেছেন, প্রাদেশিক অ্যাটর্নি জেনারেল রিকার্ডো ইভান কার্পিও সানচেজ গোলাগুলির ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেছেন।

অবশেষে বাখমুত দখল করল রাশিয়া, সেনাদের উদ্দেশ্যে যা বললেন পুতিন

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মে : ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুত শহর পুরোপুরি দখলে নিয়েছে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী। এতে করে বাখমুতে টানা কয়েক মাসের দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার মস্কো এ দাবি করে। এ ছাড়া বাখমুত দখলে নিয়োজিত সেনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। খবর রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব ইউক্রেনের ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর বাখমুত পুরোপুরি দখল করা হয়েছে বলে শনিবার দাবি করেছে রাশিয়া।



ইউক্রেনের বৃহৎ এই সমতল শহরটিতে হামলার নেতৃত্বে ছিল রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের সেনারা।

ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভজেনি প্রিগোজিন আগের দিন বলেছিলেন, তার সেনারা শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনীয়দের শহরের অভ্যন্তরে সর্বশেষ এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলছে, সোভিয়েত আমলে বাখমুতের নাম ছিল আর্টিওমভস্ক। বাখমুতের দখল গত ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে সংঘাতে মস্কোর প্রথম বড় বিজয় হিসেবে মনে করা হচ্ছে। মূলত মাসের পর মাস ধরে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় এই শহর দখলে নিতে লড়াই চালিয়ে গেছে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী। তাই এই শহরের দখল রাশিয়ার জন্য বিরল সাফল্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাখমুতের দখল নিয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক লাইনের বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ওয়াগনার অ্যাসল্ট ইউনিটের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের ফলে এবং আর্টিলারি ও সাউদার্ন গ্রুপ অব ফোর্সের বিমান হামলার মাধ্যমে আর্টিওমভস্ককে মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

বাখমুত দখল নিয়ে ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভজেনি প্রিগোজিন যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি শনিবার দিনের শুরুর দিকে অস্বীকার করেছিল ইউক্রেন। তবে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় এই শহর দখলে নেওয়া নিয়ে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের পর ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

এদিকে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের এই শহরটি দখল করার জন্য সেনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, এই লড়াইয়ে অংশ নিয়ে যারা অন্যদের চেয়ে নিজেদের আলাদা করেছে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

এর আগে রাশিয়ার পতাকা এবং ওয়াগনার ব্যানারধারী যোদ্ধাদের সামনে দাঁড়িয়ে শনিবার এক ভিডিওবার্তায় ইয়েভজেনি প্রিগোজিন বলেন, 'শনিবার দুপুর ১২টায় বাখমুত শহরকে সম্পূর্ণভাবে দখলে নেওয়া হয়েছে। আমরা শহরের প্রতিটি ঘর ও স্থাপনা দখল করে নিয়েছি।'

প্রিগোজিনের এ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইউক্রেনের সামরিক মুখপাত্র সের্হি চেরেভাতি রয়টার্সকে বলেছিলেন, 'এটি সত্য নয়। আমাদের ইউনিট বাখমুতে যুদ্ধ করছে।' তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাখমুত দখলের ঘোষণা দেওয়ার পর ইউক্রেনের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যে কারণে একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করলেন যুবক!



ঢাকা ডেস্ক, ২১ মে : একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করে আলোচনায় এসেছেন ভারতের রাজস্থানের এক যুবক। জানা গেছে, পাত্রের ইচ্ছাতে এই কাণ্ড ঘটেনি। বরং প্রস্তাব এসেছিল পাত্রীপক্ষ থেকেই। এমন প্রস্তাব কেন দেওয়া হলো? রাজি হলেন কেন যুবক?

সাম্প্রতি এই অভিনব বিয়ের ঘটনাটি রাজস্থানের টোঙ্ক জেলার।

বাবু লাল মীনা টোঙ্কের সিন্দা এলাকার বাসিন্দা। বাবু লালের মেয়ে কান্তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন যুবক ওম হরি মীনা। ওম স্নাতক। অন্যদিকে কান্তা উর্দু নিয়ে এমএ পাশ করেছেন। ওমকে অপছন্দও হয়নি কান্তার। তথাপি বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে দ্বিধায় পড়েন তরুণী। কারণ তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছোট বোন সুমন। সকাল থেকে রাত অবধি যার দেখভাল করতে হয় কান্তাকেই। ক্লাস এইটের বেশি পড়তে পারেননি সুমন। দিদির সাহায্য ছাড়া এক পা চলতে পারেন না।

বোনের কথা ভেবেই ওমকে অভিনব প্রস্তাব দেন কান্তা। জানান, বিয়ের পর সুমন তার সঙ্গে থাকবে। এমনকী আমাকে বিয়ে করতে হলে সুমনকেও বিয়ে করত হবে। শুরুতে অস্বস্তিতে পড়লেও শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করতে রাজি হন ওম।

গত ৫ মে কান্তা ও সুমনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন যুবক। ওম জানিয়েছেন, তিনি সুমনকে বিয়ে করতে চাননি। কিন্তু পাত্রীপক্ষ বোঝায়, মানসিক অসুস্থতার কারণে ওর বিয়ে হবে না। সে কারণেই একসঙ্গে তিনজনের সাত পাকে বাঁধা পড়া।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR



রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলো সৌদি

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৪)
ঢাকা ডেস্ক, ২১ মে : রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে সৌদি আরব তার নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছে। সৌদি আরব বলেছে, তারা এই ইস্যুতে ইতিবাচকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখবে।
সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারহান বিন ফয়সাল বলেন, তার দেশ এবং অন্য আরব দেশগুলো একই রকম নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখবে এবং দুই পক্ষের সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করবে।
গতকাল শুক্রবার সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
জেলেনস্কি কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে বলেন, কিছু আরব দেশ রাশিয়ার দখলদারিত্বের প্রতি অন্ধ সমর্থন দিচ্ছে।
ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরুর পর আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞায় অংশ নেয়নি সৌদি আরব। শুধু তাই নয়, তারা আমেরিকার অনুরোধ সত্ত্বেও তেলের উৎপাদন কমাতে রাজি হয়নি।

ইতালিতে ভয়াবহ বন্যাঃ গৃহহীন ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মে : ভয়াবহ বন্যায় উত্তর-পূর্ব ইতালিতে ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। আঞ্চলিক কর্মকর্তারা বলেছেন, ক্রমবর্ধমান বন্যা আরও অনেক ঘরবাড়ি গ্রাস করেছে। নতুন ভূমিধসে বিচ্ছিন্ন জনপদ।
শনিবার (২১ মে) এক প্রতিবেদনে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতালিতে ভয়াবহ বন্যার কারণে ৩০৫টিরও বেশি ভূমিধস হয়েছে। এমিলিয়া-রোমাগনা অঞ্চলে ৫০০টিরও বেশি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়েছে।
বন্যায় এমিলিয়া-রোমাগনা অঞ্চলের শহর ও শহরের রাস্তাগুলো নদীতে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৪ জন নিহত হয়েছেন।
এছাড়া, ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ক্রমবর্ধমান জলরাশি আরও ঘরবাড়ি গ্রাস করছে।
বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের কাজে সংশ্লিষ্ট একটি হেলিকপ্টার শনিবার লুগোর কাছে বিধ্বস্ত হয়। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, হেলিকপ্টারে থাকা চারজনের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন।
ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, গাড়িগুলো বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। বাড়িগুলো প্লাবিত হয়েছে। কিছু বাসিন্দা পানির রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন।



বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Realty Inc.
আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে


MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফোর্সার স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাওয়ার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

রোমে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০'র বর্ণিল উদযাপন

ইতালী: বাংলাদেশ দূতাবাস-এ বাংলা নববর্ষ-১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ মে এক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসব, সুমধুর গান, দৃষ্টিনন্দন নাচ এবং ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবারের মাধ্যমে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তুলে ধরা হয় এ বর্ণিল আয়োজনে। অনুষ্ঠানে ইতালীর পররাষ্ট্র ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রোমস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত/স্থায়ী প্রতিনিধি, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কূটনীতিকগণ ছাড়াও জাতিসংঘের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইতালির সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বাংলাদেশের অনারারী কনসালগণ এবং দূতাবাস ও মিলান কন্স্যুলেট এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান ও তাঁর সহধর্মিণী পেন্ডোরা চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথিদের বৈশাখের উত্তরীয় দিয়ে তাঁদের উষ্ণভাবে বরণ করে নেন এবং তাঁদের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দূতাবাস সম্মুখস্থ সড়কে আয়োজিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক বিদেশি অতিথিসহ দূতাবাস পরিবার এর সদস্যরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে











অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাঙালী সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনীতিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মানবজাতির বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দানের কথা উল্লেখ করে বলেন যে এটি বাংলাদেশের নববর্ষ উদযাপনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নববর্ষ আরো সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পহেলা বৈশাখকে সরকারী ছুটি ঘোষণা ও দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইতালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এশিয়া বিভাগের সেন্ট্রাল ডিরেক্টর মিনিস্টার আলেসান্দ্রা স্কিয়াভো অনুষ্ঠানে 'গেস্ট অব অনার' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইতালীতে বসবাসকারী বাংলাদেশ কমিউনিটির ভূয়সী প্রসংসার পাশাপাশি তাদের স্বকীয়তা ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে ইতালীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে ইতালীস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইতালীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইতালী-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইতালির লুমসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট বন্ধু ড. ফ্রান্সেস্কো জানিনি। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলা নববর্ষ উদযাপনের যে প্রচলিত রীতি, তা হাজার বছরের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালনের এক অনন্য নিদর্শন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে এ ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি নববর্ষ উপলক্ষে দূতাবাসের বর্ণিল আয়োজনের জন্য দূতাবাস-কে অভিনন্দন জানান এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভার পরে প্রবাসী বাংলাদেশী ও ইতালীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষত ইতালিয় শিল্পীর কণ্ঠে বাংলা গান অতিথিদের মুগ্ধ করে। নববর্ষ উপলক্ষে দূতাবাসের একটি রঙ্গিন ও দ্বিভাষিক প্রকাশনা অতিথিদের মাঝে বিতরণ করা হয় যা উপস্থিত সকলের মাঝে বাংলা নববর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহ্যগত দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ঐতিহ্যবাহী রকমারী বাংলাদেশী খাবারে আপ্যায়িত করা হয়। দূতাবাস প্রাঙ্গনে স্থাপিত পালকি, মেহেদী, পান ও ঝাল-মুড়ির স্টল ও পিঠা ঘর উপস্থিত বিদেশী অতিথিবৃন্দের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দূতাবাস-কে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক অনুসঙ্গ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় যা সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকলের মাঝে উৎসবের আমেজ তৈরী করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধি ঝাংববঃ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রংধরহ ড়ভ ৩০ অব, ঝাধরড়হ
এরষঃ ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



জিহ্বার ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

(শেষের পাতার পর)

জান্নাতের জিম্মাদারী নিবো ।"(বুখারী)

আলোচ্য হাদীসে জিহ্বার উল্লেখ হয়েছে । জিহ্বা মানুষের অতি মূল্যবান একটি অঙ্গ । ছোট্র এ অঙ্গটি মানুষের দুনিয়া-আখিরাতকে যেমন সুন্দর করতে পারে তেমনি তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে বরবাদও করে দিতে পারে । আল্লাহর দান এই অমূল্য নিয়ামতটি মানব জীবনের বহুবিদ উপকারে লাগে । বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে এর ব্যবহারের বিকল্প নেই । অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আপনি আপনার মনের ভাব আংশিক প্রকাশ করতে পারবেন কিন্তু কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ বা বিকল্প উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না । চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সাময়িক চিকিৎসার স্বার্থে বিকল্প উপায়ে খাদ্য দিতে পারেন । কিন্তু সেটি একেবারেই স্বল্প সময়ের জন্য ।

জিহ্বা নিছক খাদ্য গ্রহণ ও কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রের পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে । তাই জিহ্বার ব্যবহার থেকেই বুঝা যায় সে কতটুকু বুদ্ধিমান বা নির্বোধ, কে কতটা সভ্য বা অসভ্য । জিহবার ব্যবহারের ফলে কেউ সম্মানিত হয় কেউ হয় অপমাণিত । জিহ্বার ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় কে পরিশীলিত, ভদ্র, মার্জিত ও অধিক আল্লাহভীরু পক্ষান্তরে একই জিহ্বার ব্যবহার থেকে জানা যায় কে আল্লাহর ব্যপারে অপরিণামদর্শী নির্ভীক, অভদ্র, জংলী ও কুৎসিত । জিহ্বা মানুষকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের উপযোগী করে গড়ে তুলে । এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল সা: জিহ্বার ব্যবহারে সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । উপরের হাদীসটি এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব বহন করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি । আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়ে তার বেশী কাছে আছি । দু'জন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে । এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না ।"(সুরা ক্বাফ:১৬-১৮) অর্থাৎ আল্লাহ সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা যা মুখ থেকে বের করবে সে সম্পর্কে অবহিত । তাছাড়াও দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা তার প্রত্যেকটি কথা ও তৎপরতা লিপিবদ্ধ করছে । তার কোন কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না । শেষ বিচারে যখন তাদের দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কাজ পেশ করা হবে, তখন বলবে. যে, কি আশ্চর্যের বিষয় ছোট্রি ও ক্ষীণ জিনিসটিও বাদ পড়েনি ।

হযরত উকবা ইবনে আমের রা: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! নাজাত কিসে? তখন রাসুলুল্লাহ সা: বললেন: "তুমি তোমার জবানকে হেফাজত করো, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যতেষ্ট হয়, তুমি তোমার ভুলের জন্য কান্না করো ।" (তিরমিযি) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত । আল্লাহর রাসুল সা: বলেছেন, "সে-ই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকলে নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে ।" (বুখারী:১০, মুসলিম ও আহমাদ) আবু মুসা রা: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইসলামে কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন: যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে ।"(বুখারী:১১, মুসলিম ও আহমাদ) সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফি রা: বলেন, "একবার আমি রাসুলুল্লাহ সা:-কে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য কোন বিষয়টি সর্বাধিক ভয়ংকর বলে আপনি মনে করেন? তখন রাসুলুল্লাহ সা: নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটা (অর্থাৎ জিহ্বা) (তিরমিযি)

জিহ্বা অতি দ্রুত চলনশক্তি সম্পন্ন একটি যন্ত্র । চঞ্চল তরঙ্গের মতো চঞ্চল বলে, কোন সময় সে চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও অস্থির হয়ে থাকে । ফলে নিয়ন্ত্রণশক্তি হারিয়ে তার মুখ থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, পরচর্চা, গিবত, অভিশাপ, খোঁটা ও চোগলখোরির মতো মৌলিক নিষিদ্ধ কথাগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে । যেহেতু সুরা ক্বাফ এর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,"এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না ।" তাই জিহ্বার ব্যবহারকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে ।"(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত:৪২৪৩) জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে । কিন্তু কেউ যদি জিহ্বা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে এই জিহ্বা তাকে সহসাই জাহান্নামে পৌঁছে দেবে । রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,"অধিকাংশ মানুষ জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত গোনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে ।"(তিরমিযি) হযরত বেলাল বিন হারিস রা: বলেন, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার কল্যানের কথা সে ধারণাই করতে পারে না অথচ তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন । আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অকল্যাণের কথা সে ধারণাই করতে পারে না অথচ তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন ।"(তিরমিযি ও মুয়াত্তা)

জিহ্বার নিয়ন্ত্রনের জন্য জিহ্বার পেছনের লোকটির মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক । নেপথ্যের লোকটি যে কালিমার ভিত্তিতে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেছে সেই কালিমা তাকে একটি সুন্দর ও পরিশীলিত জীবন ব্যবস্থা উপহার দিবে । সেই কালিমার নাম তাইয়্যেবা অর্থাৎ পবিত্র. ভদ্র ও পরিশীলিত । এই কালিমাই তার চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কথা-বার্তায় চিন্তার ছাপ, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য তাগিদ দেবে । যে জীবনধারার কোথাও কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হবে না । সর্বোপুরি আল-কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে এবং আল কুরআন অনুযায়ী কথা পরিত্যাগ করবে । আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চলার পথে কিছু জিনিসকে গ্রহণ করবে আবার কিছু জিনিসকে পরিত্যাগ করবে । তিনিই মুমিন তিনিই মুত্তাকী । আর এ মুমিন ও মুত্তাকীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অমূল্য উপহার হচ্ছে আল-কুরআন । কুরআন বলছে "মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না । তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র । আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন ।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮)

সুন্দরভাবে কথা বলা এর একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান: তাই আল্লাহ বলেছেন, "হে মু'মনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো । আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে ।"(সুরা আহযাব:৭০-৭১) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে ।" মু'মিন কখনো অশ্লীল, অশালীন ও গালি-গালাজ করতে পারে না । কারণ তিনি এমন এক পূত পবিত্র ও সর্বোত্তম কথা বলে ঈমান এনেছেন যেটিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'কালিমাতুত তাইয়েবা' বা 'পবিত্র কথা' বলে অভিহিত করেছেন । তাই মুমিন ব্যক্তির মুখ থেকে সর্বদা মধু বাক্য ঝড়বে এবং অন্যের কান যেটিকে শ্রুতিমধু বা মধুরবাণী হিসাবে গ্রহণ করবে । মুমিন কখনো অশ্লীল,অশালীন কথা,গালি-গালাজ,অভিশাপ তিরস্কার, ব্যঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, দাম্ভিকতা, গর্ব-অহংকার, কটুক্তি, দম্ভোক্তি, কুৎসা রটনা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না । এ গুলো কালিমা তাইয়্যেবার সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী আচরণ ।





রোমে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ এর বর্ণিল উদযাপন













বিশেষ প্রতিনিধিঃ ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস-এ বাংলা নববর্ষ-১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ মে ২০২৩ তারিখে এক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসব, সুমধুর গান, দৃষ্টিনন্দন নাচ এবং ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবারের মাধ্যমে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তুলে ধরা হয় এ বর্ণিল আয়োজনে। অনুষ্ঠানে ইতালির পররাষ্ট্র ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রোমস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত/স্থায়ী প্রতিনিধি, উলেখযোগ্য সংখ্যক কূটনীতিকগণ ছাড়াও জাতিসংঘের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইতালির সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বাংলাদেশের অনারারী কনসালগণ এবং দূতাবাস ও মিলান কন্সুলেট এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান ও তাঁর সহধর্মিণী পেন্ডোরা চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথিদের বৈশাখের উত্তরীয় দিয়ে তাঁদের উষ্ণভাবে বরণ করে নেন এবং তাঁদের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দূতাবাস সম্মুখস্থ সড়কে আয়োজিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রচুর বিদেশি অতিথিসহ দূতাবাস পরিবার এর সদস্যরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাঙালি সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনীতিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মানবজাতির বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ওহঃধহমরনষব ঈঁষঃঁৎধষ ঐবৎ-রঃধমব) হিসেবে স্বীকৃতি দানের কথা উলেখ করে বলেন যে এটি বাংলাদেশের নববর্ষ উদযাপনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নববর্ষ আরো সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পহেলা বৈশাখকে সরকারী ছুটি ঘোষণা ও দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের কথা উলেখ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এশিয়া বিভাগের সেন্ট্রাল ডিরেক্টর মিনিস্টার আলেসান্দ্রা স্কিয়াভো (অষবংংধহফৎধ ঝপযরধাড়) অনুষ্ঠানে "গেস্ট অব অনার" হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইতালিতে বসবাসকারী বাংলাদেশ কমিউনিটির ভূয়সী প্রসংসার পাশাপাশি তাদের স্বকীয়তা ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে ইতালীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে ইতালিস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি উলেখ করেন যে, ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইতালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইতালি-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন (কবুহড়ঃব ঝঢ়ববপয) ইতালির লুমসা (খঁসংধ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ ফ্রান্সেস্কো জানিনি (উৎ. ঋৎধহপবংপড় তধহরহর)। তিনি উলেখ করেন যে, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের যে প্রচলিত রীতি, তা হাজার বছরের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালনের এক অনন্য নিদর্শন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে এ ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি নববর্ষ উপলক্ষে দূতাবাসের বর্ণিল আয়োজনের জন্য দূতাবাস-কে অভিনন্দন জানান এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা সভার পরে প্রবাসী বাংলাদেশী ও ইতালিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষত ইতালিয় শিল্পীর কণ্ঠে বাংলা গান অতিথিদের মুগ্ধ করে। নববর্ষ উপলক্ষে দূতাবাসের একটি রঙ্গিন ও দ্বিভাষিক (নর ষরহমঁধষ) প্রকাশনা অতিথিদের মাঝে বিতরন করা হয় যা উপস্থিত সকলের মাঝে বাংলা নববর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহ্যগত দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ঐতিহ্যবাহী রকমারী বাংলাদেশী খাবারে আপ্যায়িত করা হয়। দূতাবাস প্রাঙ্গনে স্থাপিত পালকি, মেহেদী, পান ও ঝাল-মুড়ির স্টল ও পিঠা ঘর উপস্থিত বিদেশী অতিথিবৃন্দের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দূতাবাস-কে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক অনুসঙ্গ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় যা সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকলের মাঝে উৎসবের আমেজ তৈরী করে।









Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

রথ ভাবে আমি দেব-!

(শেষের পাতার পর)

সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন, কেউ টীকাটিপ্পনী কাটলেন বাংলাদেশ আমেরিকা থেকে কিছু না কিনলে তারা সব না খেয়ে মরে যাবে! কারও কাছে প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্য বাল্যখিল্যতা বা অপরিনামদর্শী। নানা আলোচনা, নানা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া প্রায় সব ইস্যুতেই কথাবার্তা বলেন। এসব নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়। কেউ হাসি-মস্করা করেন, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। আমি কিন্তু তার সব কথাকে অবান্তর বা ফালতু ম নে ক রি না। সব কথাই যে তিনি না বুঝে বলেন বা উদ্দেশ্য ছাড়া কোন মন্তব্য করেন, তাও না। তার যে কোন কথার পেছনের কথাগুলো জানতে চেষ্টা করি, কারন এবং উ দ্দে শ্য বোঝার চেষ্টা করি। প্রধানমন্ত্রী ম হোদয়ার সাম্প্রতিক ওই মন্তব্যের শা নে নজুল খুঁজ তে গিয়ে দশ/বারোদিন আগের একটা খবর সামনে আসে।

তার এবারের লন্ডন সফরকালে ১০টা এয়ারবাস কেনার জন্য বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্য সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং যুক্তরাজ্যের পক্ষে বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। খবরের বিশেষত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ এবার যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িংয়ের পরিবর্তে ফ্রান্সের নির্মিত এয়ারবাস কিনতে যাচ্ছে। এখানে অবশ্য কিছুটা অস্পস্টতা আছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বিমানমন্ত্রী থাকতে সালমান সাহেবকে কেন চুক্তিতে সই করতে হলো। দ্বিতীয়ত: সরাসড়ি কোম্পানীর সাথে না করে ভায়ামিডিয়া বা যুক্তরাজ্যের সাথে চুক্তি হলো কেন। তারা তো কোম্পানী থেকেই বিমানগুলো সংগ্রহ করবে! প্রাসঙ্গিক খবর হচ্ছে এই ক্রয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণসুবিধা পাবে এবং বিমানগুলো বাংলাদেশে এসে পৌঁছুতে ২০২৬ সাল লেগে যাবে।

অনেক দেরী। এর মধ্যে পদ্মা মেঘনা যমুনা বা টেমস নদীতে অনেক পানি গড়িয়ে যাবে।

আমার ধারনা প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার উপরিল্লিখিত কথার সাথে যোগসূত্রটা হচ্ছে এখানেই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই কিন্তু তিনি কথাটা বলেছেন। কার উদ্দেশ্যে! যুক্তরাষ্ট্র। কথা হচ্ছে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন কিনা তার ঠিক নাই, নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি এমন একটা চুক্তি করতে গেলেন কেন এবং বরাবর যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানী থেকে বিমান কেনা হলেও এবার ইউরোপে কেন যাওয়া হলো! তাহ লে কি যুক্তরাষ্ট্রকে দেখিয়ে দেওয়া হলো স্যাংশন দিয়েছে বলে তাদের থেকে বিমান কেনা হলো না। সেই সা থে এই চু ক্তির মাধ্যমে ইউরোপের দুইটা প্রভাবশালী দেশকে হাতে রাখা গেল যাতে ভবিষ্যতে কোন স্যাংশন এলে যেন তারা চুপ থাকে! যদিও আমেরিকার স্যাংশন এলে কোন কেনাকাটাই করা যাবে না কারন এসব ট্রানজেকশন হয় ডলারে।

হতে পারে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া ওই কথা বলে আমেরিকার ওপরে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে রাখলেন যাতে ভবিষ্যতে তারা নতুন কোন স্যাংশনের দিকে না যায়। অথবা এমন ইঙ্গিত দিলেন পরের টার্মের জন্য মেনে নিলে ওই চুক্তি বাতিল করে তাদের সাথেও নতুন করে হতে পারে! নির্বাচন নি য়ে সরকার যে এখন আমেরিকাকেই মূল প্রতিপক্ষ মনে করছে তা বলাই বাহুল্য। কারনও পরিষ্কার। এখন মোটামু টি প রিষ্কার সরকার যেভাবে নির্বাচন করিয়ে ক্ষমতায় থেকে যেতে চাইছে আমেরিকা তাতে সায় দিচ্ছে না। এ জন্যই যত রাগ আমেরিকার ওপর। বাড়তি নিরাপত্তা বাতিল গাড়ীতে পতাকা ওড়াতে দেওয়া হবে না- যে যেভাবে পারছে মনের ঝাল মিটিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগ পর্যন্তও কথা ছিল নির্বাচন কার অধীনে হবে, দলীয় সরকার না তত্বাবধায়ক সরকার। এখন এসে দাঁড়িয়েছে পরের টার্ম আওয়ামী লীগ কন্টিনিউ করবে কি করবে না। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে তত্বাবধায়কের অধীনে হলে আওয়ামী লীগ হেরে যাবে আর তাদের অধীনে হলে টিকে যাবে। উল্টোটা কেউ ভাবে না। তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগও যে জিততে পারে এটা খোদ আওয়ামী লীগও বিশ্বাষ করে না! যদিও তারা দাবী করে জনগন সব তাদের সাথে আ ছে, উন্নয়নের জোয়ারে ভাস তে ভাস তে আওয়ামী লীগকে এ সে ভোট দিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার সাম্প্রতিক কথাবার্তায় এটাই বোঝা যাচ্ছে, যে কোনভাবে একটা নির্বাচনের মকশো করে তিনি ক্ষমতায় থেকে যাবেন। এবং সে লক্ষ্যেই এগুচ্ছেন। বিরোধী দলের দাবী বা আন্দোলনকে কোন পাত্তাই দিচ্ছেন না। বলাই হ য়ে ছে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সহিসংতা করলে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। অর্থাৎ জেলে ঢোকানো হবে। জনজীবনে এত দূর্ভোগ, জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি গ্যাস বিদ্যুতের সংকট- কোন ভ্রুক্ষেপ নেই! দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তারা যতটা না কনসার্নড শতগুন চেষ্টা চলছে নির্বাচনের ফল যদি আমেরিকা বা পশ্চিমারা মেনে না নেয় কিভাবে ম্যানেজ করা যাবে বা আমেরিকা যদি নির্বাচন ইস্যুতে নতুন কোন স্যাংশন দেয় তা মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে! ভারত-রাশিয়া-চীন তিনটা বৃহৎ শক্তি অভিনন্দনের বার্তা অনেক আগেই রেডি করে রেখেছে। একমাত্র ম্যানেজ হচ্ছে না আমেরিকা। তাতেও সমস্যা ছিল না, চোর-ডাকাত-লুটেরারা সব তল্পিতল্পা ওখানে নিয়ে গুছিয়েছে। সবাই তটস্থ কার ঘাড়ে কখন স্যাংশনের খড়গ এসে নামে! সমস্যাটা হয়েছে এদেরকে নিয়েই। সবারই চাপ যে কোনভাবে আমেরিকাকে ম্যানেজ করতে হবে। অবশ্য একটা কথা বলে রাখা যায়, নির্বাচন যতই জাল-জালিয়াতির হোক আমেরিকা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ওপর কোন স্যাংশন দেবে না। ওরা অত পাগল না যে আর এক পাগলের কান্ডে নেচে একটা দেশের সর্বনাশ করবে। কারন তারা ভালোই জানে গোটা দেশের ওপর স্যাংশন দিলে মানুষ হাহাকারে পরে যাবে, গৃহযুদ্ধ শুরু হবে, দেশটা ধ্বংশের অতলে তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র না। বড়জোর তারা যেটা করতে পারে জালিয়াতির নির্বাচনের সাথে জড়িত কাউকে কাউকে স্যাংশন দিতে পারে, সেটা নির্বাচন কমিশন হতে পারে কোন বাহিনীর সদস্য বা আমলাও হতে পারে। নাইজেরিয়াসহ আরও কয়েকটা দেশের ক্ষেত্রে এমনটা করেছে। এই আশংকাকে মাথায় নিয়ে সরকারের ইচ্ছাপুরনে কে কতটা সহায়তা করবে তা অবশ্য এখনই বলা যাবে না। মানুষ তো কত কিছুই প্লান প্রোগ্রাম করে রাখে, সব হিসাব কি সব সময় ঠিক থাকে!



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

‘রোহিঙ্গাদের পাইলট প্রত্যাবাসন প্রকল্প’ বাস্তবায়নে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন চাইলেন রাষ্ট্রদূত মুহিত

নিউইয়র্ক: ‘আমরা জাতিসংঘ, আসিয়ান এবং আঞ্চলিক দেশগুলিকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের নিমিত্ত গৃহীত পাইলট প্রকল্পকে সমর্থন করতে এবং এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের সমাজে পুনরায় একীভূত হতে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানাই’।



গত ১৯ মে নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গাদের ওপর অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য পপ্রদানকালে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রদূত মুহিত নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন যে, উভয় পক্ষ রোহিঙ্গাদেরকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের নিমিত্ত একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে একদল রোহিঙ্গা প্রথম ব্যাচে মিয়ানমারে ফিরে যাবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের প্রত্যাবাসন করা হবে। তিনি আরো জানান যে, বিগত মে মাসের ৫ তারিখে, ২০ জন রোহিঙ্গার একটি দল মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গমণ করেন এবং সেখানে তাদের প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।

পাইলট প্রকল্পটিকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এর আওতায় রোহিঙ্গাদেরকে পারিবারিক ইউনিটে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার পর আবার যেন তারা সেখানে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের সম্মুখীন না হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত মুহিত। তিনি আরো বলেন, ‘রাখাইনে কনফিডেন্স বিল্ডিং পদক্ষেপের অংশ হিসেবে মানবিক ও উন্নয়ন অংশীদারদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য এবং এ লক্ষ্যে আমরা আঞ্চলিক সদস্য দেশগুলিকেও রোহিঙ্গাদেরকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফিরে যেতে সহায়তা করার আহ্বান জানাই’।

এ বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য এবং আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অংশগ্রহণ করে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা, অন্যান্যদের মধ্যে, ঘূর্ণিঝড় মোখা পরবর্তী সময়ে মিয়ানমারের বর্তমান মানবিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা মিয়ানমারের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আসিয়ানের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছায়, টেকসই এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং রাখাইনের অবস্থার উন্নতির জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





নিউইর্য়কে সাস্ট অ্যালামনাইয়ের পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভা

নিউইর্য়ক: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘সাস্ট’ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঈদ পুর্নমিলনী ও সাধারণ সভা ১৪ মে রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইর্য়ক সিটির এস্টোরিয়ায় অবস্থিত জালালাবাদ ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নিউইর্য়ক ও নিউজার্সী স্টেটের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত প্রায় অর্ধশতাধিক বাংলাদেশী প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণসহ সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র ও অতিথি শিক্ষকবৃন্দদের আলাপচারিতায় মুখর হয়ে উঠে পুরো অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল পরিচিতি পর্ব ও সাধারণ সভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ফরিদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রসায়ন বিভাগের চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী বেলায়েত চৌধুরী।

সভাপতির বক্তব্যে ফরিদ আলম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সাস্টিয়ানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সাস্টিয়ানদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন সাস্ট অ্যালামনাই অব ইউএসএ আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র এবং জুনিয়র, ব্যাচমেটসহ সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে আমাদের সাস্টিয়ান বন্ধনকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যা পরবর্তীতে সবার কাছে একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে উঠুক এটা সবার প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর এ.এইচ.এম বেলায়েত হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকদের দ্বারা একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত শিক্ষাকে পেশাগত জীবনে শতভাগ কাজে লাগাতে সক্ষম। যার প্রতিফলন শিক্ষার্থীরা দেশের গন্ডি পেরিয়ে উন্নত বিশ্বে গড়ে তুলছেন তাদের কাংখিত ক্যারিয়ার’।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন বর্তমানে এনওয়াইপিডির ক্রিমিনাল জাস্টিস ব্যুরোতে কর্মরত ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পলিমার সায়েন্সের দ্বিতীয় ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী লেফট্যানেন্ট সাজেদুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ লাভের পাশাপাশি নিউইর্য়ক পুলিশ বিভাগ, আই.বি.এম, গুগল, আমাজনের মত বিশ্বের নামকরা সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি লাভের ক্ষেত্রে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা অন্যান্যদের তুলনায় বেশ এগিয়ে রয়েছে।

এছাড়া বিশেষ অতিথিবৃন্দগণ আমেরিকায় অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতি শাবিপ্রবিতে অধ্যয়নরত মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদানে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন বোর্ড গঠিত হয়। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই সিলেকশন বোর্ড ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী ও ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠনে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নৈশ ভোজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাসুদ আলম, বেলায়েত চৌধুরী, মোঃ ফখরুল ইসলাম, সায়েদ জাবেদুর মুনির, আহমেদুর রহমান রণি, অসীম কুমার সরকার, আলমগীর হোসেন, মাহবুব আহমেদ মাসুম, আজহার আহমেদ, মো: মইনুল হোসেন বাবু, কাজী লিমন, মিসকাত জাহান, ফারহানা ইসলাম, দীপঙ্কর দাস দীপন, শাকির হোসেন, তাসফীক রহমান, মৌসুমী কাপালী, মোঃ জাবেদুল হক, মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, রাজেশ শাহা, ওবাইদুর রহমান, রিয়াদুল ইসলাম, শোয়েব চৌধুরী, আতাউল গণি আসাদ, মোঃ সাদিকুর রহমান সুফিয়ান, টিপু, আহমেদ ফাহাদ ও প্রদীপ্তা রায় প্রমুখ।

সভা শেষে আহবায়ক মোহাম্মদ ফরিদ আলম অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে এই ধরনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজনে সাস্টিয়ানদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

যৌথ নদী রক্ষায় সোচ্চার হোন

(শেষের পাতার পর)

জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে আলোচনা সভার আয়োজন করে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি) ।

গত ১৬ মে মঙ্গলবার ছিল ঐতিহাসিত ফারাক্কা লংমার্চ দিবস । ১৯৭৬ সালের এই দিনে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গঙ্গার পানি একতরফা প্রত্যাহারের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশের পানিপ্রাপ্তি ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে রাজশাহী থেকে সীমান্তের কাছে কানসাট পর্যন্ত এই লংমার্চের আয়োজন করেছিলেন । তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৭ সালের প্রথম গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । কিন্তু পরবর্তিতে এই চুক্তির মূল রক্ষাকবচ গ্যারান্টি ক্লজ বাদ দিয়ে সমঝোতা স্মারক এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । উজান থেকে পানি না আসলে বাংলাদেশের কিছুই করার থাকেনা । অন্যদিকে তিস্তাসহ ৫৪ যৌথ নদীর উজানে বাঁধ নির্মান করায় বাংলাদেশে এখন আর স্বাভাবিক বন্যা হচ্ছেনা । শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল শুকিয়ে গিয়ে মরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । তাই মাওলানা ভাসানীর ফারাক্কা লংমার্চ আজো প্রাসঙ্গিক ।

বক্তারা বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ নদীর বয়ে আনা পলি থেকে সৃষ্ট । নদীমাতৃ ক এই দেশের উপর দিয়ে সাগরে যাওয়া নদীগুলোর প্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় বাংলাদেশের ভৌগলিক অস্তিত্ব বিপন্ন । বিগত কয়েক দশক ধরে নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ না আসায়, বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে । মারাত্মক ক্ষতিকারক সাগরের পানির লবনাক্ততা উপকুল থেকে মানিকগঞ্জের আরিচা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে । দেশের প্রাকৃতিক প্লাবনভূমির অধিকাংশ এলাকায় এখন আর বর্ষার পানি আসেনা । ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছসহ অনেক জলজ প্রানী; শেওলা, শালুক, শাপলা এবং আরো অনেক জলজ উদ্ভিদ বহু জেলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । অন্যদিকে শুষ্ক মওসুমে পানি বঞ্চিত গঙ্গা ও তিস্তা অববাহিকায় অনেক নদী মরে গেছে এবং মরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । এমন অবস্থায় মানুষের জীবন জীবিকা বিপন্ন ।

আন্তর্জাতিক নদী ও পানি বিষয়ক আইন মেনে চললে ভাটির দেশ বাংলাদেশে এমন পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতনা । প্রাকৃতিক সম্পদ নদীকে রাজনৈতিক বর্ডারে ভাগ করা বা আটকে দেয়া যায়না । উজানে এমন কিছু করা সমিচীন নয় যার ফলে ভাটির দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সকল যৌথ নদী উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত প্রবাহমান থাকতে হবে । না হয় নদীগুলো মরে যাবে । বাংলাদেশের নদী-পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতসহ সারা দুনিয়ার পানি বিশেষজ্ঞরা অবহিত ও সোচ্চার । এ নিয়ে কথা বলা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা নয় । যৌথ নদীর পানির সঠিক ব্যবহার এবং নদী-অববাহিকার উজান ও ভাটির অধিবাসিদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাপি কাজ চলছে । কারণ তাছাড়া নদী বাঁচবেনা । বাংলাদেশের উচিত একথা বলিষ্ট ভাবে বলা এবং বিপর্যয় এড়ানো এবং নদীর প্রবাহ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া ।

বক্তারা মাওলানা ভাসানীর দূরদৃষ্টির ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং সকলকে দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার অন্দোলনে ৯৬ বছর বয়সে দেয়া তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার আহবান জানান ।

অনুষ্ঠানে আইএফসি নিউইয়র্ক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালুর অসুস্থতায় সমবেদনা জানানো ও তাঁর আশু রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করা হয় ।

আলোচনা সভায় অংশ নেন জাতীয় পার্টি (জামাল) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক রতন, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এলাহি নেওয়াজ খান, আমেরিকা প্রবাসী প্রবীন সাংবাদিক ও কবি সালেম সূলেরী, স্যাম্যবাদী দলনেতা কাজী মোস্তফা কামাল ও আইএফসির সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউর রহমান আতা ।

জাতিসংঘের সাবেক পানি ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আইএফসি বাংলাদেশ-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ড. এস আই খান মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । সভাপতিত্ব করেন আইএফসি সমন্বয়ক মোস্তফা কামাল মজুমদার । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন । তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায় । মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন । তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে ।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে । বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে । ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে । এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে । প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে । তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো ।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি । প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক । ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে । যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট) ।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।

ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

রুম ভাড়া

সানিসাইডে সেভেন ট্রেন সাবওয়ের ৪৬ স্ট্রীট থেকে এক ব্লক দূরে একটি বড় রুম, একজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার। ভাড়া ৭৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯ (প্রয়োজনে নাম, ফোন নম্বর সহ ম্যাসেজ রাখুন)।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯

ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

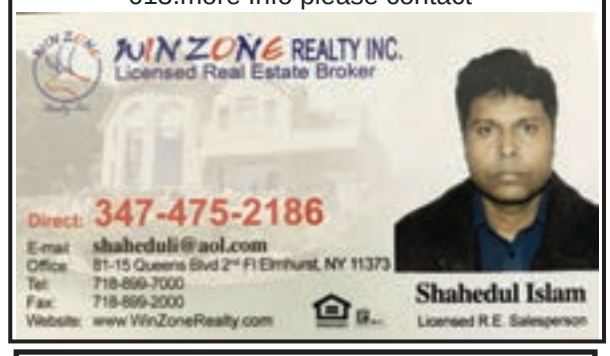
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: ৬৪৬-৬১০-৯০৯২ অথবা ৩৪৭-২১৩-৩৩১৩. মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









আবু জাফর মাহমুদকে স্টেট অ্যাসেমব্লি'র বিশেষ সম্মাননা

(শেষের পাতার পর)

॥বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং সিইও আবু জাফর মাহমুদ জ্যাকসন হাইটস এর প্রাণকেন্দ্রে গত ১৪ মে রোববার আয়োজিত বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউটিনির সাংস্কৃতিক কর্মী আলমগীর খান আলম পরিচালিত শো টাইম মিউজিক ওই মেলার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সুপরিচিত সংগঠক ফাহাদ সোলাইমানসহ মেলার পৃষ্ঠপোষক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মেলার পরিবেশনা মঞ্চে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে তার মানবসেবা, কমিউনিটি উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেমব্লি থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ওই সম্মাননা হস্তান্তর করেন নিউইয়র্ক স্টেট এর ৩০ নং ডিস্ট্রিক্ট এর অ্যাসেমব্লি মেম্বার স্টিভেন বি রাগা।

মেলায় নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশী শিল্পীরা বৈশাখের বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মেলায় দেশি পণ্যসামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। উদ্বোধনী বক্তৃতায় আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বৈশাখী মেলা আর অন্যান্য মেলার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাংলা সনের সঙ্গে চন্দ্র সন ও ফসলী সনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের জীবনপ্রবাহ জড়িত। আমরা যখন মোগল শাসিত ছিলাম, তখন কৃষিজীবী জনগোষ্ঠির ফসলি হিসাব, ব্যবসার হিসাব ঠিক রাখার জন্যই সম্রাট আকবর যে সন গণনার প্রবর্তন করেন, সেটিই বাংলা সন। মানুষের জীবিকাকে সঠিক হিসেবের মধ্যেই আনার জন্যই সাল গণনার সূত্রপাত। বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখকে ঘিরেই আমরা হালখাতা করে আসছি। বছরের প্রথম দিনের 'হাল' দিনের হিসাব খোলাটিই হালখাতা। আমরা বাংলা অঞ্চল থেকে এসে এখন যেহেতু পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছি, তার নেতৃত্বটা দিচ্ছি আমেরিকা থেকে। বাংলা নতুন বছরে এসে, আমাদের জীবনধারা, ভাতৃত্ব ও আগামীর করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদের জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক নির্মিত 'বৈশাখ, বাংলাদেশ ও ভালোবাসা' শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।



'ব্যাড এলিমেন্টদের বয়কটের

(শেষের পাতার পর)

শাহ নেওয়াজ ফোবানার সভায় আসছেন না, আমাদের ফোনও ধরছেন না। উল্লেখ্য, শাহ নেওয়াজ এই সংবাদ সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে গিয়াস আহমেদ ও ডা. মাসুদুর রহমান বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এর আগে ফোবানার পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির কর্মকর্তারা হলেন:

প্রধান উপদেষ্টা- মোহাম্মদ আকতার হোসেন, উপদেষ্টা যথাক্রমে আতিকুর রহমান সালু, ডা. মাসুদুর রহমান, খন্দকার ফরহাদ, মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম শিকদার, ডা. ইবরুল চৌধুরী, আবু জাফর মাহমুদ ও ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান।

স্টিয়ারিং কমিটি: চেয়ারম্যান- গিয়াস আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান- কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও আবুল আজাদ (টরন্টো, কনাডা), মেম্বার সেক্রেটারী- শাহ নেওয়াজ, সহ মেম্বার সেক্রেটারী- উত্তম দে (আটলান্টা, জর্জিয়া), কোষাধ্যক্ষ- সৈয়দ এনায়েত আলী, সদস্য যথাক্রমে তৌফিক এজাজা (মন্ট্রিয়েল, কানাডা), আসিফ বারী টুটুল, আবু জোবায়ের দারা (কানাডা), হাসানুজ্জামান হাসান, ওয়াহিদ কাজী এলিন, নিশান রহীম, ফিরোজ আহমেদ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, মো: আনোয়ার হোসেন, কিউ জামান, মো: আনোয়ারুল ইসলাম, কাজী তোফায়েল ইসলাম, আহসান হাবীব, মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, এম এ খালেক, তারেক হাসান খান, নূরুল আজীম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আকাশ রহমান, মোহন জব্বার, মো: শহিদুল ইসলাম ঠান্ডু ও ইলিয়াস হোসেন (আটলান্টা, জর্জিয়া), ইমরানুল হক চাকলাদার ও মো: ইলিয়াস খান (ফ্লোরিডা), মাহিম আহমেদ (মন্ট্রিয়েল, কানাডা), কবিরুল ইসলাম, নেসার আহমেদ ও মো: কাজল (ওয়াশিংটন ডিসি), সোহরাব হোসেন (বস্টন), জাকারিয়া রুমি (নিউজার্সী), কামরুল আহমেদ (শিকাগো), দেওয়ান আজিম জুয়েল (টরন্টো, কনাডা), কাজী চৌধুরী (টেক্সাস), নাজমুল আলম শ্যামল, সাখাওয়াত হোসাইন সুমন ও আবুল কালাম (কানাডা)।

সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ বলেন, মট্রিয়ল ফোবানা সম্মেলন-২০২২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টেয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আমি গিয়াস আহমেদ, মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ। গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় ডা. মাসুদুর রহমানের ওপর। তিনি গিয়াস আহমেদ ও শাহ নেওয়াজের পরামর্শে তা চূড়ান্ত করবেন। ফোবানা মন্ট্রিয়লের এ সিদ্ধান্তে ফোবানার সাবেক স্টেয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, কনভেনর এজাজ আকতার তৌফিক, ফোবানা মন্ট্রিয়লের মেম্বার সেক্রেটারী আবু জুবায়ের দারা, স্টেয়ারিং কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ ও চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের স্বাক্ষরও রয়েছে। তিনি বলেন, গত কয়েকদিনে বিভিন্ন মিডিয়ায় আলী ইমাম শিকদারকে চেয়ারম্যান দেখিয়ে একটি বিবৃতি বিভিন্ন মিডিয়ায় ছাপা হয়েছে। তাতে আমরা বিস্মিত।

গিয়াস আহমেদ বলেন, শাহ নেওয়াজ ভাই এই আলী ইমামকে দুষ্ট লোক বলতেন। তাকে বহিষ্কারের দাবি জানাতেন। এখন দেখছি তিনি আলী ইমামকে সাথে নিয়ে সভা করছেন। শাহ নেওয়াজ ভাইয়ের প্রতি আহবান তিনি অসৎ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করবেন এবং আমরা একসাথে ফোবানোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে গিয়াস আহমেদ বলেন, বিভিন্ন কারণে আমরা সভা করতে পারিনি বলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দেরী হয়েছে। তাছাড়া মন্ট্রিয়েল সম্মেলনের সিদ্ধান্তে কমিটি গঠনে কোন দিন-তারিখের বাধ্যবাধকতা ছিলো না। গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে গিয়ে দেরি হয়েছে। আগে ভাইস চেয়ারম্যান একজন ছিলেন। এখন ২ জন করা হয়েছে। গিয়াস আহমেদ বলেন, ফোবানার গত সভায় আসার জন্য শাহ নেওয়াজকে ১০ বার কল করেছিলাম। তিনি আমার ফোন ধরেন নি, কলও ব্যাক করেন নি। তিনি বলেন, বিগত ৩৫ বছর ধরে এই কমিউনিটির জন্য কাজ করছি। কিন্তু গত ৩-৫ বছর ধরে কিছুলোক এসে সবকিছু নষ্ট করছে। এসব আর হতে দেয়া যায় না। তিনি বলেন, ঐক্যের স্বার্থে আমরা একজনের জন্য পর্যন্ত গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করেছি।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, আমরা কাউকে বাইরে রাখার পক্ষে নই। সবাইকে নিয়েই ফোবানা করতে চাই। আলী ইমাম এখন ফোবানার উপদেষ্টা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে সৈয়দ এনায়েত আলী, ওয়াহিদ কাজি এলিন, কিউ জামান, আনোয়ারুল ইসলাম, আহসান হাবিব, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, নুরুল আজিম, আকাশ রহমান ও তোফায়েল আহমেদ এবং শোটাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম উপস্থিত ছিলেন।

নিখোঁজ দুই কিশোরের

(শেষের পাতার পর)

গ্যারেট ওয়ারেন (১৩) অপরজন আলফা ব্যারি (১১)। গত রোববার ও সোমবার দুই জনের নিখোঁজ হওয়ার কথা জানায় তাদের পরিবার। এরপর পুলিশ খুঁজতে শুরু করে দুই কিশোরকে।

গত ১৮ মে বৃহস্পতিবার সকালে হারলেম নদী থেকে একটি মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। যেটি গ্যারেটের বলে ধারনা করা হয়। কিন্তু অপর বন্ধুর খোঁজ তখনো মেলেনি। এরপর দুই দিন ধরে হারলেম নদীতে বোট চালিয়ে এবং উপর থেকে হেলিকপ্টার উড়িয়ে চলে অপর বন্ধুর খোঁজ।

অবশেষে শনিবার সকালে হাডসন নদীতে ভাসমান পাওয়া যায় আরেকটি মরদেহ। সেটি আলফা ব্যারির মরদেহ বলেই ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ মনে করছে হারলেম নদী থেকে স্রোতে ভেসেই মরদেহটি হাডসনে যায়।

এই দুইবন্ধু নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের বাসিন্দা। গত শুক্রবার এই দুই জনকে সবশেষ একসঙ্গে দেখা যায়।

সোনালী ব্যাংকের এমডি আফজাল

(শেষের পাতার পর)

উপলক্ষ্যে শুক্রবার (১৮ মে) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ সালাম আকন্দ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ফার্স সেক্রেটারী ইশরাত জাহান, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস অহমেদ ও নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি এনায়েত উদ্দিন সরদার, কমিউনিটি নেতা আবু নাসের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মামুনুর রশীদ, কামরুজ্জামান বাচ্চু, শাহ আলম, এডভোকেট জাকির হোসেন, সবিতা দাস ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মইজুর রহমান লস্কর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আশরাফুল হাসানবুলবুল।

অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে সোনালী ব্যাংকের এমডি-কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এময় তিনি তার বক্তব্যে দেশে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং বৈধপথে অর্থ প্রেরনের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান। পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এসময় তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জ-এর বিভিন্ন শাখার খোজ খবর নেন এবং শাখাগুলোর সেবার মান বৃদ্ধিতে আরো ভূমিকা রাখতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এছাড়াও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আ. লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান

(শেষের পাতার পর)

রয়েছে। তার পায়ে একটি সাজারী করা হয়েছে। তার সুস্থতায় দলের পক্ষ থেকে সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, নিউজার্সী রাজ্যে বসবাসকারী ড. সিদ্দিকুর রহমান স্থানীয় রবের্ট উড জনসন ইউনিভার্সি হসপিটাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১৬ মে মঙ্গলবার এই হাসপাতালে তার পায়ের একটি সার্জারি সম্পন্ন হয়। পায়ের সার্জারি করার সময় হার্টে সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ডায়াবেটিস ধারা পড়ে।

এদিকে ড. সিদ্দিকুর রহমানের আশু রোগ মুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের পক্ষ থেকে সকলের কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

অপরদিকে ড. সিদ্দিকুর রহমানের অসুস্থতার খবর পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিক, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ সেবুল মিয়া বৃহস্পতিবার (১৮ মে) রাতে তাকে দেখতে যান।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ড. সিদ্দিকুর রহমানকে দেখতে তার বাসায় যান।

১৭ সেপ্টম্বর নির্বাচন, ৯ জুলাই সাধারণ সভা

(শেষের পাতার পর)

রাসেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায়উপস্থিত ছিলেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্য সর্ব জনাব মনির আহমেদ, মেহবুবর রহমান বাদল, মাকসুদুল হক চৌধুরী, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তাহের, মোহাম্মদ সেলিম, আহসান হাবিব, সুমন উদ্দীন, ইকবাল ভুঁইয়া, মোহাম্মদ জে আবেদিন (আতিক) ও মোহাম্মদ হারুন।

উক্ত সভায় চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ১৪ মে রোববার আগামী নির্বাচনে ভোটার হওয়ার লক্ষ্যে সদস্য নবায়ন বা সদস্যহওয়ার শেষ দিন ছিল যা সাধারন সদস্য ও সংগঠনের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত আছেন এমন বেশ কিছু সাবেক কর্মকর্তা ও আজীবন সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন সদস্য সংগ্রহের সময় বর্ধিত করে আগামী ২ জুলাই রোববার ধার্য্য করা হয়।

সদস্য সংগ্রহ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও অন্যন্যা সিদ্ধান্তসমুহের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছেঃ

অতীতে সে সকল কমিটি কিংবা সংগঠনের একাউন্ট হোল্ডার ছিলেন তাদের মধ্যে যারা হিসাব প্রদান করেনি তাদের নিকট থেকে হিসাব নেয়ার লক্ষ্যে কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা ও আজীবন সদস্যদেরকে এবিষয়ে সহযোগিতাকরার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হলেন- সর্বজনাব মোহাম্মদ হানিফ, সৈয়দ এম রেজা, কাজী আজম, আবুল কাসেম ভুঁইয়া, সরওয়ার জামান চৌধুরী (সিপিএ) ও জসিম উদ্দীন প্রমুখ। উক্ত লিয়াজো কমিটি আগামী ২০ জুনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট প্রদান করবেন।

আগামী ৯ জুলাই রোববার সমিতির সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারন করা হয়েছে, তার পুর্বেই গঠনতন্ত্রের সংশোধন (প্রস্তাবিত) করতে হবে। যদি কেউ গঠনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা দিতে চান তাহলে তা অবশ্যই আগামী ২৫ জুনের মধ্যে লিখিতভাবে অন্তবর্তীকালীন কমিটির নিকট পাঠাতে হবে। যা গঠনতন্ত্রসংশোধন কমিটি যাচাই বাচাই করে সাধারন সভায় প্রস্তাব আকারে পেশ করবেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী ৩০ জুলাই রোববার সমিতি বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে এবং অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্য আবুল কাসেমকে আহবায়ক ও মীর কাদের রাসেলকে সদস্যসচিব করে একটি পিকনিক উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করা হয়েছে।

গভায় চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামাল হায়দারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে দোয়া এবং একটি শোক প্রস্তাব গৃহিত হয়। এ উপলক্ষে মরহুমের স্মরণে আগামী ২০ মে শনিবার সন্ধ্যায় ৭ টায় সমিতির ভবনে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও গঠনতন্ত্র সংশোধন, বিল্ডিং সংস্কার সহ আরো বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত সভায় নেয়া সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে চট্টগ্রামবাসীকে বিস্তারিত জানানোর উদ্দেশ্যে আগামী ৫ জুন সোমবার বিকাল ৬ টায় সমিতির অফিসে (চট্টগ্রাম ভবন) এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্যরা উপরোক্ত কর্মসুচীসমূহ সফল করতে চট্টগ্রামবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 22 // 2023

জাপানে পরমাণু হামলা: ক্ষমা চাইবেন না বাইডেন



ঢাকা ডেস্কঃ ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট এশিয়ার দেশ জাপানের হিরোশিমা শহরে প্রথম পরমাণু বোমা হামলা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই হামলায় হিরোশিমা শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে নিহত হয় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ। এর তিনদিন পর জাপানের নাগাসাকি শহরে দ্বিতীয় পরমাণু বোমা হামলা চালায় আমেরিকা। দ্বিতীয় বোমা হামলায় আরও ৭০ হাজার মানুষ জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হিরোশিমা শহরের পরমাণু বোমায় ১৫ হাজার এনটিএন ছিল। ওই বোমা বিস্ফোরণের সময় ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছিল ৪ হাজার ডিগ্রি। ওই দুই শহরে বোমা হামলার ঘটনায় বেঁচে যাওয়া জাপানিরা বেশিরভাগই থাইরয়েড, ফুসফুস ক্যান্সারসহ আরও বিভিন্ন রকমের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। মানবতাবিরোধী এই হামলার জন্য ওয়াশিংটন ক্ষম চাইবে না বলে জানিয়েছে আমেরিকা।









ডালাসের সাউথ ফোক র‍্যাঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো টেকফায়োস বৈশাখী মেলা-১৪৩০

আশরাফুল হাবিব মিহির: বাংলাদেশী এক্সপ্যাট্রিয়েট সোসাইটি অব টেক্সাস (বিইএসটি)-এর উদ্যোগে এবং আইটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট টেকফায়োসের সহযোগিতায়, টেক্সাস ডালাসের, সাউথ ফোক র‍্যাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো টেকফায়োস বৈশাখী মেলা ১৪৩০। গত ১৩ মে শনিবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা, এই আয়োজনে ডালাস সহ আশেপাশের অঙ্গরাজ্য থেকে বাংলা ভাষাভাষী, সংস্কৃতিমনা, সঙ্গীত পিপাসু বাঙালীর পদচারণায় মুখর হয়ে উঠে সাউথ ফোক র‍্যাঞ্চের সবুজ আঙ্গিনায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ফীডব্যাক, তাদের জনপ্রিয় গানগুলো- মৌসুমী, চিঠি, মেলায় যাইরে, পরিবেশন করেন, দর্শকরাও নেচে গেয়ে জমিয়ে তুলেন মেলা প্রাঙ্গন। এই বৈশাখী মেলায় নৃত্য পরিবেশন করেন রুবানাস ড্যান্স গ্রুপ ও মুদ্রা ড্যান্স গ্রুপের সদস্যরা।

রম্য নাটক আর লটারী ছিলো মেলার অন্যতম আকর্ষন। বেলাল হোসেন ঢালী রচিত ও জিনাত হাকিম পরিচালিত নাটকে অভিনয় করেন আজিজুল হাকিম, তারিন জাহান, আহমেদ রনি, নাযাহ হাকিম। পুরো আয়োজনটিতে উপস্থাপনায় ছিলো মুনিয়া।

বাংলাদেশী এক্সপ্যাট্রিয়েট সোসাইটি অব টেক্সাস (বি.ই.এস.টি) এর সভাপতি মামুন মেহেদী জানান, মেলায় ছিলো বুটিক হাউজ, গহনার দোকান, ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস, নানান ধরনের খাবারের দোকান সহ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় সার্ভিসের স্টল। আগত দর্শকদের সমাগম ছিলো উল্লেখযোগ্য, আরো ছিলো শিশুদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা।

বাংলাদেশী এক্সপ্যাট্রিয়েট সোসাইটি অব টেক্সাস (বি-ইএসটি) ২০১০ থেকে এই আয়োজন করে আসছে, এবারেরটি সহ এটি ছিলো ১১তম বেঙ্গলী নিউইয়ার ফেস্টিভালের আয়োজন। উত্তর আমেরিকার অন্যতম জাঁকজমক বাঙালীর ঐতিহ্যের বেস্ট এর ১২তম বৈশাখী মেলা-২০২৪ এই মেলা আগামী বছর ২৭ এপ্রিল শনিবার ডালাসের সাউথ ফোক র‍্যাঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান আয়োজকরা।

মেলার টাইটেল স্পন্সর- টেকফায়োস, প্লাটিনাম স্পন্সর- এক্সিডেন্ট সেন্টার অব টেক্সাস, বোঞ্জ স্পন্সর- এ.এন.আর গ্লোবাল সার্ভিসেস, শহিদুল ইসলাম এন্ড ফ্যামিলি, এ.এস ইনডিপেন্ডন্ট মেম্বার বোকার, টেক্সাস জায়ান্ট ইন্সুরেন্স। এছাড়াও আরোও স্পন্সর ছিলেন- মামুন মেহেদী ও সানিয়া মেহেদী, ফাহিম খান এএনটি গ্লোবাল/গাড়ীবাড়ী ডট কম, বারী রিয়েলটর, হাসিনা আক্তার এন্ড ফ্যামিলি, তৃপ্তিঘর, দেশী স্বাদ, শাড়ী অঙ্গন, দেশী ডিজাইন বুটিক, কিমিয়াস্ কালেকশান, উগাম ডিজাইনস কালেকশান, দিনাস্ শাড়ী, বসন্ত পিরাণ, হাম ফ্যাশানস্, ইনিয়া, হাসিনস্ বুটিক, ফুসা ফ্যাশন, নারগিস কিচেন, তানজিলাস্ কিচেন, বিবিস্ কিচেন, অনেক খাবো, চপ হাউজ জায়রো, দ্য জুস বার, এফকে প্লাস আর্কিটেক, এটিকাল রিয়েলিটি, জেপি এসোসিয়েট এন্ড রিয়েলেটর, মো: আলী এন্ড ফ্যামিলি, এ.এ. কালেকশান, মোস্তাক চৌধুরী এন্ড রুবা চৌধুরী, শাড়ী ডেস্টিনেশান, আরিফাস্ কিচেন কুজিনস্, এ.ওয়ান ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস্, গোল্ডেন লিভস্, রুনি রহমান এন্ড ফ্যামিলি, মেহের, শাকিল হক এন্ড শীলা সুষমা, আলভী শরীফ এন্ড রেশমী শরীফ, রেড হার্ট, শাহীন সাদাত এন্ড ফ্যামিলি, মো: এ. ইসলাম এন্ড ফ্যামিলি, হাবিব রহমান এন্ড নাসরীন সুলতানা, শেখ সত্তার এন্ড ফ্যামিলি, সেলিম সাইফুর এন্ড ফ্যামিলি, ইকবাল এন্ড ফ্যামিলি, মো: নুরুল আমিন এন্ড ফ্যামিলি, সাজিদ হোসাইন এন্ড ফ্যামিলি, ল্যা ফিসিয়া বাই রিমা, ডা. সজল দাস, ট্রেজার হান্ট, ডল হাউজ, গ্রান্ড বাজার, সুষমা কথন, ডিস্কভারী প্রোডাক্ট ইনক, সিগনেচার কেয়ার, স্পাইস্ এন্ড রাইচ, আলম মাহমুদ ও মিলানা ড্যান্স।







অনলাইন টিকেট সুবিধা নিয়ে অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অনলাইন টিকেট সুবিধা নিয়ে অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের ওয়েবসাইট (www.anywhere-flight.com) উদ্বোধন হলো নিউইয়র্কে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৭ মে বুধবার বিকেলে সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ ইউএসবিডি গ্রুপ অফিসে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন হলিস মুসলিম সেন্টারের (মসজিদ) ইমাম শায়েখ সাজ্জাদুর রহমান। এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ। পরবর্তীতে অ্যানিহয়ার ফ্লাইট নিয়ে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা এবং বিমানের টিকেটিং সিস্টেমে আরও কিভাবে সহজতর করা যায় তা নিয়ে একটি পরিকল্পনার কথা উপস্থিত সকলকে জানান প্রতিষ্ঠানটির সিইও রুমা আহমেদ। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী। বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করন)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও ইউএসঅনলাইন.কম-এর সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ কামরুল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, গীতিকার ইশতিয়াক রূপু আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বদিউল আলম, আমিনুল ইসলাম খান, রুহুল আমিন, শাহজাহান সিরাজ, নাসরিন রহমান, পান্না চোধুরী, বদরুদ্দোজা সাগর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে লিটন আহমেদ বলেন, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী প্রবাসী হিসেবে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে আছেন নানান কাজে। আবার অনেকে ব্যবসায়ীক কাজসহ নানান কাজে বিভিন্ন জায়গায় যেতে বিমানের টিকেট নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন। তাই প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকলের কথা চিন্তা করে আমরা অ্যানিহয়ার/এনিহয়ার ফ্লাইটে টিকেট বুকিংয়ের জন্য সহজ সিস্টেম করেছি। তিনি বলেন, কাস্টমার সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে ২৪ ঘন্টা টিকেট ক্রয়ের সুবিধার্থে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্ট অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের ওয়েবসাইট www.anywhereflight.com চালু করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসে সহজেই ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ডসহ সকল গেটওয়ের মাধ্যমে এই সাইট থেকে টিকেট বুকিং দেয়া যাবে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এখন থেকে বিমান বাংলাদেশ, ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স, এমিরেটস, কুয়েত, কাতার ও টার্কিশ এয়ারলাইন্সসহ বিশ্বের প্রায় সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে খুব সহজেই কেনা যাবে।

লিটন আহমেদ বলেন, এছাড়াও নানান ধরনের ছাড় নিয়ে ওমরাহ ও হজ্জের টিকেটেও থাকবে বিশেষ সুবিধা। প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে কোন জায়গায় থেকে পেমেন্টের গেটওয়ে মাধ্যমে বিমানের টিকেট কাটতে পারবেন। বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদিত সকল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমেও গ্রাহকরা অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের সকল টিকেট কাটতে পারবেন।

এদিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৭ মে বুধবার নিজস্ব কার্যালয়ে স্থানীয় সময় বিকাল ৬:৩০ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের প্রেসিডেন্ট মোঃ লিটন আহমেদ। অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ জানান, অ্যানিহয়ার ফ্লাইটের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১০০টির বেশি দেশের হোটেল-মোটেল বুকিংয়ের সকল সুবিধা পাবেন। যাতে কোথাও ঘুরতে গিয়ে হোটেল বুকিংয়ের বিড়ম্বনায় পড়তে না হয় পর্যটকদের। এতে অনেক হোটেলে নির্দিষ্ট মূল্য থেকে একটি বড় অংশ ছাড়ও পাবেন ভ্রমণ পিপাসুরা।

অনুষ্ঠানে অ্যানিহয়ার ফ্লাইট থেকে কিভাবে বিমানের টিকেট বুকিং দেয়া যাবে তার উপর একটি প্রশিক্ষনমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, অ্যানিহয়ার ফ্লাইট ইউএসবিডি গ্রুপ এলএলসির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। ইনভেস্টমেন্ট, আউটসোর্সিং, ইমিগ্রেশন ও ইমপ্লয়মেন্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইউএসবিডি গ্রুপ। এটি ইউএসএ এবং বাংলাদেশের অন্যতম সেরা বহুজাতিক কোম্পানি। ইউএসবিডি গ্রুপ এলএলসি সর্বদা উন্নয়নের জন্য নমনীয়, গতিশীল এবং সহযোগিতামূলক সাংগঠনিক সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করার চেষ্টা করে। এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল সফটওয়্যার, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম। যার লক্ষ্য সফটওয়্যার প্রযুক্তির যুগে একটি নতুন মান তৈরি করা। এছাড়া ভিসা প্রসেসিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, ডোমেইন, হোস্টিং এবং ই-কমার্স নিয়েও কাজ করে ইউএসবিডি গ্রুপ।



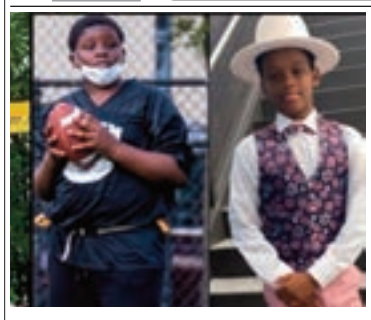


TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA

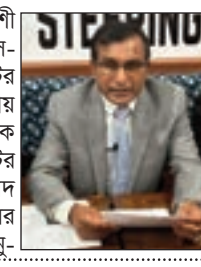


নিখোঁজ দুই কিশোরের মরদেহ মিললো হারলেম ও হাডসনে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে গেল সপ্তাহ থেকে নিখোঁজ ছিলো দুই কিশোর বন্ধু। এদের একজন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ফোবানা'র সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ

'ব্যাড এলিমেন্টদের বয়কটের আহ্বান'



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন্স অব নর্থ আমেরিকা-ফোবানা (গিয়াস-নেওয়াজ) এর সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (২০ মে) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টের চাইনিজে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রায় এক বছর পর ফোবানার পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ এ ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, আগামী ১১ জুন রোববার কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে নব গঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় সংগঠনের চেয়ারম্যান দাবীদার আলী ইমাম শিকদারের মতো কতিপয় লোকের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলা হয়, ফোবানায় 'ব্যাড এলিমেন্ট' (দুষ্ট লোক) ঢুকে পড়েছে। তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে এবং বিভক্তিতে ইন্দন দিচ্ছে। তারা ক্ষমতা ও লোভের মোহে ফোবানায় এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। এমনিক তারা ফোবানার স্টেয়ারিং কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজকেও বিভ্রান্ত করছে। যে কারনে হয়তো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সোনালী ব্যাংকের এমডি আফজাল করীম সংবর্ধিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বৃহত্তর বরিশালের কৃতি সন্তান, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং সিইও মো: আফজাল করীমের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে সম্মিলিত বরিশাল বিভাগীবাসী ইউএসএ'র পক্ষ থেকে তাকে সংবার্ধিত করা হয়েছে। এ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

আ. লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান অসুস্থ : দোয়া কামনা



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান অসুস্থ অবস্থায় নিউজার্সী রাজ্যের নিজস্ব বাসয় পূর্ণ বিশামে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

চট্টগ্রাম সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত

১৭ সেপ্টম্বর নির্বাচন, ৯ জুলাই সাধারণ সভা

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র ভবনে অন্তবর্তীকালীন কমিটির মাসিক সভা গত ১৩ মে শনিবার বেলা তিনটায় অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্য নুরুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে এবং সদস্য মীর কাদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

রথ ভাবে আমি দেব-!



প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার একটা মন্তব্য নিয়ে স্যোসাল মিডিয়ায় ক'দিন ধরে বেশ তোলপার। যারা স্যাংশন দেয় তাদের কাছ থেকে কিছু কিনবো না। কেউ কেউ এ কথায় নতুন কোন স্যাংশনের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটস'র বৈশাখী মেলা

আবু জাফর মাহমুদকে স্টেট অ্যাসেমব্লি'র বিশেষ সম্মাননা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, আমেরিকান অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ও সঙ্গীত এখন অনন্য স্থানে পৌঁছেছে। এর পেছনে যারা কাজ করছেন তারা ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখেন। আমি বিশ্বাস করি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা একেকটি আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের পক্ষে একটি প্রবাহ তৈরি করেন। বাংলাদেশের সেই সাংস্কৃতিক প্রবাহ এখন সফল একটি উচ্চতায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ফারাক্কা লংমার্চ দিবসের ডাক

যৌথ নদী রক্ষায় সোচ্চার হোন

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের যৌথ নদী ও পরিবেশ রক্ষার জন্য জনগনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। ফারাক্কা লংমার্চ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ আহবান জানান। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ উদযাপন নিউইয়র্কে

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (বাকি অংশ ০৪ পাতায়



জিহ্বার ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

জাফর আহমাদ

রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,"যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মাঝে যা আছে অর্থাৎ জিহ্বা এবং দু'পায়ের মাঝে যা আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থানের জিম্মাদারী দিবে আমি তার জন্য (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

বাংলাদেশে আসছেন মার্টিনেজ!

স্পোর্টস ডেস্ক: ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল দলটির গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের। বিশ্বকাপে 'গোল্ডেন গ্লাভ' বিজয়ী মার্টিনেজ আসছেন ভারতের (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

গরমে শিশুর ডায়রিয়া হলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোথাও কোথাও ঝুপঝাপ বৃষ্টি হচ্ছে বটে; কিন্তু তাতে গরম কমার চেয়ে যেন বেশি হয়ে উঠছে। এই গরমে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাই যেখানে হাঁসফাঁস করছে, (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

বিনোদন

রাশিয়ার উৎসবে যাচ্ছে 'আম-কাঁঠালের ছুটি'

বিনোদন ডেস্ক: আগামী ২৬ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাশিয়ার চেবাক্সারিতে অনুষ্ঠেয় চেবাক্সারি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ষোড়শ আসরের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

দেবে যাচ্ছে নিউইয়র্ক বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে

ঢাকা ডেস্ক: ভয় জাগানিয়া তথ্য বটে। একটি জরিপ বলছে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক তার বুক জুড়ে গড়ে ওঠা আকাশচুম্বি ভবনগুলোর ওজন আর বইতে পারছে না। ফলে ক্রমাগত নিচে দেবে যাচ্ছে এই নগর। ইএস জিওলজিক্যাল সার্ভে ও ইউনিভার্সিট অব রোড আয়ল্যান্ডের ভূ-বিজ্ঞানীরা এই জরিপ চালিয়েছেন। তাদের প্রতিবেদন (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com